পতিব্রতা।

প্রথম ভাগ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত-লেখক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ

প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩২০

মূল্য প্রত্যেক ভাগ ১৲ টাকা।

ঐ রাজ সংস্করণ ১।০

প্রথম ভাগ।

সতী, শকুন্তলা, দময়ন্তী এবং শৈব্যাদেবীর চরিত্র অবলম্বনে লিখিত।

দ্বিতীয় ভাগ।

সুনীতি, গান্ধারী, সাবিত্রী এবং সীতাদেবীর চরিত্র অবলম্বনে লিখিত।
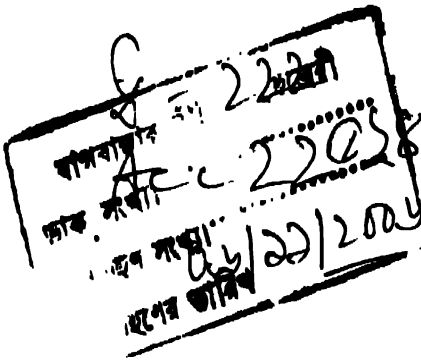
২।১২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ "নববিভাকর যন্ত্রে" শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

ফুরায়ে এসেছে বেলা,
ভাঙো ভাঙো প্রায় খেলা,
সাথী যত, একে একে, যেতেছে চলিয়া ;
দু'জনে বিরলে পড়ি
খেলাঘর ভাঙি, গড়ি,
সদাভয়, আগে কেবা যায় পলাইয়া।
ধূলো, মাটী যা পেয়েছি,
যখন যা এনে দিছি,
সাজাতে সাধের ঘর করেছ গ্রহণ ;
দেখ তবে এইবার,
এনেছি কি উপহার,
লও, পতিব্রতে ! হো'ক সার্থক জীবন।

সংশোধিত বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু অভাবের মধ্যে স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থের অভাব একটী প্রধান। হিন্দু আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাদিগের মহিলাগণ যাহা হইতে আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারেন, এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃতই বিরল। এই অভাব, কিয়ৎ পরিমাণে, মোচনের জন্যই আমি পতিব্রতারচনায় প্রণোদিত হইয়াছি।

ভারতবর্ষ পতিব্রতা-ভূমি। এদেশের পুরাণে হউক বা ইতিহাসে হউক, পতিব্রতার অভাব নাই। আমি বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র চরিত্র আলোচনা করিয়াছি। এখনও বহু চরিত্র অস্পৃষ্ট রহিয়াছে। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক এই দুই ভাগে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা। পৌরাণিক ভাগ প্রকাশিত হইল। ঐতিহাসিক ভাগ প্রকাশের উপযুক্ত সময় ও স্বাস্থ্য পাইব কিনা বিধাতা জানেন। আমি প্রকাশ করিতে না পারিলেও যদি আর কেহ করিতে পারেন, তাহা হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অভাব মোচন হইল ভাবিয়া, আমি তৃপ্তি লাভ করিব।

প্রথম সংস্করণকালে শৈব্যা ও সীতা দেবীর চরিত্র লিখিতে পারি নাই। এবার তাহা সন্নিবিষ্ট হইল; কিন্তু তাহাতে গ্রন্থ-কলেবর ও আনুসঙ্গিক ব্যয় এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, প্রয়োজন বোধে সমস্ত বিষয়টাকে দুই অংশে বিভক্ত করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক চরিত্র যখন অন্য-নিরপেক্ষ তখন তাহাতে কোন অসু-বিধার আশঙ্কা নাই।

অবলম্বিত কোন চরিত্রেই আমি সম্পূর্ণ মূলের অনুসরণ করি নাই। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের পদানু-

সরণে মূল রক্ষা করিয়া, আমি অনেক স্থানে নিজের কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। শকুন্তলাচরিত্রে কালিদাসেরই অনুসরণ করিয়াছি; কারণ অভিজ্ঞানশকুন্তলের পর কল্পনা-প্রদর্শনের প্রয়াস ধৃষ্টতামাত্র।

যাঁহাদিগের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহা যে তাঁহা-দিগের প্রীতিকর হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি তজ্জন্য শ্রম সফল জ্ঞান করিতেছি।

কলিকাতা
৩৫ নং গুয়াবাগান লেন। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
১৩২০

প্রথম ভাগের

সূচীপত্র

পতিব্রতা।

প্রথম আখ্যান।

সতী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বারে যেখানে গঙ্গা হিমাচল হইতে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তাহার সম্মুখে কনখল প্রদেশ। প্রজাপতি দক্ষ এই কনখল প্রদেশের রাজা ছিলেন।

রাজা দক্ষের অতুল প্রতাপ। ঐশ্বর্য্যে ও বীর্য্যে পৃথিবীতে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাহার উপর তিনি আ ' মহাতপস্বী। তিনি যে কত যজ্ঞ, কত দান, এবং কত ব্রতা: গ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। সেই জন্য লোকে বলিত "ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে রাজা দক্ষের সহিত কাহারও তুলনা হয় না।"

দক্ষের রাজধানী কনখল সৌন্দর্য্যে অমরাবতীকেও পরাজিত করিত। বহুসহস্র বৎসর অতীত হইলেও কনখলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এখনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইহার অদূরে গিরিরাজ হিমাচল, শিখরের পর শিখর তুলিয়া, স্থির মেঘমালার ন্যায়, দাঁড়াইয়া আছেন। মধ্য দিয়া গঙ্গার স্রোত, মহাকায় সর্পের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া, তর তর বেগে, নিম্নদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কনখলে গঙ্গার যে কি অপূর্ব্ব শোভা তাহা বর্ণন করিবার নয়। গঙ্গার জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ; নদীতলস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি পর্য্যন্ত

দেখিতে পাওয়া যায়। জল কোথাও পারদের ন্যায় শুভ্র, কোথাও মেঘের ন্যায় নীল, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আর্য্যঋষিগণ কেন যে গঙ্গার মহিমায় এত মুগ্ধ ছিলেন, তাহা যিনি বুঝিতে চান, তাঁহাকে কনখলের ও হরিদ্বারের গঙ্গা দর্শন করিতে বলি।

গঙ্গার যে স্রোত কনখলের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার নাম নীলধারা। রাজা দক্ষের মণিমুক্তা-মণ্ডিত প্রাসাদ এই নীলধারার তটে অবস্থিত ছিল। নদীস্রোত বর্ষাকালে সেই প্রাসাদের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত এবং প্রাসাদ-বাসিগণ তাহার অবিরাম কুলুকুলু সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেন।

রাজা দক্ষের অনেকগুলি কন্যা ছিলেন। সরোবর যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মদলে এবং আকাশমণ্ডল যেমন জ্যোতির্ম্ময় তারকাদামে সুশোভিত হয়, দক্ষরাজার ভবনও তেমনই রাজকুমারীদিগের দ্বারা শোভাময় হইত। কন্যাদিগের লোকবিমোহন রূপ দেখিয়া রাজমহিষীর আনন্দের সীমা ছিল না।

রাজকন্যারা, প্রতিদিন, নীলধারায় স্নান করিতে আসিতেন; নদীর স্নিগ্ধসলিলে অবগাহন করিয়া সকলে জলক্রীড়া করিতেন; নদীর বালুকাময় পুলিনে ছুটাছুটি করিতেন এবং স্রোত হইতে নীল, পীত, লোহিত নানা বর্ণের উপলখণ্ড কুড়াইয়া গৃহে লইয়া যাইতেন; দেখিয়া রাজা, রাণী হাসিতেন, বলিতেন ;—

"আমাদের ঘরে কত মণি, মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে, তোমরা এ পাথরগুলা লইয়া কি করিবে, মা ?"

রাজকন্যারা কিছু বলিতেন না, কিন্তু তাঁহারা ণিমুক্তা ফেলিয়া, সেই পাথরগুলা লইয়া, আপনাদিগের খেলাঘর সাজাইতেন।

রাজকুমারীরা ক্রমে বড় হইলেন। তখন প্রজাপতি দক্ষ,

মহাসমারোহ করিয়া, তাঁহাদিগের বিবাহ দিলেন। মনের মত কুটুম্ব ও চাঁদের মত জামাই পাইয়া রাজা, রাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। বিবাহের পর রাজকন্তারা, একে একে, শ্বশুরালয়ে গিয়া সুখে সংসার করিতে লাগিলেন।

দক্ষরাজের কেবল একটী কন্যা অবিবাহিতা রহিলেন। তাঁহার নাম সতী। সতী সকলের ছোট সুতরাং পিতামাতার বড় আদরের। রাজা, রাণী মনে করিতেন, সতী একটু বড় হইলে, সকলের চেয়ে সমারোহ করিয়া এবং সকলের চেয়ে সুপাত্র দেখিয়া, তাঁহার বিবাহ দিবেন।

সতীর রূপ, গুণের কথা কি বলিব? রাজকন্যারা সকলেই অনুপম সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু সতীর সহিত কাহারও তুলনা হইত না। সতীর রূপ তাঁহার অঙ্গের বর্ণে, তাঁহার চক্ষুকর্ণের গঠনে ছিল না। সতীর রূপ ছিল তাঁহার ভাবে, সতীর রূপ ছিল তাঁহার জ্যোতিতে; যে তাঁহাকে দেখিত, সে অনিমেষ হইয়া যাইত। সাধু সন্ন্যাসীরা বালিকা সতীকে দেখিয়া বিশ্বজননীর রূপ ধ্যান করিতেন এবং উদ্দেশে, ভক্তিভরে, তাঁহাকে প্রণাম করিতেন।

সতীর প্রকৃতিও অন্য রাজকন্যাদিগের প্রকৃতি হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিল। অন্য রাজকন্যারা বেশভূষা, অশন, বসন লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু সতীর সে সকলের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি ছিল না। রাজকন্যাদিগের মধ্যে কেহ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণের বসন, কেহ পদ্মপত্রশ্যাম অঙ্গাবরণ ভাল বাসিতেন, কিন্তু সতী ভাল বাসিতেন গৈরিক বর্ণের বসন, গৈরিকরঞ্জিত অঙ্গাবরণ। অন্য রাজকন্যাদিগের কণ্ঠে শোভা পাইত গজমুক্তার হার, করে শোভা পাইত হীরকখচিত কঙ্কণ, কিন্তু সতীর কণ্ঠে বিরাজ করিত স্ফটিকরচিত মাল্য, করে বিরাজ করিত রুদ্রাক্ষগঠিত বলয়। অন্য

রাজকন্যারা অঙ্গে লেপন করিতেন মৃগমদ, চন্দন, কিন্তু সতীর ললাটে শোভা পাইত পিতার যজ্ঞকুণ্ডের ভস্ম। দাসীরা, কত যত্নে অপর রাজকন্যাদিগের কেশ রচনা করিয়া দিত, কিন্তু সতীর কেশ অযত্নে ভূতলে লুণ্ঠিত হইত; রুক্ষস্নানে কখনও কখনও তাহাতে জটা বাঁধিত। রাজমহিষী সতীর ভাব দেখিয়া বড় দুঃখিতা হইতেন। কিশোরী কুমারীকে শরীর সম্বন্ধে সেরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে দেখিলে কোন্ মাতা ধৈর্য্য রাখিতে পারেন? তিনি, কখনও কখনও, বিরক্ত হইয়া সতীকে বলিতেন,—

"সতি! তুমি ক্রমে বড় হইতেছ, কিন্তু তোমার এ কিরূপ ভাব? তুমি ভাল কাপড় পরনা, ভাল গয়না পরনা, সকল দিন মাথার চুল পর্য্যন্ত বাঁধনা। আইবড় মেয়ে এমন ভাবে থাকিলে লোকে যে তোমায় পাগল বলিবে, কেহ তোমায় লইয়া ঘর করিতে চাহিবে না।"

সতী হাসিতেন, মাতাকে বলিতেন—"বেশ ত; আমি তোমার কাছে থাকিব।" কিন্তু মনে মনে বলিতেন, "যিনি কাপড় পরা আর চুল বাঁধা দেখিয়া আমার বিচার করিবেন, আমাকে যেন তাঁহার ঘর করিতে না হয়।"

রাজা দক্ষও সতীর ভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেন, কিন্তু সতী সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, মমতাময়ী, আনন্দময়ী দেবী; তাই তিনি তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সতীর একটী দোষ ছিল, সতী বড় অভিমানিনী ছিলেন; অল্পেই সতীর নীলপদ্মের মত চক্ষু দুইটী জলে ভাসিয়া যাইত। তাই তিনি সতীকে লক্ষ্য করিয়া রাণীকে বলিতেন, "মেয়েটা আমার পাগ্‌লী, বিধাতা করুন, যেন কোন পাগলের হাতে না পড়ে।"

ক্রমে সতী বিবাহযোগ্যা হইলেন। তখন রাজা দক্ষ, পাত্রান্বেষণে

প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার ভ্রাতা দেবর্ষি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন,—"নারদ! তুমিত সর্ব্বত্র যাও; ধনী দরিদ্র, গৃহী সন্ন্যাসী, এমন লোকই নাই, যাঁহার সঙ্গে না তোমার পরিচয় আছে। আমার সতীর জন্য একটী সুপাত্র দেখিয়া দাও দেখি।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া নারদ বাহির হইলেন এবং বহু অন্বেষণের পর, কনখলে ফিরিয়া আসিয়া, রাজা ও রাণী উভয়ের সাক্ষাতে বলিলেন,—

"আমি আপনাদের সতীর জন্য একটী অতি সুপাত্র স্থির করিয়া আসিয়াছি। সতীর যোগ্য তেমন পাত্র আমার চক্ষুতে আর পড়ে নাই।"

দক্ষ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রটী কে?" নারদ বলিলেন, "কৈলাসপুরীর রাজা।"

শুনিয়া দক্ষের ললাট একটু কুঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রাণী বলিলেন,—

"কৈলাসপুরী? সে ত বহুদূর, অতি দুর্গম দেশ, সতীর আমার সেখানে বিবাহ হইলে আমিত তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইব না; সর্ব্বদা তাহার সংবাদ লইতে পারিব না।"

নারদ বলিলেন, "রাণি! তোমার কিসের অভাব যে, ইচ্ছা করিলে, দুর বলিয়া, তুমি সতীর সংবাদ লইতে পারিবে না? আর তোমার সর্ব্বদা দেখা বড়, না সতীকে সুপাত্রে দেওয়া বড়? সতী যদি তোমার সুখী হয়, তবে তুমি সর্ব্বদা তাহাকে না দেখিলেই বা ক্ষতি কি?"

রাজা, রাণী উভয়েই ভাবিলেন কথাটা ঠিক। দক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি কিরূপ?"

নারদ। "তাহার তুলনা হয় না। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র এমন

কোন শাস্ত্র, কোন বিদ্যা নাই, যাহা তাঁহার অগোচর। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি কিরূপ, এই বলিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্বয়ং বশিষ্ঠ তাঁহার নিকট ত্রয়ীতে, * পরশুরাম তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদে, এবং আমি তাঁহার নিকট গন্ধর্ব্ববেদে উপদেশ গ্রহণ করি।"

দক্ষের মুখ উজ্জ্বল হইল। তিনি বলিলেন, "পাত্রের বল-বীর্য্য ?"

নারদ। "পিণাক ধনুতেই তাহার পরিচয়। তাহাতে গুণ আরোপণ দূরে থাকুক, পৃথিবীতে আর কেহ এ পর্য্যন্ত তাহা উত্তোলন করিতে পারে নাই। ত্রিপুরাসুর পিণাক-নিক্ষিপ্ত শরাঘাতেই নিহত হইয়াছিল।"

রাণী বলিলেন, "পাত্রটী দেখিতে কেমন ?"

নারদ। "সে কথা কি বলিব ? তেমন শালদ্রুমের মত দৃঢ়োন্নত দেহ, তেমন আজানুলম্বিত ভুজ, তেমন আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন, তেমন রজতগৌরবর্ণ, তেমন সদাপ্রসন্ন বদন আর কাহারও দেখি নাই। সে রূপ কেবল সতীরই দক্ষিণে শোভা পায়।"

সতীর সখী বিজয়া, কার্য্য উপলক্ষে, রাণীর নিকট আসিয়াছিল, এবং সতীর বিবাহের কথা হইতেছে বুঝিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। এই কথার পর বিজয়া ছুটিয়া সতীর নিকট গিয়া বলিল, "সতি! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তুমি এতদিন উদ্দেশে যাঁহাকে পূজা করিতেছ, সেই কৈলাসপতিরই সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে।"

সতী কোন কথা বলিলেন না। কেবল আপনার উভয় হস্তের চম্পককলিকানিভ অঙ্গুলিগুলি সংযুক্ত করিয়া উত্তরাস্যে একটী প্রণাম করিলেন।

---

* ত্রয়ী—ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ।

এখানে রাণী নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রের ধন, সম্পদ কিরূপ?"

নারদ বলিলেন, "রত্নগর্ভ কৈলাস তাঁহার রাজ্য, যক্ষরাজ কুবের তাঁহার ভাণ্ডারী।"

আর অধিক পরিচয় দিতে হইল না। কোন্ রত্নপ্রিয়া রাণী কুবেরের নাম না শুনিয়াছেন? হীরা, মুক্তা, মরকত, বৈদূর্য্য, মাণিক্য কুবেরের ন্যায় কাহার গৃহে আছে? সেই কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কি সীমা করা যায়? রাণী বলিলেন, "পাত্রের পিতা, মাতা, ভাই, বোন কে আছেন?

নারদ সহাস্য বদনে বলিলেন, "পাত্রের অইটাই কেবল দোষ, কোনও কুলে কেহ নাই। তা রাণি! ওটা একদিকে যেমন দুঃখের, অন্য দিকে তেমন নিতান্ত অসুখেরও নয়। বিবাহ মাত্রই আমাদের সতী কৈলাসের সর্ব্বেশ্বরী হইবে।"

রাণী নারদের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন। নারদ বলিলেন, "রাণি! পাত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আমার কর্ত্তব্য। দোষ হউক, গুণ হউক, শুনিয়া আপনারা বিচার করিবেন, পরে আমাকে দোষ না দেন। পাত্রটী সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন; গৃহ এবং শ্মশান, চন্দন এবং চিতাভস্ম তাঁহার নিকট সমান। সর্ব্বদাই চিন্তামগ্ন; কিন্তু তাঁহার চিন্তা পার্থিব কোন বস্তুর জন্য নয়, জগতের কল্যাণের জন্য। শ্মশানে শবাস্থি-পরীক্ষায়, অরণ্যে উদ্ভিজ্জের গুণাগুণ-বিচারণে এবং গিরিগুহায় খনিজ দ্রব্যের তত্ত্ব-নিরূপণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়। তত্ত্বনিরূপণের জন্য তিনি কালকূট পানে এবং বিষধর ধারণেও কুণ্ঠিত নহেন। ইহারই জন্য তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী এবং রাজা

হইয়াও ভিক্ষুক। আমি পাত্রের দোষ, গুণ, আচার, অনাচার সমস্তই বলিলাম, শুনিয়া আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন্।”

শুনিয়া দক্ষের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি পুনঃপুনঃ শিরঃ কম্পন করিতে লাগিলেন। রাণীর এক প্রবীণা পরিচারিকা তথায় উপস্থিত ছিল। রাণীকে চিন্তিতা দেখিয়া সে বলিল, “রাণি মা! আপনি ভাব্‌বেন না; মা, বাপ না থাক্‌লে আইবড় অনেক ছেলেই অমন হয়। ঘর সংসারের দিকে মন থাকে না, কেবল ঘাটে, মাঠে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের সতী যদি মেয়ের মত মেয়ে হয়, তবে এক মাসের মধ্যে জামাইকে সংসারী করে তুল্‌বে।”

শুনিয়া রাণী আশ্বস্তা হইলেন, বলিলেন; “সর্ব্বগুণ কোথায় পাব? মেয়েকে সুপাত্রে দেওয়া বাপ, মায়ের কর্ত্তব্য, আমরা তাই দেবো, তার পর মেয়ের কপাল। পাত্রটী যখন রূপে, গুণে, ধনে অতুল্য, তখন সতীকে তারই হাতে দেওয়া আমার মন; এখন মহারাজের যা ইচ্ছা।”

দক্ষ বলিলেন, “রাণি! বিধাতার যা ইচ্ছে, তা আমি বুঝেছি। আমার ভয় ছিল মেয়েটা যেমন পাগ্‌লী তেম্‌নি কোন পাগ্‌লার হাতে পড়্‌বে। ঠিক্ তাই হ’ল। তা তোমার যখন মন হয়েছে, তখন এই পাত্রই স্থির হোক্।”

আর অধিক আলোচনা করিতে হইল না। কৈলাসপতির সঙ্গে সতীর বিবাহ স্থির হইল। রাজা দক্ষ মহাসমারোহে সতীর বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শুভদিনে সতীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। রাজভবন উজ্জ্বল আলোকমালায়, ততোধিক, রাজকুমারীদিগের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময় হইল। নারদ পাত্রের রূপ, গুণ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সমস্তই প্রমাণিত হইল। জটাজূটের মধ্য হইতেও

তাঁহার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখ এবং বিভূতিরাগের মধ্য হইতেও তাঁহার রজতগৌর বর্ণ শোভাবিকাশ করিতেছিল; দেখিয়া রাজমহিষী এবং রাজকুটুম্বিনীগণ মুগ্ধা হইলেন। পুরবাসিনীগণ একবাক্যে বলিলেন যে, সতীর যোগ্য বরই বটে। একটী বিষয়ে কেবল রাজমহিষীর কিছু ক্ষোভ রহিল। নারদ যে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কি অলীক? বিবাহের দিনেও তাঁহার কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমাল্য, অঙ্গে বিভূতিরাগ এবং কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; সতীর জন্য তিনি আপনারই ন্যায় বেশ, ভূষা আনিয়াছিলেন। রাণী ভাবিলেন, "একি! এমন দিনেও যদি তিনি সতীকে কিছু বস্ত্রালঙ্কার না দিলেন, তবে কবে দিবেন? কিন্তু নারদ ত মিথ্যা বলিবার লোক নহেন; তবে কি নারদ প্রকৃত অবস্থা জানেন না?

রাণীকে উদ্বিগ্না দেখিয়া সমাগতা কুটুম্বিনীদিগের মধ্যে একজন বলিলেন,—

"ছেলের মা বাবা, আত্মীয়, কুটুম্ব যখন নাই, তখন তাহাকে বিবাহের বেশে-কে সাজাইয়া দিবে? ছেলে ত আর নিজে সাজিয়া আসিতে পারে না, বার মাস যেমন থাকে, তেমনই আসিয়াছে, আপনি ভাবিবেন না।"

অপরা কেহ বলিলেন, "সতীর কপালে ধনসম্পদ থাকে, নিশ্চয়ই হবে। আপনার রাজার সংসার, অভাব কি? এমন একটা মেয়ে কেন, দশটা মেয়ে পালন কর্‌তেও ত আপনার কষ্ট হবে না।"

এ কথাটা রাণীর বড় ভাল লাগিল না। তিনি নারদকে বলিলেন, "নারদ! তুমি যে পাত্রের এত ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়াছিলে, কিন্তু তাহার প্রমাণ ত কিছু দেখিলাম না। আমার সতীকে দু'গাছি কঙ্কণও ত দিলেন না। বিবাহের মেয়েকে রুদ্রাক্ষের মালা! একি? আমার মেয়ে ত সন্ন্যাসিনী নয়।"

নারদ বলিলেন, "রাণি। আমার কথা মিথ্যা হইবার নয়। আপনার সতী সত্যই রাজরাজেশ্বরী হইয়াছে। এখন কিছু বলিবেন না, অপেক্ষা করুন্, সতী যখন স্বামীর ঘর করিয়া আসিবে, তখন দেখিবেন, সতীর কি বেশভূষা, তখন বুঝিবেন, আপনার জামাতার কি ঐশ্বর্য্য !"

শুনিয়া রাজমহিষী এবং রাজকুটুম্বিনীগণ আশ্বস্তা হইলেন।

পাত্রের বিবাহকালীন বেশভূষা এবং তাঁহার অনুযাত্রিগণের ভাবভঙ্গী দর্শনে রাজা দক্ষও বড় তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য জামাতা ও কুটুম্বেরা আসিয়াছিলেন কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ রথে; কিন্তু তাঁহার নূতন জামাতা আসিয়াছিলেন এক মহাশৃঙ্গ, বিপুলকায় বৃষভে। অন্যান্য জামাতৃগণের সঙ্গে আসিয়াছিল, স্বর্ণবেত্রধারী, সুবেশ, সুরূপ কিঙ্কর। কিন্তু তাঁহার নূতন জামাতার সঙ্গে আসিয়াছিল, ত্রিশূলধারী, উলঙ্গপ্রায়, বিকৃতমুখ নন্দী। বরযাত্রিগণের বিকট আকার এবং অদ্ভুত ভাব দেখিয়া কনখলবাসিগণও সন্ত্রস্ত ও বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিল, রাজা এ কিরূপ কুটুম্ব করিলেন! কিন্তু প্রবীণ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে বুঝাইলেন, "ইহা কিছু নূতন নয়, পাহাড়িয়াদিগের ভাবই এইরূপ!" পাত্রের সদানন্দময় ভাব, সরল মধুর ব্যবহার এবং চিরপ্রসন্ন মুখ দর্শনে পৌরবর্গের সকল ক্ষোভ ক্রমে দূর হইল।

রাজা, রাণী এবং পুরবাসিগণের ত মনের ভাব এইরূপ! সতীর মনের ভাব কিরূপ তাহা কি বলিবার আবশ্যক করে? সাধু সন্ন্যাসিগণের মুখে যাঁহার কথা শুনিয়া সতী যাঁহাকে ইষ্টদেবরূপে হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতেছিলেন, আজ তিনি পতিরূপে সতীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন, সতীর মনের ভাব কি বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা আছে? চারি চক্ষু মিলিত হইবার পর হইতেই সতী

সম্পূর্ণরূপে আপনাকে কৈলাসপতির চরণে অর্পণ করিলেন। সেই চারুচন্দ্রনিন্দিত মুখ, সেই রজতগিরিনিভ দেহ, সেই পরিঘবৃহৎ বাহুদ্বয়, সেই প্রাসাদদ্বারসদৃশ বিশাল বক্ষস্থল, সেই কোকনদ-নিন্দিত চরণ সতীর ধ্যানজ্ঞান হইল। সতী অন্তরে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "প্রভো! সতীর প্রভু তুমি! সতীর জন্ম তোমারই জন্য; বিধাতা করুন, যেন তোমার সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যা হই।"

বিবাহের পর সতী কৈলাসপুরীতে গমন করিলেন। সতীর আগমনে কৈলাস অভিনব শ্রী ধারণ করিল। কুসুমে অধিক সৌরভ, বিহগের সঙ্গীতে অধিক মাধুর্য্য অনুভূত হইল। সন্ন্যাসী কৈলাসপতি সতীকে পাইয়া সংসারী হইলেন। ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে সতী পতির অর্দ্ধাঙ্গ লাভ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একবার বসন্তসমাগমে কৈলাস অতি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। অবিরাম তুষারপাতে কৈলাসের তরুলতাগণ পত্রপুষ্পহীন ও শোভাশূন্য হইয়াছিল, ঋতুরাজের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ তাহাদিগকে আপাদমস্তক নবকিশলয়ে সুশোভিত করিল। গিরিবর, শুভ্র তুষারবাস ত্যাগ করিয়া, শ্যামল শৈবালবসন পরিধান করিলেন। শ্বেত, লোহিত, পাটল বিবিধ বর্ণের কুসুমরাজি, গুচ্ছে গুচ্ছে বিকশিত হইয়া, তাঁহার কণ্ঠ, বক্ষঃ এবং পাদদেশ মণ্ডিত করিল। বিগলিত তুষাররাশি হইতে শত শত নির্ঝর উৎপন্ন হইয়া, অবিরাম ঝর ঝর নিনাদে, নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইল। শীতভীত প্রাণিগণ, এতদিন, কৈলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগের

প্রত্যাবর্ত্তনে কৈলাস পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উঠিল। কৈলাসের উপবনসমূহ পুনর্ব্বার ভ্রমরঝঙ্কারে মুখরিত এবং চিকোর ও মৃনালের কণ্ঠস্বরে শব্দায়মান হইল। স্বভাবভীরু কস্তূরীমৃগ, নবজাত শৈবালাঙ্কুরের লোভে, উপত্যকাপ্রদেশ হইতে, পুনর্ব্বার, তথায় আগমন করিল এবং চমরীবৃষ, শিলাখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, নাসারন্ধ্র প্রসারণ পূর্ব্বক, বসন্তানিলের সুখস্পর্শ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ঋতুরাজের আগমনে কৈলাসের তরুলতা, পশুপক্ষী সকলেই আবার নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন জীবন লাভ করিল।

পর্ব্বতের একটী দুরারোহ শিখরে কৈলাসপতির স্ফটিকশুভ্র প্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল। মহাকায় দেবদারুসমূহ, মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া, প্রাসাদটীকে লোকচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। চতুর্দ্দিক স্নিগ্ধ, প্রশান্ত এবং রমণীয়। তপোবনের গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে উপবনের সৌন্দর্য্য সম্মিলিত হওয়াতে স্থানটী, একাধারে, তপশ্চর্য্যার ও গার্হস্থ্য সুখভোগের উপযোগী হইয়াছিল। প্রাসাদ হইতে অনতিদূরে একটী প্রাচীন দেবদারু, শাখা, প্রশাখা বিস্তার করিয়া, দণ্ডায়মান ছিল; তাহার নিম্নে স্বভাবনির্ম্মিত শিলাময় বেদী। সায়াহ্নে তাহার উপর ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে কৈলাসপতি উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার বামে সতী। একটী বনলতা দেবদারুটিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছিল। সন্ধ্যানিলে তাহার বিটপগুলি সঞ্চালিত হওয়াতে, মধ্যে মধ্যে, তাহা হইতে দুই একটী কুসুম দেবদম্পতীর অঙ্গে পতিত হইতেছিল। যেন তরুলতাদ্বয়, ভক্তিভরে, তাঁহাদিগকে পুষ্পাঞ্জলিদানে পূজা করিতেছিল। কৈলাসপতির মস্তকে জটাজূট, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমাল্য, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিরাগ, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। সতীরও বেশভূষা পতির অনুরূপ। তাঁহার অঙ্গে গৈরিক বসন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষদাম, করে রুদ্রাক্ষবলয়; আলোলিত কেশভার তাঁহার গ্রীবা, পৃষ্ঠ, কটিদেশ

আবৃত করিয়া শিলাতলে লুষ্ঠিত হইতেছিল। উভয়ের অবিদূরে, করে বিশাল ত্রিশূল ধারণপূর্ব্বক, নন্দী দণ্ডায়মান ছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ দেবদম্পতীর মুখে পতিত হওয়াতে তাহা অতি সুন্দর দেখাইতেছিল; নন্দী নির্নিমেষে, আনন্দোৎফুল্ল দৃষ্টিতে, তাহা দেখিতেছিলেন। পিতৃবৎসল পুত্র যে ভাবে পিতামাতাকে, অনুরক্ত প্রজা যে ভাবে রাজা ও রাজ্ঞীকে এবং ভক্ত সাধক যে ভাবে ইষ্ট দেবদেবীকে দর্শন করেন, নন্দী, সেই ভাবে, দেবদম্পতীকে দর্শন করিতেছিলেন। কৈলাসপতি সতীর সঙ্গে জীবের সুখ, দুঃখ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। উপবনের পশুপক্ষী, তরুলতা নিঃশব্দ, নিস্পন্দ হইয়া তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল। তাঁহাদিগের বামে কিরণচ্ছটায় পর্ব্বতশিখর উজ্জ্বল করিয়া দিবাকর অস্তমিত হইতেছিলেন। কৈলাসপতি সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সতীকে বলিলেন;—

"দেবি! অই দেখ, যে সূর্য্য এতক্ষণ প্রোজ্জ্বল কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছিল, এখন আর তাহার সে তেজ, সে দীপ্তি নাই। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাহা তেজোহীন হইয়া অদৃশ্য হইবে। পৃথিবীতে মানবের জীবনও এইরূপ। আজ যাহা জ্ঞানে, গৌরবে সমুজ্জ্বল, কাল তাহা কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইবে, কিন্তু মানব এমনই ভ্রান্ত যে, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ, দুঃখকেই চিরস্থায়ী বলিয়া জ্ঞান করে।"

সতী বলিলেন, "প্রভো! দিবাকরের যেমন অস্ত আছে, উদয় আছে, মানবজীবনেরও কি সেইরূপ আছে?"

কৈলাসপতি বলিলেন, "আছে বৈ কি! যাহাকে সাধারণ লোক মৃত্যু এবং জন্ম বলে, জ্ঞানীর নিকট তাহাই অস্ত এবং উদয়; কিন্তু দিবাকরের দৈনিক উদয়াস্তের সহিত তাহার জ্যোতির যেমন

কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না, মানব-জীবন সেরূপ নয়। প্রত্যেক নবজন্মের সঙ্গেই মানব উত্তরোত্তর জ্ঞানলাভ করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর হয়। কেবল যাহারা ধর্ম্মহীন তাহারাই, দিন দিন, অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে।”

সতী। “ধর্ম্মহীন জীবের কি তবে গতি নাই? তাহারা কি চিরদিনই অধোগমন করিবে?”

কৈলাসপতি। “না দেবি! কখনই নয়। জীবে এবং শিবে পার্থক্য নাই। কর্ম্মগুণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলেই অনন্ত উন্নতি বা শিবত্ব প্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম।”

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে, দূরে, অতি মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইল, এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, স্বরতরঙ্গে কৈলাসপুরী প্লাবিত করিয়া কে গাহিতেছে;—

“কি শোভা কৈলাসধামে,
দক্ষ-দুহিতা বামে,
বিরাজিত প্রভু প্রমথেশ;
শিরে জটাভার,
কণ্ঠে ফণিহার,
বিভূতি-ভূষিত বেশ।”

সে স্বর সতীর আজন্ম পরিচিত; শুনিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি হর্ষগদ্গদ কণ্ঠে কৈলাসপতিকে বলিলেন, “প্রভো! এ স্বর আর কাহারও নয়, দেবর্ষি নারদ শুভাগমন করিতেছেন।” সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র স্মিতপ্রভায় দশদিক উজ্জ্বল করিয়া দিব্যমূর্ত্তি নারদ তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। পরস্পর যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভ্যর্থনার পর দেবর্ষি নিকটস্থ শিলাতলে

উপবেশণ করিলে সতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষি! কনখলের সংবাদ কি? বাবা, মা, দিদিরা সকলেই ভাল আছেন ত?"

নারদ বলিলেন, "সংবাদ উত্তম; তোমার বাবা, মা, দিদিরা সকলেই কুশলে আছেন।"

সতী। "বাবা এতদিন আমার সংবাদ লন নাই কেন?"

নারদ। "তোমার পিতা বড় ব্যস্ত, তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন। ভূভারতের ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ইতর মহৎ সকলকেই তিনি সে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিবেন। বোধ হয়, সেই বিপুল যজ্ঞের আয়োজনের জন্য, ব্যস্ত আছেন বলিয়াই তিনি তোমার সংবাদ লইতে পারেন নাই।"

সতী আনন্দসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষি, আপনি কি, পিতার আদেশে, আমাকে সেই যজ্ঞে লইয়া যাইবার জন্য, এখানে আসিয়াছেন?"

নারদ। না মা! আমি যে এখানে আসিব, তোমার পিতা, মাতা কেহই সে কথা জানেন না। আমি এই পথ দিয়া যাইতে-ছিলাম, অনেক দিন তোমায় দেখি নাই, তাই নিজেই তোমায় দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।"

সতী। পিতা এত বিপুল আয়োজন করিতেছেন, দেশ দেশান্তর হইতে লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছেন, তবে আমাদিগকে সংবাদ দিলেন না, নিমন্ত্রণ করিলেন না কেন?

নারদ। সে কথার উত্তর আমি কি দিব, মা? তোমার পিতার মতিভ্রম ঘটিয়াছে। শুনিয়াছি, এ যজ্ঞে তিনি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন না।

সতী বিস্মিতা হইলেন। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষি! আমাদিগের অপরাধ কি?"

নারদ। শুনিয়াছি, কৈলাসপতির ব্যবহারে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়াছেন। তাই, সেই অপমানের প্রতিশোধার্থ, তিনি তাঁহার অপর আত্মীয়, কুটুম্ব সকলকেই নিমন্ত্রণ করিবেন, কেবল তোমাদিগকে করিবেন না।”

সতী। “মা কি এ সংবাদ জানেন?”

নারদ। “জানেন। তিনি বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাপতি কিছুতেই তাঁহার অনুরোধরক্ষায় স্বীকৃত হন নাই। মহিষী অন্ন, জল ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু মা! আর এ সকল কথার আলোচনায় ফল নাই। আমার অন্য কার্য্য আছে, আমি বিদায় হই।

নারদ এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন সতী বিনীত বচনে কৈলাসপতিকে বলিলেন, “প্রভো! পিতা আপনার ব্যবহারে অপমানিত বোধ করিয়াছেন, এ কথার অর্থ কি?

কৈলাসপতি বলিলেন “দেবি! আমি তাঁহার অবমাননা করি নাই। কাহারও অপমান করা আমার প্রকৃতি নয়। প্রকৃত কথা এই যে, কিছুদিন পূর্ব্বে, কোন নিমন্ত্রণসভায় অপর দেবগণের সঙ্গে আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রজাপতি সভায় আগমন করিলে অপর সকলে তাঁহাকে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, সেই অবধি তিনি আমার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছেন এবং আমাকে অপমানিত করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও, সেই ভয়ে আমি এতদিন তোমাকে কোন কথা বলি নাই।”

সতী। “প্রভো! আমার একটী প্রার্থনা আছে; আপনার অনুমতি পাইলে আমি একবার কনখলে যাই; পিতাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া আসি।”

কৈলাসপতি। "দেবি! অপর সময় হইলে যাইবার বাধা ছিল না। কিন্তু এখন তুমি যাইলে, হয়ত, ক্রোধে তিনি তোমার অপমান করিতে পারেন।"

সতী। "আমার অপমান করিবেন কেন? আমি ত তাঁহার নিকট কোন অপরাধই করি নাই।"

কৈলাসপতি। "সতি! তুমি একান্ত সরলস্বভাবা; তুমি প্রজাপতিকে চেন না। আত্মাভিমানের প্রাবল্যে এমন অসঙ্গত কার্য্যই নাই, যাহা তিনি করিতে না পারেন। যখন তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, আমি তাঁহার অপমান করিয়াছি, তখন, সুযোগ পাইলে, আমাকে, আমার অভাবে তোমাকে, অপমান করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। যখন আমাদিগকে অপমান করিবার জন্যই তিনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন, বিনা নিমন্ত্রণে, এই যজ্ঞে যাওয়া তোমার কর্ত্তব্য কি না ভাবিয়া দেখ।"

সতী। "প্রভো! আমি আপনাকে কি বুঝাইব? দুহিতার পিতৃগৃহে যাইতে কি নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করে? বিশেষতঃ দেবর্ষি বলিতেছিলেন, মা আমাদের জন্য অন্ন, জল ত্যাগ করিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া, অপমানের ভয়ে, তাঁহার নিকট না যাওয়া আমার পক্ষে কর্ত্তব্য কি"?

কৈলাসপতি। "দেবি! এ কথার উপর আর কথা নাই। যখন তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন যাও। অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিও। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই যজ্ঞের পরিণাম তোমার, আমার, প্রজাপতির, কাহারও পক্ষে শুভ হইবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে নন্দী সতীর কনখল গমনের আয়োজন করিয়া দিলেন। সতী পিতৃগৃহে গমনের জন্য বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিলেন না; যে তপস্বিনীবেশে কৈলাসে অবস্থিতি করিতেন, সেই বেশেই কনখলে গমন করিলেন। তাঁহার কণ্ঠে স্ফটিকমাল্য, করে রুদ্রাক্ষ-বলয়, অঙ্গে বিভূতিরাগ, ললাটে ভস্মতিলক, কেশদাম আগুল্‌ফ-লম্বিত, অবেণীবদ্ধ, পরিধান গৈরিক বসন। কনখলবাসীদিগের মধ্যে যাহারা সতীকে বাল্যে দেখিয়াছিল, নবোদিতা ঊষার ন্যায় তাঁহার তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা এক্ষণে বিস্মিত হইল এবং ভূনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সতী, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, প্রাসাদের যে নিভৃত কক্ষে রাজমহিষী, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, রোদন করিতেছিলেন, একবারে সেই স্থানে উপনীত হইলেন এবং দুঃখাবসন্না জননীকে দেখিয়া অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "মা! আমি এসেছি।"

সঞ্জীবন-মন্ত্রের ন্যায় সে স্বর রাজমহিষীর কর্ণে প্রবেশ মাত্র তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং সতীকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, "মা আমার এসেছ"? "মা আমার এসেছ"? এই বলিয়া বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। উভয়ের চক্ষুর জলে উভয়ের বক্ষ, স্কন্ধদেশ প্লাবিত হইল। সতী বলিলেন, "মা! আমি একবার বাবাকে দেখিয়া আসি।"

মহিষী বলিলেন, "না মা! মহারাজ এখন যজ্ঞসভায় আছেন, এখন সেখানে গিয়া কাজ নাই।"

"মা! আমি অনেক দিন বাবাকে দেখি নাই, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি" এই বলিয়া, রাজমহিষী আর্ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সতী দ্রুতপদে যজ্ঞসভার দিকে ধাবিতা হইলেন।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত বিস্তৃত প্রান্তরে যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। নানা দিগ্দেশ হইতে সাধু, সন্ন্যাসী, এবং দর্শকগণ তথায় সমাগত হইয়াছেন। রাজা দক্ষের অসীম ঐশ্বর্য্য; আয়োজনের অবধি নাই। উপরে কৌষেয় বসনে নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ, নিম্নে যজ্ঞের বেদী। ঋত্বিকগণ বেদীর উপর মণ্ডলাকারে উপবেশন করিয়াছেন, মধ্যে প্রজাপতি দক্ষ। পবিত্র হোমধূম চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছে। অনবরত আহুতি দানে, অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া, দক্ষের মুখ আরক্তবর্ণ হওয়াতে তাঁহাকে মূর্ত্তিমান অগ্নির ন্যায় দেখাইতেছে। সতীকে দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিলেন। সতী, নিকটে যাইয়া, পিতার চরণে সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য ঋত্বিকের কণ্ঠে বেদমন্ত্র নীরব হইল এবং হোতার আহুতি-প্রদানোদ্যত হস্ত নিশ্চল হইল। প্রজাপতি, ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য, নেত্র সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, সতী করপুটে তাঁহার সম্মুখে বেদীতলে দণ্ডায়মান আছেন। সতীকে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি স্নেহগদ্গদ স্বরে বলিলেন, "সতি! মা আমার এসেছ?"

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, আরক্ত মুখমণ্ডল অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় লোহিত হইল। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন, "সতি! তুমি এখানে কেন? কে তোমায় এখানে আসিতে বলিল?"

বিষাক্ত শরের ন্যায় পিতার সেই কর্কশ বাক্য সতীর মর্ম্মদেশ ভেদ করিল। জন্মাবধি পিতার নিকট তিনি এরূপ ভাষা কখনও শুনেন নাই। নয়নের উদ্গত অশ্রু সংযত করিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা! আমি অনেক দিন আপনাকে দেখি নাই, তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

সতীর সেই করুণ কথাগুলি সভাস্থ সকলের হৃদয় আর্দ্র করিল; কিন্তু দক্ষ পূর্ব্ববৎ কঠোর স্বরে বলিলেন, "সতি! কে তোমায় এ যজ্ঞে আসিতে বলিল? আমি ত তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই!"

সতী। "বাবা! মাতাপিতাকে দেখিতে আসিবার জন্য সন্তানের পক্ষে নিমন্ত্রণের প্রয়োজন আছে কি? আমি বিনা নিমন্ত্রণেই আসিয়াছি।"

দক্ষ। "এ কথা প্রজাপতি দক্ষের কন্যার উপযুক্ত নয়। বিধাতা তোমাকে যে নির্লজ্জের হস্তে দিয়াছেন, এ তাহারই পত্নীর উপযুক্ত।"

সতী। "বাবা! অকারণে আপনি তাঁহাকে নির্লজ্জ বলিয়া গালি দিতেছেন কেন"?

দক্ষ—আরক্ত নেত্রে সতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন; "কি! নির্লজ্জ বলিলে গালি! আকাশ যাহার বসন, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ কাহারও সম্মুখে উলঙ্গ থাকিতে যাহার সঙ্কোচ নাই, কৈলাসের ন্যায় রাজ্য থাকিতেও যে ভিক্ষুক, নির্লজ্জ বলিলে তাহাকে গালি দেওয়া হয়? অনাচারী বলিয়া স্বর্গপুরীতে যাহার স্থান নাই, গৃহ এবং শ্মশান, চন্দন এবং চিতাভস্ম, অমৃত এবং বিষ যাহার নিকট সমান, সে কেবল নির্লজ্জ নয়, সে উন্মত্ত! সে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য।"

সতী। "বাবা! তিনি নির্লজ্জই হউন, আর উন্মত্তই হউন, তিনি আমার দেবতা! আপনি, অকারণে তাঁহার নিন্দা করিবেন না। তাঁহার নিন্দাশ্রবণের অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

দক্ষের সর্ব্বশরীর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উত্তেজনায় তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না; তিনি দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "দুর্ব্বিনীতে!"

সতী বলিলেন, "বাবা! আপনি প্রসন্ন হউন, আমাদিগকে ক্ষমা করুন। যদি আমরা কোন অপরাধ করিয়া থাকি, বলুন, আমাদিগের অপরাধের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

দক্ষ। "প্রায়শ্চিত্ত আছে। প্রায়শ্চিত্ত তোমার মৃত্যুতে। যে দিন শুনিব, তুমি মরিয়াছ, সেই দিন বুঝিব, সেই অধমের সহিত আমার সম্পর্ক লোপ হইয়াছে। যাহার সহিত সম্পর্ক নাই, তাহার প্রতি রাগ, দ্বেষ থাকিবে না।"

সতী। "ইহাই কি তবে আপনার আদেশ! আমার মৃত্যু ভিন্ন কি আপনি বীতক্রোধ হইবেন না?"

দক্ষ বলিলেন "না!"

সতী। "বাবা! তবে তাহাই হইবে। যদি আমার মৃত্যু হইলে আপনি অরাগ, অদ্বেষ হন, আপনার জামাতার অপরাধ বিস্মৃত হন, তবে তাহার অপেক্ষা আমার পক্ষে সুখের মৃত্যু আর কি হইতে পারে? আমি আপনার আদেশ পালন করিব; কিন্তু আপনি আর একবার বলুন, ইহাই কি আপনার প্রকৃত আদেশ?"

দক্ষ। "প্রজাপতি দক্ষের কথার কখনও অন্যথা হয় না। আমি একবার কেন এই বার বার বলিতেছি, "তোমার মৃত্যু ভিন্ন আমার কোপশান্তি হইবে না।" "তোমার মৃত্যু ভিন্ন আমার কোপ-শান্তি হইবে না।" "তোমার মৃত্যু ভিন্ন আমার কোপশান্তি হইবে না।"

দক্ষের ব্যবহারে সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক্ হইলেন; দুই একজন সাধু পুরুষ সে স্থান ত্যাগ করিলেন। পিতার আদেশ শুনিয়া সতী আর কোন কথা বলিলেন না; পিতাকে প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে, যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে গিয়া, যোগাসনে উপবেশন করিলেন এবং উত্তরাস্য হইয়া আপনার পরিধেয় গৈরিক বসন দ্বারা আপাদমস্তক

আবৃত করিলেন। সভাস্থ সকলে, বিস্মিত হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায়, সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন ; তাঁহার উদ্দেশ্য কি কেহ বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং কেহই নিবারণের চেষ্টা করিলেন না। দেখিতে দেখিতে সতীর অঙ্গ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইল ; তাহার প্রভায় হোমকুণ্ডের অগ্নি নিষ্প্রভ হইল এবং সেই জ্যোতিঃ, সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র নিঃসৃত জ্যোতির সহিত মিশ্রিত হইয়া, আকাশে বিলীন হইল। ভগ্ন দেবীপ্রতিমার ন্যায় সতীর মৃতদেহ মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূতলে পতিত হইল।

দক্ষযজ্ঞের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। মাতৃহন্তাকে প্রতীকার-সমর্থ পুত্রেরা যে ভাবে নিহত করে, কৈলাসপতির অনুচরগণ আসিয়া সানুচর দক্ষকে সেইভাবে নিহত করিল। যেখানে দক্ষের মেঘস্পর্শী প্রাসাদ ছিল, এখন সেখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। যেখানে সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেখানে একটী ক্ষুদ্র কুণ্ডমাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। কনখলের আর সেই পূর্ব্ব শোভা, সম্পদ নাই। অধিবাসিগণ আশাহীন, উৎসাহহীন, শ্রীভ্রষ্ট ; সতীর অবমাননারূপ পাপের ফলে কনখল যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কেবল ভাগীরথী, পূর্ব্বের ন্যায়, এখনও কল কল নিনাদে তাহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সেই অতীত কাহিনী জগতে প্রচার করিতেছেন।

দ্বিতীয় আখ্যান।

শকুন্তলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের সঙ্গে হিমাচলের অধিত্যকাস্থিত বনভূমি সংক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। হস্তিনাধিপতি মহারাজ দুষ্মন্ত, মৃগয়ার জন্য, অনুচরগণের সঙ্গে, তথায় প্রবেশ করিয়াছেন। বনভূমি স্বভাবতঃ স্তব্ধ ও গম্ভীর, কিন্তু মৃগয়াকোলাহলে এক্ষণে তাহার স্তব্ধ গম্ভীর ভাব দূরীভূত হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ ও পত্রে পত্রে সংযুক্ত হইয়া, তথায় দণ্ডায়মান। তাহাদিগের ঘনসন্নিবেশে সূর্য্যকিরণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না; এইজন্য দিবসেও তথায় অন্ধকারের রাজত্ব। অরণ্যের কোন স্থান কণ্টকী গুল্মে পরিবৃত; কোন স্থান দীর্ঘ তৃণে সমাচ্ছন্ন; কোন স্থান শিলাখণ্ডে বন্ধুর, কোন স্থান সমতল। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত, শুষ্কপত্র পতনে কলুষিত ও বিবর্ণ হইয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও বা শৈলদেহ বিদীর্ণ করিয়া নির্ম্মল নির্ঝরসমূহ ঝরঝর শব্দে নিম্নাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাজানুচরগণ, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া, এই বনভূমি বেষ্টন করিয়াছে। কোথাও শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠসংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে; কোথাও ভেরী, ঢক্কা, মার্দ্দোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহ বিকটশব্দে বাদিত হইতেছে। বনের নির্গমপথসমূহ তন্তুনির্ম্মিত জালে অবরুদ্ধ; অস্ত্রধারী পুরুষগণ, সতর্কভাবে, তথায় অবস্থান

করিতেছে। বনভূমিতে পরিচিত কিরাতগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। তাহাদিগের বাম করে শৃঙ্গ, দক্ষিণ করে ভল্ল, এবং কটিদেশে বক্রমুখ ছুরিকা, সঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ লোমশ কুক্কুর। তাহারা কখনও শৃঙ্গবাদন করিয়া সঙ্কেতে পরস্পরকে কি বলিতেছে, কখনও কোন উচ্চ বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিয়া, "অই মহিষের দল, অই কৃষ্ণসারের পাল, অই সেই দাঁতভাঙা গুণ্ডা হাতীটা এদিকে আস্‌চে, অই একটা বাঘ বেরুল" এইরূপ চীৎকার করিতেছে। ময়ূর, তিত্তির প্রভৃতি বনচর পক্ষিগণ ভীত হইয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে, তাহাদিগের "কেকা ক ক ক" ধ্বনিতে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা দুষ্মন্ত, বনগাহনযোগ্য, দ্বিচক্র লঘুরথে আরোহণ করিয়া, এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সারথি ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে দ্বিতীয় অনুচর নাই, মৃগের অনুসরণে তিনি অপর সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। একটী যুবা মৃগ তাঁহার সম্মুখে বায়ুবেগে ছুটিয়াছে, রাজার রথও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। বনপথ স্বভাবতঃ বন্ধুর এবং স্থানে স্থানে লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন, সুতরাং বহু আয়াস সত্ত্বেও সারথি মৃগটাকে রাজার বাণপথবর্ত্তী করিতে পারিতেছে না। ক্রমে ক্রোশের পর ক্রোশ অতীত হইল, অশ্বগণ ফেনে আবৃত হইয়া উঠিল, রাজারও ললাট হইতে ঘর্ম্মস্রুতি হইতে লাগিল, তথাপি রথ মৃগের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। অবশেষে, শিলাখণ্ড চূর্ণিত করিয়া, লতাগুল্ম নিষ্পেষিত করিয়া, এবং শুষ্ক গিরিস্রোতসমূহ অতিক্রম করিয়া, রথ সমভূমিতে আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু রাজার ও সারথির চক্ষু মৃগের উপর; অপর কিছু দেখিবার তাঁহাদিগের অবসর ছিল না। সারথি বলিল ;—

"মহারাজ! এতক্ষণ উচ্চ, নীচ ভূমিতে ইচ্ছামত রথচালন করিতে পারি নাই, এইবার সমভূমিতে আসিয়াছি, দেখিব, মৃগ এবার কিরূপে পলায়ন করে।"

রাজা বলিলেন, "দেখ, এই বধ করিলাম।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজা ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন, কিন্তু বাণ নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দুইজন তপস্বী বৃক্ষান্তরাল হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,

"মহারাজ! এটী আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না।"

সারথি শ্রবণমাত্র রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! দুইজন তপস্বী আপনার বাণপথবর্ত্তী মৃগটীকে বধ করিতে নিষেধ করিতেছেন।"

রাজা শ্রবণমাত্র বলিলেন, "তবে অবিলম্বে রথবেগ সম্বরণ কর।"

সারথি সেইরূপ করিল। এই সময় সশিষ্য একটী তপস্বী, বৃক্ষান্তরাল হইতে, রাজার সম্মুখে আসিয়া, হস্ত উত্তোলন করিয়া, বলিলেন ;—

"মহারাজ! এটী আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। বিপন্নের রক্ষার জন্যই আপনার অস্ত্র, নিরপরাধের বিনাশের জন্য নয়।" রাজা প্রণাম করিয়া বলিলেন "এই অস্ত্র সম্বরণ করিলাম।"

তপস্বী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন; "মহারাজ! আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তাহারই উপযুক্ত কার্য্য হইল। আশীর্ব্বাদ করি, এইরূপ আত্মগুণোপেত, রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করুন।"

রাজা। "আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।"

তপস্বী বলিলেন, "মহারাজ! আমরা সমিধাহরণের জন্য গমন করিতেছি; অদূরে কুলপতি কণ্বের আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। যদি অন্য কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, তবে একবার তথায় গমন করিয়া আমাদিগের আতিথ্য গ্রহণ করুন। তপোবন দর্শন করিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার ভুজবলে কেবল জনপদ-বাসিগণ নয়, তপোবনবাসিগণও নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছে।"

রাজা। "কুলপতি এক্ষণে আশ্রমে আছেন কি"?

রাজা। "না। তিনি, স্বীয় দুহিতা শকুন্তলার উপর অতিথি সৎকারের ভার দিয়া, শকুন্তলার কোন দুর্দ্দৈব উপশমের জন্য সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন।"

রাজা। "ভাল! আমি আশ্রমে গিয়া শকুন্তলাকেই দর্শন করিব। আমি যে আশ্রমের নিকট আসিয়া, মহর্ষির প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন না করিয়া, চলিয়া যাই নাই, ইহা তিনি তীর্থ-প্রত্যাগত কুলপতিকে জানাইবেন।"

ঋষিদ্বয় তখন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন। রাজা সারথিকে পুনর্ব্বার রথচালনা করিতে বলিলেন। রথ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই অধিত্যকা-ভূমি হইতে তৎ প্রদেশের পার্থক্য লক্ষিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক ক্রমেই সমতল ও কণ্টক-কঙ্কর-হীন বোধ হইল এবং অরণ্যজ বৃক্ষের সঙ্গে উদ্যানজ বৃক্ষসমূহও দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাজা দেখিলেন, কোন স্থানে নূতন কর্ত্তিত নীবার ধান্য সঞ্চিত রহিয়াছে; কোথাও ধেনুবৎসগণ বিচরণ করিতেছে। কোথাও বৃক্ষতলে শুকমুখভ্রষ্ট ধান্যমঞ্জরী পতিত আছে। ঋষিগণ স্নানান্তে যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন,

তাহা তাঁহাদিগের বল্কলনিঃসৃত জলধারায় আর্দ্র হইয়াছে। স্থানে স্থানে উপলখণ্ড সকল পতিত আছে, তাহা ইঙ্গুদীফল-নিঃসৃত তৈলে সিক্ত ও মসৃণ বোধ হইতেছে। মৃগগণ রথশব্দে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে না; বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে রথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পবিত্র হোমধূম উদ্গত হইয়া চতুর্দ্দিক সৌরভময় করিয়াছে এবং দূর হইতে মধুর সামগান শব্দ, এক একবার, কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কেহ না বলিয়া দিলেও রাজা ও সারথি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা তপোবনে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন স্বচ্ছতোয়া মালিনী কুলু কুলু শব্দে, কর্ণে মধুবর্ষণ করিতে করিতে, প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার উভয়তটে তৃণপত্রে নির্ম্মিত ঋষিগণের কুটীর শোভা পাইতেছে। মালিনীর কূলে স্বভাবজাত সুন্দর উপবন; নব বসন্তসমাগমে তাহা অপূর্ব্ব শ্রীবিকাশ করিতেছে। বসন্তানিল, মালিনীশীকর-স্পর্শে শীতল হইয়া, [illegible] সৌরভ বহন পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহা স্পর্শমাত্র মৃগয়াক্লান্ত রাজার শরীর স্নিগ্ধ হইল; তিনি সারথিকে বলিলেন;

"ভদ্র! আমরা তপোবনে আসিয়াছি, এ বেশে তপোবন-প্রবেশ কর্ত্তব্য নয়। তুমি আমার অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যাও, অশ্বগণ মৃগানুসরণে শ্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে বিশ্রাম করাও। আমি তপোবন দর্শনে আত্মাকে পবিত্র করিয়া আসি।"

রাজা এই বলিয়া আপনার ধনুর্ব্বাণ ও মৃগয়াপরিচ্ছদ সারথিকে প্রদান করিলেন। সারথি, তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক, বিদায় লইল। তখন রাজা একাকী তপোবনে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্ফুরিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, শান্তিরসাস্পদ তপোবনে বিবাহসূচক নিমিত্তের কারণ কি? আবার

তাঁহার মনে হইল, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত। তিনি মালিনীতীর অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন; কিয়দ্দূর গমনের পর শুনিতে পাইলেন, কে যেন মধুর বামাকণ্ঠে বলিতেছে; "সখীগণ! এদিকে এদিকে" শুনিয়া কৌতূহলী রাজা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, তিনটী সমানবয়স্কা ঋষিকন্যা, সেচনঘট কক্ষে লইয়া, বৃক্ষে জল সেচন করিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিধান বৃক্ষের বল্কল, অঙ্গে অলঙ্কার নাই, কেশ-বেশবিন্যাসে কোনরূপ সৌষ্ঠব নাই, তথাপি তাঁহাদিগের রূপপ্রভায় তপোবন উজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রত্যেক অঙ্গ হইতে যেন লাবণ্য উথলিয়া উঠিতেছে। রাজা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তাঁহার বোধ হইল রাজান্তঃপুরেও তেমন রূপ দুর্লভ; তিনি মনে করিলেন, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা সত্যই আজ বনলতার নিকট পরাজিতা হইল।

রাজা যে অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন বা তাঁহাদিগের আলাপ শ্রবণ করিতেছিলেন, ঋষিকুমারীগণ তাহা জানিতেন না; সুতরাং তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে, বৃক্ষে জলসেচন এবং পরস্পরের মধ্যে কৌতুকালাপ করিতে লাগিলেন। ঋষিকুমারীগণ তিন জনেই অনুপম রূপবতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা সৌন্দর্য্যে অপর দুই জনকে পরাজিতা করিয়াছিলেন। নবযৌবন-সমাগমে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও প্রস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার নেত্রে, অধরোষ্ঠে, বাহুতে, বক্ষে, প্রত্যেক অঙ্গে, সৌন্দর্য্য, বাসন্ত কুসুমের ন্যায়, ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজা মুগ্ধনেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ঋষিকুমারীদিগের কথোপকথন ও সম্বোধন হইতে রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, এই বয়ঃকনিষ্ঠাই কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলা, অপরা দুই জন তাঁহার সঙ্গিনী;

তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের নাম অনসূয়া, অপরার নাম প্রিয়ম্বদা।

ঋষিকুমারীগণ যে ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহাতে রাজার ধারণা হইল যে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জীবনাতিপাত তাঁহাদিগের লক্ষ্য নয়। জনপদবাসিনীদিগের ন্যায় তাঁহারাও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের উপযোগী জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। স্বভাবতঃ সংযমী ও ধর্ম্মশীল হইলেও শকুন্তলাকে দর্শন মাত্র রাজার হৃদয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার হইল। কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া ঋষিকুমারীর প্রতি অভিলাষ সঙ্গত নয় ভাবিয়া তিনি চিত্তবেগ সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন। তথাপি কি জানি কেন তাঁহার মনে হইল যে, যখন সেই কুমারীকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্বভাব-বিশুদ্ধ হৃদয় আকৃষ্ট হইতেছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়-পরিগ্রহের যোগ্যা।

ঋষিকুমারীগণ নিরুদ্বেগে কথোপকথন ও বৃক্ষে জল সেচন করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে রাজার সঙ্কোচ বোধ হইল। তিনি কিরূপে তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইবেন, এই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় একটী ভ্রমর শকুন্তলা যে নববিকশিতা লতাটীতে জল সেচন করিতেছিলেন, তাহা হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার মুখে বসিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ভীতা শকুন্তলা কিছুতেই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। তিনি যে দিকে যান, ভ্রমরও সেই দিকে যায়; ঘুরিলে, ফিরিলে, বসিলে, দাঁড়াইলে ভ্রমর কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে না। শকুন্তলা অস্থির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে শকুন্তলা নিতান্ত অধীরা হইয়া বলিলেন;—

"সখিগণ! আর আমি পারিতেছি না, তোমরা আমায় রক্ষা কর।"

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের বলিতেছ কেন? তপোবনবাসীদিগের রক্ষার ভার স্বয়ং রাজার উপর; কষ্ট হইয়া থাকে, রাজা দুষ্মন্তকে স্মরণ কর।"

দুষ্মন্ত ভাবিলেন, এই সুন্দর অবসর। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষান্তরাল হইতে ঋষিকুমারীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "পুরুরাজ-বংশধরের রাজত্বকালে সরলা ঋষিকুমারীদিগের উপর দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করে, কাহার সাধ্য?"

ঋষিকুমারীগণ চমকিতা হইলেন। দুষ্মন্তের সৌম্য গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে এবং অকস্মাৎ আবির্ভাবে তাঁহাদিগের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাকে কি বলিবেন, বুঝিতে পারিলেন না; অবশেষে বয়োজ্যেষ্ঠা অনসূয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আর্য্য! তেমন কিছু অত্যাহিত ঘটে নাই; আমাদিগের এই সখী একটী ভ্রমরের দ্বারা উত্যক্তা হইয়াছিলেন মাত্র।"

অনন্তর, পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর, সকলেই বিশ্রামার্থ শিলা-তলে উপবেশন করিলেন। কথোপকথনক্রমে রাজা অবগত হইলেন যে, শকুন্তলা ব্রাহ্মণ-কন্যা নহেন, ক্ষত্রিয়-দুহিতা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার জনক, অপ্সরা মেনকা তাঁহার জননী। কুলপতি কণ্ব তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সাধারণের নিকট কণ্বদুহিতা নামে পরিচিতা। দুষ্মন্ত ঋষিকন্যাদিগের নিকট আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন নাই; তিনি আপনাকে একজন রাজপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আকার, ইঙ্গিত এবং কথোপকথন হইতে শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনিই রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত। শকুন্তলার অনুপম সৌন্দর্য্যে রাজা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ তাৎকালিক সমাজে দূষণীয় ছিল না; তাহার উপর রাজা অপুত্রক ছিলেন,

সুতরাং শকুন্তলা ক্ষত্রিয়-সম্ভবা শুনিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে তাঁহার প্রবল বাসনা জন্মিল। এদিকে রাজার স্নিগ্ধ-গম্ভীর, কমনীয় মূর্ত্তি দর্শনে শকুন্তলাও অবিচলিতা ছিলেন না। শকুন্তলা শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছিলেন, উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাঁহার বিবাহ দিতে কুলপতি কণ্বের আপত্তি নাই। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে রাজা দুষ্যন্তের অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র কে? সুতরাং সরল-স্বভাবা শকুন্তলা রাজাকে দর্শন করিয়াই মনে মনে তাঁহাকে হৃদয় দান করিলেন। বাক্যে হৃদগত ভাব ব্যক্ত না করিলেও তাঁহা-দিগের উভয়ের মনের অবস্থা সখীগণের নিকট অপ্রকাশিত রহিল না। প্রেমের ভাষা নীরব হইলেও হৃদয়স্পর্শী; সুতরাং শকুন্তলা ও দুষ্যন্ত উভয়েই উভয়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন। রাজা নাগরিকতায় অভ্যস্ত, সুতরাং তাঁহার ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হইল না, কিন্তু শকুন্তলা সরলা ঋষিবালিকা, আত্মগোপনে সমর্থা না হইয়া সখীগণের উপহাসপাত্রী হইলেন। রাজা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন, এই সময় একটী বন্য মাতঙ্গ তপোবনে প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং [illegible] স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরস্পরকে দর্শন করিয়া দুষ্যন্তের ও শকুন্তলার হৃদয়ে যে অনুরাগাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, আগ্নেয় গিরিস্থিত পাবকের ন্যায় তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উভয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। রাজা তপোবনে আগমন করিয়াছিলেন শুনিয়া ঋষিগণ যজ্ঞরক্ষার্থ তাঁহাকে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

শকুন্তলাদর্শনের সুবিধা হইবে ভাবিয়া রাজাও আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা উভয়েই, মধ্যে মধ্যে, পরস্পরকে দর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। উভয়েরই চিত্ত পরস্পরের প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শকুন্তলা সুপাত্রে ন্যস্তা হউন, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার একান্ত বাসনা ছিল। সুতরাং রাজার ও শকুন্তলার মনোগত ভাব দর্শনে তাঁহারা তাঁহাদিগের মিলন প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিলেন। মহর্ষি কণ্ব তৎকালে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, কবে প্রত্যাগত হইবেন তাহারও স্থিরতা ছিল না। সুতরাং রাজা তাঁহার অসাক্ষাতে শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। গুরুজনের অনুমতিনিরপেক্ষ, প্রাপ্তবয়স্ক, পরস্পর অনুরক্ত অনুরক্তা পাত্রপাত্রীর বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ইহা সর্ব্বজন-সম্মত না হইলেও তাৎকালিক ক্ষত্রিয়সমাজে প্রচলিত ছিল। সুতরাং রাজা অথবা শকুন্তলা কেহই এরূপ বিবাহে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। শকুন্তলা সর্ব্বাংশে আপনার উপযুক্ত পাত্রে আত্ম-দান করিতেছেন ভাবিয়া অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা এই বিবাহে অনুকূলতা করিলেন। তাঁহাদিগের সহায়তায় দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা পরস্পরকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কয়েক দিন তপোবনে অবস্থানের পর দুষ্যন্ত স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। কণ্বের অজ্ঞাতে ও অসাক্ষাতে শকুন্তলাকে তপোবন হইতে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নয় ভাবিয়াই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে তপোবনে রাখিয়া যাইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইবেন এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। স্বামীর অদর্শনে পতিগতপ্রাণা শকুন্তলার অপর চিন্তা রহিল না। আশ্রমিক সকল কর্ত্তব্য বিস্মৃতা হইয়া তিনি

দিবারাত্র কেবল দুষ্যন্ত-চিন্তাতেই সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। কণ্ব তাঁহার উপর অতিথিসৎকারের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, আত্ম-বিস্মৃতা শকুন্তলার তাহাতে ত্রুটী ঘটিল। এক দিন সুলভকোপ মহর্ষি দুর্ব্বাসা, আতিথ্যগ্রহণের জন্য, আশ্রমে উপনীত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কে আছ ? আমি অতিথি।"

শকুন্তলা দুষ্যন্ত-চিন্তায় এরূপ নিমগ্না ছিলেন যে, মহর্ষির গম্ভীর কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। মহর্ষি ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, "অতিথিপরিভাবিনি ! তুই যাহার চিন্তায় মগ্না হইয়া আমাকে অপমান করিলি, প্রমত্ত ব্যক্তি যেমন স্বীয় পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করে না, সেও, তেমনি, স্মরণ করাইয়া দিলেও, তোকে স্মরণ করিবে না।"

শকুন্তলার বাহ্যজ্ঞান ছিল না, সুতরাং মহর্ষির নিদারুণ অভি-শাপ তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা, দূর হইতে শুনিতে পাইয়া, আসিয়া, মহর্ষির পদতলে পতিতা হইলেন এবং শকুন্তলাকে ক্ষমা করিবার জন্য কাতরবাক্যে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সঞ্জাতকোপ মহর্ষি কিছুতেই ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে বহু অনুনয়, বিনয়ের পর তিনি বলিলেন যে, "কোন অভিজ্ঞান না দেখা পর্য্যন্ত শকুন্তলার কথা তাহার প্রেমাস্পদের স্মরণ থাকিবে না, অভিজ্ঞান দেখিলেই স্মরণ হইবে।"

শুনিয়া সখীদ্বয় আশ্বস্তা হইলেন। রাজা, বিদায়গ্রহণকালে, শকুন্তলাকে একটী স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিয়া গিয়াছিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ভাবিলেন, রাজা নিতান্তই চিনিতে না পারেন, তবে শকুন্তলা সেই অঙ্গুরীয়ক দেখাইবেন, তাহা হইলেই রাজার সমস্ত স্মরণ হইবে ; সুতরাং উদ্বেগের কারণ নাই। শকুন্তলা

একেই পতিবিরহে কাতরা তাহার উপর এই বৃত্তান্ত শুনিলে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িতা হইবেন ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি কণ্ব, তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহ-বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিলেও শকুন্তলা যে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া তিনি এই সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। শকুন্তলাকে রাজসহযোগে সসত্ত্বা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। স্থির হইল যে, মহর্ষির ভগ্নী গৌতমী, মহর্ষির শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামক শিষ্যদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে রাখিয়া আসিবেন। তাঁহাদিগের যাত্রার উপযোগী দিন নির্দ্দিষ্ট হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে শকুন্তলা এতদিন তপোবনের প্রাণস্বরূপ হইয়াছিলেন, যিনি সৌন্দর্য্যে এবং মাধুর্য্যে এতদিন তপোবনকে অলঙ্কৃত ও অমৃতসিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি চিরদিনের জন্য তপোবনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, সে দৃশ্য কি করুণ, কি মর্ম্মভেদী! তপোবনের স্থাবর, জঙ্গম সকলেই যেন শকুন্তলার বিদায়-গ্রহণে শোকে অভিভূত হইল। মহর্ষি স্বভাবতঃ ধীর ও গম্ভীর এবং শোক-বেদনার অনধিগত ছিলেন, কিন্তু শকুন্তলার ভাবী বিরহে তিনিও অধীর হইলেন। অতি প্রত্যূষে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া তিনি শকুন্তলাকে বিদায় দিবার জন্য প্রস্তুত রহিলেন। শকুন্তলার বিরহে তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ এবং কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া আসিল।

তিনি ভাবিলেন, আমি চিরদিন অরণ্যচারী, কন্যাকে বিদায় দিবার সময় আমার হৃদয় যদি এতই ব্যাকুল হয়, তবে গৃহীব্যক্তিদিগের হৃদয় না জানি আরও কত কাতর হইয়া থাকে। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার জন্য আশ্রমস্থ ঋষিপত্নীগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। একে একে আশীর্ব্বাদ করিয়া কেহ বলিলেন, "বৎসে! স্বামীর বহুমানসূচক মহাদেবী-সংজ্ঞা লাভ কর।" কেহ বলিলেন, "বৎসে! বীর-প্রসবিনী হও।" কেহ বলিলেন, "স্বামীর আদরিণী হও।" মহর্ষির তপঃপ্রভাবে আশ্রমস্থ তরুলতাগণ শকুন্তলার ব্যবহারের উপযোগী বস্ত্রালঙ্কার প্রসব করিয়াছিল। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা তাহা লইয়া শকুন্তলাকে সজ্জিতা করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের মনের ভাব বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। ছায়ার ন্যায় তাঁহারা এতদিন যে শকুন্তলার সঙ্গিনী ও সহচারিণী ছিলেন, যে শকুন্তলার সুখে তাঁহাদিগের সুখ, দুঃখে তাঁহাদিগের দুঃখ ছিল, সেই শকুন্তলা চির বিদায় লইতেছেন, তাঁহাদিগের দেহ যেন প্রাণহীন হইল। ক্রমে গমনের আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে শকুন্তলা মহর্ষির চরণে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি বলিলেন, "বৎসে, শর্ম্মিষ্ঠা যেমন যযাতির প্রিয়তমা হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনই স্বামীর প্রিয়তমা হও এবং পুরুর ন্যায় সম্রাট পুত্র প্রসব কর।"

শুনিয়া গৌতমী বলিলেন, "ভগবন্! শকুন্তলার পক্ষে ইহা কেবল আশীর্ব্বাদ নয়, ইহা বর।" অনন্তর মহর্ষি তপোবনপাদপদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আশ্রমতরুগণ! তোমরা জলপান না করিলে যে শকুন্তলা কখনও জলপান করিত না, স্বভাবতঃ অলঙ্কার-প্রিয়া হইলেও পাছে তোমাদিগের ক্লেশ হয় এই ভয়ে যে কখনও তোমাদিগের নবীন পল্লব ছিন্ন করিত না, তোমাদিগের প্রথম

কুসুমোদ্গমের সময় যাহার আনন্দোৎসব হইত, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে গমন করিতেছে, তোমরা অনুজ্ঞা দান কর।”

গৌতমী বলিলেন, “বৎসে! আত্মীয়জনের ন্যায় স্নেহে বন-দেবতাগণ তোমার গমনে অনুমোদন করিতেছেন। তুমি তাঁহা-দিগকে প্রণাম কর।”

শকুন্তলা প্রণাম করিয়া প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন “সখি! আর্য্য-পুত্রকে দেখিবার জন্য আমার মন ব্যাকুলিত হইলেও তপোবন ছাড়িয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না।”

প্রিয়ম্বদা বলিলেন, “সখি! তপোবন ছাড়িয়া যাইতে যে তোমারই কেবল ক্লেশ হইতেছে, তাহা নয়, একবার তপোবনেরও অবস্থা দেখ। অই দেখ! হরিণদিগের মুখ হইতে মুখের গ্রাস খসিয়া পড়িতেছে; ময়ূরেরা নৃত্য ত্যাগ করিয়াছে, লতাগুলি পুরাতন পত্র-ত্যাগের ছলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তোমার বিরহে সকলেই আজ কাতর।”

শকুন্তলা একটী লতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; “পিতঃ! আমি একবার আমার লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নার নিকট বিদায় গ্রহণ করি।”

কণ্ব। “কর, বৎসে! কর; তোমার যে বনজ্যোৎস্নার প্রতি সোদরাস্নেহ আছে, তাহা আমি জানি।”

শকুন্তলা লতাটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বনজ্যোৎস্নে! তুমি সহকারের সহিত সুখালিঙ্গনে রহিয়াছ; তবুও একবার তোমার শাখাবাহু দ্বারা আমায় আলিঙ্গন কর। আমি তোমার নিকট হইতে চির দিনের জন্য দূরবর্ত্তিনী হইতেছি।”

কণ্ব। “বৎসে! তোমাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিব বলিয়া আমি পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম; ভাগ্যক্রমে আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। নবমালিকা যেমন সহকারে

তুমিও তেমনি আত্মগুণানুরূপ পাত্রে মিলিত হইয়াছ। তোমাদিগের উভয়েরই সম্বন্ধে আমি এখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছি।

শকুন্তলা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সখী-দ্বয়! বনজ্যোৎস্নাকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি।"

তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেছ?"

মহর্ষি বলিলেন, "অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদে! রোদন করিও না, তোমরাই দুইজনে বরং শকুন্তলাকে সান্ত্বনা কর।"

একটী আসন্নপ্রসবা মৃগী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শকুন্তলা মহর্ষিকে বলিলেন, "পিতঃ! এই গর্ভভারমন্থরা মৃগবধূ যখন নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইবে, তখন সেই সুসংবাদ আমার নিকট পাঠাইবেন।"

কণ্ব। "বৎসে! আমি বিস্মৃত হইব না।"

এই সময় কে যেন পশ্চাৎ হইতে শকুন্তলার বস্ত্র আকর্ষণ করিল; তিনি বলিলেন, "কে আমার বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে?"

কণ্ব বলিলেন, "বৎসে! তুমি শ্যামাকমুষ্টি প্রদান করিয়া যাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলে, যাহার মুখ কুশসূচীতে বিদ্ধ হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল লেপন করিতে, তোমার পুত্রস্থানীয় সেই মৃগশিশু তোমার বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে।

শকুন্তলা মৃগশিশুটীকে দেখিয়া বলিলেন, "বাছা! তোকে মাতৃহীন দেখিয়া আমি তোকে পালন করিয়াছিলাম, এখন পিতাই তোর কথা ভাবিবেন।"

কণ্ব বলিলেন, "বৎসে! জলে তোমার চক্ষু ভরিয়া আসিতেছে, রোদন সম্বরণ করিয়া সাবধানে চল, নচেৎ এই উচ্চনীচ ভূমিতে তোমার পদস্খলন হইবে।"

মানুষ সাধারণতঃ মানুষকেই ভালবাসে, কিন্তু লতাকে ভগিনীরূপে, মৃগশিশুকে পুত্ররূপে ভালবাসিতে পারেন কয় জন? বনের হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইল কি না সে কথা জানিবার জন্য কয়জনের চিত্ত উদ্বিগ্ন থাকে? আপনাকে প্রকৃতির সঙ্গে এরূপ ওতপ্রোত ভাবে মিলিত করিবার শক্তি কয়জনের আছে? শকুন্তলার এই শক্তি ছিল বলিয়াই বুঝি তিনি, বনবাসিনী হইয়াও, রাজাধিরাজের হৃদয়েশ্বরী হইয়াছিলেন। তিনি আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে সম্রাট-মহিষী হইবার জন্য চলিয়াছিলেন কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি তাঁহার বনবাস-সঙ্গিনীদিগকে ভুলিতে পারিতেছেন না, এই জন্যই ত তিনি মানুষী হইয়া দেবী।

কথাপ্রসঙ্গে শকুন্তলার গমনে বিলম্ব হইতেছিল; দেখিয়া মহর্ষির শিষ্য শার্ঙ্গরব বলিলেন, "ভগবন্! আর অধিক দূর গমনের প্রয়োজন নাই; এই সরোবরের তীর হইতে, আপনার যাহা বক্তব্য আছে বলিয়া, আপনি আশ্রমে প্রতিগমন করুন।"

কণ্ব বলিলেন, "বৎস! তুমি দুষ্যন্তকে বলিবে, "শকুন্তলা কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই তোমাকে আত্মদান করিয়াছে; তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিও। তাপসজনোচিত সংযমে অভ্যস্ত হইলেও তাহার প্রতি ঔদাসীন্যে আমাদিগের হৃদয় ব্যথিত হইবে, ইহা স্মরণ রাখিও। শকুন্তলার সম্বন্ধে তোমার নিকট আমাদিগের এইমাত্র প্রার্থনা; তাহার পর ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই।"

কণ্ব, শার্ঙ্গরবকে এই বলিয়া, শকুন্তলাকে বলিলেন, "বৎসে! তোমাকেও কয়েকটী কথা বলিতেছি, তাহা স্মরণ রাখিও। তুমি শ্বশুরগৃহে গমন করিতেছ, সেখানে গুরুজনদিগের সেবা করিবে,

সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, স্বামী অপ্রিয় ব্যবহার করিলেও কখনও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিবে না। আশ্রিতজনের প্রতি দয়া করিবে, সৌভাগ্যে গর্ব্বিতা হইবে না। যে সকল নারী এইরূপ আচরণ করেন, তাঁহারাই গৌরবজনক গৃহিণীপদের যোগ্যা হন, আর যাঁহারা বিপরীতাচরণ করেন, তাঁহারা বংশের ব্যাধিস্বরূপ হইয়া থাকেন।"

কণ্ব এই বলিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন, "বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না, তুমি আমাকে এবং তোমার সখীদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া এইস্থান হইতে বিদায় দাও।"

শকুন্তলা অশ্রুমোচন করিতে করিতে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

"পিতঃ! অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা কি এখান হইতেই ফিরিয়া যাইবে?"

কণ্ব বলিলেন, "হাঁ বৎসে! ইহারাও উভয়ে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, সুতরাং তোমার সহিত ইহাদিগের রাজসভায় গমন কর্ত্তব্য নয়। গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন।

শকুন্তলা বলিলেন, "সখি অনসূয়ে!: সখি প্রিয়ম্বদে! তোমরা উভয়ে এক সঙ্গে আমায় আলিঙ্গন কর।"

তাঁহারা উভয়ে অশ্রুমোচন করিতে করিতে সেইরূপ করিলেন এবং অন্য কেহ শুনিতে না পায় এরূপ অনুচ্চ স্বরে শকুন্তলাকে বলিলেন, "সখি! যদি কোন কারণে রাজা তোমায় চিনিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও।"

শকুন্তলা বলিলেন, "সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন? শুনিয়া যে ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইতেছে।"

তাঁহারা বলিলেন, "ভয় নাই, স্নেহের স্বভাবই এইরূপ, কি জানি কি বিপদ ঘটে, সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা করে।"

শকুন্তলা কণ্বকে বলিলেন, "তাত! কবে আবার এই তপোবনে আসিব?"

কণ্ব বলিলেন "বৎসে! উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্য ও কুটুম্ব-বর্গের ভার অর্পণ করিয়া পূর্ণবয়সে স্বামীর সহিত যখন বান-প্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, তখন আবার এই আশ্রমে আসিবে।"

ক্রমে বেলা প্রহরাধিক হইল। তখন শকুন্তলা একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে আর্য্যা গৌতমীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পতিগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহর্ষিও অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। গচ্ছিত অর্থ অধিকারীকে সমর্পণ করিলে লোক যেমন শান্তি বোধ করে, শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া মহর্ষিও তেমনই শান্তি-বোধ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শকুন্তলা দুষ্যন্ত-সন্দর্শনে চলিয়া ছিলেন, কিন্তু দুষ্যন্তের কি তাঁহার কথা স্মরণ আছে? দুষ্যন্ত যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া-ছিলেন, তখন শকুন্তলা-চিন্তা তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়া-ছিল। কিন্তু পর্ব্বতশৃঙ্গ পতিত হইয়া যেমন গিরিস্রোতের গতি অবরোধ করে, দুর্ব্বাসার শাপও, তেমনই, বিশাল পাষাণের আকার ধারণ করিয়া, শকুন্তলার সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগস্রোত রুদ্ধ করিল। দুষ্যন্ত শকুন্তলা সম্বন্ধীয় সকল কথাই বিস্মৃত হইলেন। শকুন্তলার প্রতি পূর্ব্বানুরাগ স্মরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহার স্মৃতিপট হইতে

শকুন্তলার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদিন তিনি রাজকার্য্যান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, কে গাইতেছে ;

"কেন ভুলিলে তাহায় ?
সহকার-মঞ্জরীরে, অহে শঠরায়।
পাইয়ে কমলকলি রহিলে তাহারে ভুলি,
এই কিহে, শঠ অলি ! উচিত তোমায় ?
যখন আছিল তার নূতন মধুভাণ্ডার
তখন যতন কত করিতে হে তায়।"*

রাজ্ঞী হংসপদিকা আপন মনে এই সঙ্গীতটী গাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা শুনিয়া রাজা একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মনা হইলেন। তাঁহার বোধ হইল কি যেন তাঁহার ছিল, এখন নাই ; কি যেন অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী তিনি হারাইয়াছেন। তিনি ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু এক প্রগাঢ় বিষাদ-স্মৃতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। রাজা আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কঞ্চুকী আসিয়া সংবাদ দিল যে, হিমাচলস্থিত কাশ্যপাশ্রম হইতে কয়েকজন ঋষি ও ঋষিরমণী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আগমন করিয়াছেন। কাশ্যপের নাম শ্রবণ মাত্র রাজা, ব্যগ্র হইয়া, তাঁহাদিগকে অভ্যন্তরে আনয়নের জন্য আদেশ দিলেন এবং তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য, পুরোহিতকে সংবাদ পাঠাইয়া, স্বয়ং অগ্নিশরণ গৃহে গমন করিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কাশ্যপাশ্রম হইতে আগত এই ঋষি ও ঋষিরমণীগণ

---

* এই সঙ্গীতটী আমার নিজের রচনা নয়। বহু দিন পূর্ব্বে শকুন্তলার কোন বঙ্গানুবাদে ইহা পাঠ করিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। উপযুক্ত ভাব-ব্যঞ্জক বোধ হওয়ায়, অজ্ঞাতনামা কবিকে ধন্যবাদ দিয়া, আমি ইহা সন্নিবেশ করিতেছি।

অপর কেহ নহেন, মহর্ষি কণ্বের শিষ্য শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতমী এবং শকুন্তলা। নানাদিগ্দেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শকুন্তলা তাঁহার বহু তপস্যার ধন প্রিয়তমকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন; না জানি তাঁহার মনে ভাবী সুখের কতই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে? শকুন্তলা যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই ঘটিল।

শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত পূর্ব্বে কখনও নগরে আগমন করেন নাই; সুতরাং তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে জনতা এবং কোলাহল, চতুর্দ্দিকে ঐশ্বর্য্যের এবং বিলাসের উপকরণ। শান্তিরসাস্পদ তপোবন হইতে এই জনসংঘর্ষপূর্ণ রাজপ্রাসাদে আসিয়া তাঁহাদিগের বোধ হইল, যেন তাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইলেন। রাজা সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া মহাসমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারাও তাঁহার অকপট ভক্তি দর্শনে পরম প্রীত হইলেন। শকুন্তলা সকলের পশ্চাতে লজ্জানম্রমুখে দণ্ডায়মানা ছিলেন, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য রাজার নয়ন আকর্ষণ করিল। কিন্তু অনূঢ়া শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, এক্ষণে বিবাহিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া তাহার লেশমাত্রও তথায় স্থান পাইল না। ঋষিগণের সেরূপ ভাবে তাঁহার নিকট আগমনের কারণ কি তিনি কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরস্পর অভ্যর্থনা ও কুশল-প্রশ্নের পর রাজা তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শার্ঙ্গরব বলিলেন;

"মহারাজ! ভগবান কুলপতি কণ্ব আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া

এইরূপ বলিয়াছেন; "আপনি যেমন গুনবান্ এই শকুন্তলাও তেমনই গুণবতী; সহকারের সহিত মাধবীর মিলনের ন্যায় আপনাদিগের সম্মিলন স্পৃহনীয়। এই জন্যই, পূর্ব্বে অনুমতি গ্রহণ না করিলেও, মহর্ষি আপনাদিগের বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। শকুন্তলা আপনার সহযোগে আপন্নসত্ত্বা হইয়াছেন, এক্ষণে ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া উভয়ে একসঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করুন।"

দুর্ব্বাসার শাপে শকুন্তলা সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ই রাজার স্মরণ ছিল না; তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি বলিলেন? আমি এই ঋষিতনয়াকে বিবাহ করিয়াছি?"

যে কার্য্য সমাজে অপ্রচলিত, ধর্ম্মবিগর্হিত না হইলেও, যিনি তাহা করেন, তাঁহাকে পদে পদে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। সুতরাং গান্ধর্ব্ব বিবাহে বিবাহিতা হইলেও শকুন্তলা সশঙ্ক চিত্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। শার্ঙ্গরবের কথায় দুষ্যন্ত না জানি কি উত্তর দেন, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল। এক্ষণে রাজার উত্তর শুনিয়া তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি এতদিন যে সুখস্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাহা ভগ্ন হইল। তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল; মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সরলস্বভাবা গৌতমী মনে করিলেন, রাজা, বোধ হয়, শকুন্তলার মুখ দেখিতে পান নাই বলিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন, "বাছা! লজ্জা করিও না, এস, তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিই, তাহা হইলেই রাজা তোমাকে চিনিতে পারিবেন।" এই বলিয়া গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন। মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই প্রশান্ত পবিত্র মুখ সুস্নিগ্ধ জ্যোতিতে গৃহ উজ্জ্বল করিল। সৌন্দর্য্যে প্রীত, সৌন্দর্য্যে

মুগ্ধ না হন কে? শকুন্তলার মুখ দেখিয়া রাজা মনে করিলেন, পৃথিবীতে এ মুখের তুলনা নাই; রক্ত মাংসের দেহে দূরে থাকুক, চিত্রেও এমন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য যাচকরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি অদ্বিতীয় প্রভাবশালী সম্রাট, তিনি তাহা উপভোগের জন্য গ্রহণ করিলে কে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদে সাহসী হইত? কিন্তু রাজা ধর্ম্মভীরু, তিনি বলিলেন ;—"আমি ইহাঁকে দেখিয়াছি বলিয়াই আমার স্মরণ হয় না, বিবাহ করা ত দূরের কথা।"

মর্ম্মাহতা গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত তখন রাজাকে নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদিগের সন্দেহ হইয়াছিল যে, রাজা শকুন্তলার রূপে মোহিত হইয়া গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে লোকলজ্জায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। সুতরাং তাঁহারা রাজার প্রতি দুই একটী দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগে পরাঙ্মুখ হইলেন না। রাজা আপনাকে নিরপরাধ বলিয়া জানিতেন, সুতরাং, ঋষিজনের প্রতি স্বাভাবিকী ভক্তি সত্ত্বেও, তিনি তাঁহাদিগের কথার প্রত্যুত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যখন কিছুতেই তাঁহারা রাজাকে বুঝাইতে পারিলেন না, তখন শারদ্বত বিরক্ত হইয়া শকুন্তলাকে বলিলেন ;—"শকুন্তলে! আমাদিগের যাহা বক্তব্য ছিল বলিয়াছি, এক্ষণে তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, বল।"

শকুন্তলা কি বলিবেন? কোমলহৃদয়া, সংসারানভিজ্ঞা বালিকা এতদিন বনের তরুলতা এবং পশুপক্ষীদিগকে ভালবাসিয়া এবং তাহাদিগের ভালবাসা পাইয়া শান্তিতে জীবনযাপন করিয়াছিলেন। ভালবাসার মধ্যেও যে এত অবিশ্বাস, এত সন্দেহ থাকিতে পারে, ভালবাসিয়া যে প্রত্যাখ্যাতা হইতে হয়, শকুন্তলা তাহা

জানিতেন না; শকুন্তলা কি বলিবেন? কিন্তু স্বভাবতঃ লজ্জা-শীলা হইলেও এখন শকুন্তলার পক্ষে লজ্জা করিবার সময় ছিল না। নারীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব; শকুন্তলার সেই সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উঠিয়াছিল; সুতরাং নিজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য শকুন্তলাকে তখন লজ্জা ত্যাগ করিয়া রাজাকে দুই চারিটী কথা বলিতে হইল। শকুন্তলা প্রথমে দুষ্যন্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আর্য্যপুত্র!" কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, যখন বিবাহেই সন্দেহ, তখন আর এ সম্বোধন কেন? তিনি বলিলেন "পৌরব! তপোবনে তাদৃশ অনুরাগ-প্রদর্শনের এবং ধর্ম্মসাক্ষী পূর্ব্বক বিবাহের পর এক্ষণে এরূপভাবে প্রত্যাখ্যান কি কর্ত্তব্য?"

রাজা বলিলেন, "ঋষিতনয়ে! বর্ষাকালের নদী তটদেশ ভগ্ন করিয়া আপনিও কলুষিত হয় এবং তটতরুকেও পাতিত করে। তুমিও দেখিতেছি, নিজে কলুষিত হইয়াছ, এক্ষণে আমাকেও কি পাতিত করিতে চাও?"

কি কঠোর, কি হৃদয়ভেদী বাক্য! শকুন্তলার মর্ম্ম-স্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল; তথাপি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "রাজন! যদি আপনার প্রকৃতই বিবাহে সন্দেহ থাকে, তবে আমি আপনাকে অভিজ্ঞান দেখাইতেছি, তাহা হইলেত আপনার বিশ্বাস হইবে?"

রাজা বলিলেন, "উত্তম, কি অভিজ্ঞান আছে দেখাও!

শকুন্তলা ব্যগ্র চিত্তে আপনার বস্ত্রাঞ্চল খুঁজিয়া দেখিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার কথা শ্রবণের পর তিনি রাজদত্ত অঙ্গুরীয়ক অতি যত্নে অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সে অঙ্গুরীয়ক কোথায়? তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে গৌতমীর মুখের দিকে চাহিলেন। গৌতমী বলিলেন! "বৎসে! পথে আসিবার সময় শচীতীর্থে স্নান করিয়াছিলে, হয়ত সেই সময় জলে পড়িয়া গিয়াছে।"

গৌতমীর সন্দেহ যে সম্ভবপর শকুন্তলা এবং তাঁহার অনুযাত্রী ঋষিকুমারদ্বয় তাহা বুঝিলেন। কিন্তু রাজনীতির কুটিলতায় পরিচিত দুষ্যন্ত তাহা বুঝিলেন না; তিনি ভাবিলেন, ইহা কেবল কপটতা মাত্র। তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন "স্ত্রীজাতি যে স্বভাবতঃ প্রত্যুৎপন্নমতি, ইহা তাহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ বটে।"

মর্ম্মাহতা শকুন্তলা বলিলেন, "মহারাজ! আমি গ্রহ-বৈগুণ্যে অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলাম না, কিন্তু এমন কথা বলিতেছি যে, শুনিলেই আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইবে।

রাজা বলিলেন, "কি বলিবে বল! শুনিতে প্রস্তুত আছি!"

শকুন্তলা বলিলেন, "স্মরণ করুন, এক দিন আপনি ও আমি নবমালিকামণ্ডপে বসিয়াছিলাম। আপনার হস্তে একটী পদ্মপত্রের ঠোঙ্গায় জল ছিল, আমার পালিত একটী মৃগশাবক আমাকে দেখিয়া সেখানে আসিলে আপনি তাহাকে জলপানের জন্য ইঙ্গিত করিলেন, কিন্তু আপনি অপরিচিত বলিয়া সে নিকটে আসিল না; আমি জলের ঠোঙ্গা লইয়া ডাকিবামাত্র আসিল। তখন আপনি উপহাস করিয়া বলিলেন যে, যে যাহার নিজের জাতিকে বিশ্বাস করে; তোমরা দুই জনেই বুনো, তাই তোমাদের পরস্পরের প্রতি এত বিশ্বাস।"

রাজা। "এইরূপ আপাতমধুর বাক্যেই নারীগণ পুরুষের মন মোহিত করে।"

গৌতমী বলিলেন, "মহারাজ! এমন কথা বলিবেন না; আজন্ম তপোবনে প্রতিপালিতার পক্ষে কি কপটাচরণ-শিক্ষা সম্ভবপর?"

রাজা। "তাপসবৃদ্ধে! জনপদেই হউক, আর তপোবনেই হউক, কপটাচরণ স্ত্রীজাতির প্রকৃতিসিদ্ধ; কাহারও শিখাইবার

প্রয়োজন হয় না। কোকিলাকে অপর পক্ষীর নীড়ে শাবক প্রতিপালন করাইতে কে শিখায়?

শকুন্তলা এতক্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। একেই বিনাপরাধে প্রত্যাখ্যান, তাহার উপর এই মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গ তাঁহার অসহ্য হইল! সতীর আত্মমর্য্যাদার নিকট ভয়, ভক্তি, সঙ্কোচ পরাজিত হইল। শকুন্তলা রোষভরে দুষ্যন্তকে বলিলেন;

"অনার্য্য! নিজের হৃদয় অনুসারে সকলকে বিচার করিতে চাও?"

শকুন্তলা আর অধিক বলিতে পারিলেন না, ক্ষোভে ও রোষে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। রাজা তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে করিলেন "ইহাঁর ক্রোধ ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু আমার নিজের মনকেই বা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব? আমার ত কিছুই স্মরণ হইতেছে না।"

আর বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া শারদ্বত বলিলেন, "মহারাজ! ইনি আপনার ভার্য্যা; ভার্য্যার উপর ভর্ত্তার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব! ত্যাগ করুন বা নিকটে রাখুন, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আমরা বিদায় লইলাম।

এই বলিয়া তাঁহারা প্রস্থানোদ্যত হইলেন; দেখিয়া শকুন্তলাও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

গৌতমী দেখিয়া বলিলেন, "বৎস শার্ঙ্গরব! অই দেখ! শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদিগের সঙ্গে আসিতেছে। বাছারই বা দোষ কি? স্বামী এই ব্যবহার করিল, বাছা কোথায় থাকিবে?"

শার্ঙ্গরব দেখিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দুঃশীলে! স্বেচ্ছাচারিণী হইতে চাহিতেছ?"

শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া

রাজা বলিলেন, ঋষিকুমারগণ! আপনারা ইহাঁকে বৃথা প্রলুব্ধ করিতেছেন কেন? আমি যখন ইহাঁকে বিবাহ করি নাই, তখন ইহাঁর পক্ষে আমার গৃহে থাকা উপযুক্ত নয়।"

রাজপুরোহিত তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আমি একটী পরামর্শ দিই। ঋষিতনয়া আপন্নসত্বা দেখিতেছি; দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্ত্তি-লক্ষণোপেত হইবে। যদি ইহাঁর গর্ভজাত সন্তান তাদৃশ লক্ষণযুক্ত হয়, তবে ইনি যে আপনার বিবাহিতা পত্নী সে বিষয়ে সংশয় থাকিবে না। আর যদি তাহা না হয়, তবে ইনি সর্ব্বথা মহারাজের পরিত্যজ্যা হইবেন। প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইনি আমার গৃহে থাকিতে পারেন।"

রাজা বলিলেন, "এ উত্তম পরামর্শ! আমার ইহাতে আপত্তি নাই।"

তখন রাজপুরোহিত শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন; এবং শার্ঙ্গরব, শারদ্বতও, গৌতমীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া, তপোবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই রাজ-পুরোহিত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও দেখি নাই।"

রাজা বলিলেন, "কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?"

পুরোহিত বলিলেন, "মহারাজ! আমি শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া স্বগৃহে যাইতেছিলাম। ঋষিতনয়া আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। অপ্সরাতীর্থের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় অকস্মাৎ এক জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। মহারাজ! আমার এত বয়স হইয়াছে, এমন ঘটনা কখনও দেখি নাই।"

শকুন্তলা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই রাজার নিকট অতি বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, এখন আর সে কথা আলোচনার প্রয়োজন নাই। আপনি স্বগৃহে গমন করুন।" এই বলিয়া তিনি [illegible] বিদায় দিলেন এবং মানসিক অবসাদ দূর করিবার জন্য [illegible]ভবনে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল; রাজা রাজকার্য্য-সম্পাদনে শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতে-লাগিলেন। একদিন নগরপাল একটী অঙ্গুরীয়ক আনিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল "মহারাজ! কোন ধীবর এক মণিকারের নিকট এই অঙ্গুরীয়কটী বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল। সে বলে, শচীতীর্থে ধৃত একটী রোহিত মৎস্যের উদরে সে ইহা পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে মহারাজের নামাঙ্কন আছে দেখিয়া রক্ষিগণ চোরিত সামগ্রী বোধে তাহাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। এক্ষণে মহারাজের যেরূপ আদেশ?"

তাড়িত-প্রবাহের স্পর্শে মনুষ্যের শরীর যেরূপ মুহূর্ত্তের মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠে, অঙ্গুরীয়ক দর্শনমাত্র রাজার শরীর সেইরূপ হইল। নিমেষমধ্যে সেই মালিনীতীরবর্ত্তী তপোবন, সেই জলসেচননিযুক্তা সখীপরিবৃতা শকুন্তলা, সেই লতাকুঞ্জে শকুন্তলার সহিত মিলন, সেই সাশ্রুনয়নে পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণ, সেই অঙ্গুরীয়কদান এবং অবশেষে সেই প্রত্যাখ্যান এক সঙ্গে তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল! তিনি অবসন্নপ্রায় হইলেন, কিন্তু ভাবগোপন করিয়া

বলিলেন, "নগরপাল! এ অঙ্গুরীয়ক আমার, দৈবক্রমে ইহা হারাইয়াছিল, ধীবর নিরপরাধ, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া বিদায় কর।" নগরপাল বিদায় লইল।

এই পৃথিবীই স্বর্গ, এই পৃথিবীই নরক। শকুন্তলাকে লাভ করিয়া রাজা, একদিন, আপনাকে স্বর্গসুখের অধিকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তি হইতে আপনাকে নরক-যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার মনে হইল, পত্নীবিচ্ছেদ অনেকেরই হয়, কিন্তু কে কবে, এমন ভাবে, আপনার প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে হারাইয়াছে? কোথায় সেই হিমাচল-স্থিত তপোবন, আর কোথায় হস্তিনাপুর! গর্ভভারখিন্না পতিব্রতা, তাঁহার নিকট আশ্রয়লাভের জন্য, এই দূরপথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি একটী মিষ্ট বাক্যেও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন না, মর্ম্মভেদী বিদ্রূপে তাঁহার অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। এ অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে? শকুন্তলা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য কত চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কেন এমন মতিভ্রম ঘটিল যে, তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না। তিনি এতদিন রাজকার্য্য করিতেছিলেন, বিচারার্থী-দিগের দোষ-গুণপরিজ্ঞানে অভ্যস্ত হইয়াও কি তাঁহার এমন জ্ঞান হইল না যে, তিনি বুঝিতে পারেন, শকুন্তলা সাপরাধা কি নিরপরাধা? সেই সরলতামাখা, সেই স্নেহ-করুণাপূর্ণ মুখ যাহার, সে কি কখন কপটাচরণ করিতে পারে? সে জ্যোৎস্নাশীতল দৃষ্টি যাহার, তাহার হৃদয়ে কি হলাহল থাকিতে পারে? তাহার ভাষা ত তাহার মর্ম্মের কথা ব্যক্ত করিতেছিল, তিনি তাহা বুঝিলেন না কেন? আর তপঃক্ষরিতজীবন, অন্তর্দ্দর্শী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, আজন্মসাধু কণ্ব আপনার দুহিতাকে পতিতা জানিয়াও তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন,

ইহা সম্ভবপর কি না তাহা কি একবারও তাঁহার মনে উঠিল না? এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই! রাজা ভাবিলেন, যদি শকুন্তলাকে কখনও দেখিতে পাই, তবে অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কিন্তু শকুন্তলা কোথায়? রাজপুরোহিত বলিয়াছিলেন, তিনি এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছেন। রাজার মনে হইল, শকুন্তলা পতিগতপ্রাণা দেবী, তাই সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন; তিনি পত্নীদ্রোহী, পাতকী, তাই, নরক-যন্ত্রণা-ভোগের জন্য, পৃথিবীতে দেহধারী হইয়া রহিয়াছেন।

রাজা ভাবিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, কিন্তু তাহা সত্য নয়। অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্তি হইতেই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত আরব্ধ হইল। শকুন্তলার স্মৃতি মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। শকুন্তলার সেই অশ্রুসিক্ত মুখ, সেই আকুল প্রার্থনা রাজার নিদ্রায়, জাগরণে মনে পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের শান্তি দূরীভূত করিল। নরকযন্ত্রণা আর কাহাকে বলে? অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের বহির্দ্দেশ কত সময় শ্যামল তরুলতায় আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তর কি দারুণ উত্তাপে দগ্ধ হইতে থাকে, তাহা কেহ জানে না, কেহ দেখিতে পায় না। দুষ্মন্তেরও অবস্থা সেইরূপ হইল। রাজকার্য্যে, সন্ধিতে, বিগ্রহে লোকে দেখিত, দুষ্মন্তের কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু যদি কেহ তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত, সেখানে কি তীব্র অগ্নিশিখা দিবারাত্র প্রজ্বলিত রহিয়াছে। ইহাই ত নরকানল; ইহারই দ্বারা ত মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রায়শ্চিত্তে শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তের প্রেমের যে অংশ কামজ তাহা দগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু যাহা কামগন্ধশূন্য তাহা সজীব রহিল। শরীরিণী শকুন্তলার পরিবর্ত্তে আত্মময়ী শকুন্তলা

তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। শকুন্তলার পুনর্দর্শন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া তিনি শকুন্তলা-প্রসঙ্গ আলোচনায়, শকুন্তলাচিত্রঅঙ্কনে এবং শকুন্তলাধ্যানে শান্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময় দেবরাজ ইন্দ্র, অসুরপ্রপীড়িত হইয়া, শত্রুদমনার্থ রাজাকে স্বর্গপুরীতে আহ্বান করিলেন। রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এবং দেবরাজদত্ত সম্মানে ভূষিত হইয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক, মাতলির সঙ্গে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। এমন সময় এক অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন, কাঞ্চনপ্রভ পর্ব্বতমালা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি কৌতূহলী হইয়া সেই পর্ব্বত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে দেবরাজসারথি মাতলি বলিলেন, "এই পর্ব্বতের নাম হেমকূট; দেবপিতা কশ্যপ এবং দেবমাতা অদিতি এই পর্ব্বতস্থিত আশ্রমে তপস্যা করেন।"

রাজা শ্রবণমাত্র বলিলেন, "যখন এত নিকট দিয়া যাইতেছি, তখন ভগবান্ ও ভগবতীকে দর্শন না করিয়া যাওয়া কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়। চলুন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া যাই।"

মাতলি বলিলেন, "উত্তম সঙ্কল্প! চলুন।"

তখন উভয়ে হেমকূটে অবতীর্ণ হইলেন। মাতলি কশ্যপের নিকট রাজার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য গমন করিলে রাজা তপোবনদর্শনার্থ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কণ্বাশ্রমে প্রবেশের সময় একবার যেমন তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইয়াছিল, এখানেও আর একবার সেইরূপ হইল। কিন্তু রাজা নিজের বাহুকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "বাহো! কেন আর বৃথা স্পন্দিত হইতেছ? নিজের সুখ নিজে বিসর্জ্জন দিলে দুঃখ ভিন্ন আর কি লাভ হইতে পারে?" রাজা পূর্ব্বে কণ্বাশ্রম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন সেখানে

কি প্রশান্ত, কি পবিত্র ভাব বর্ত্তমান! যে সকল বস্তুর কামনায় সাধারণ তপস্বিগণ তপশ্চর্য্যা করেন, সেখানে তাহা লাভ করিয়াও ঋষিগণ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। অভীষ্টপ্রদ কল্পবৃক্ষের বনে বাস করিয়াও তাঁহারা কেবলমাত্র বায়ুসেবনে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। স্বর্ণপদ্মরেণু-সুরভিত সলিলে স্নান, রত্নশিলাতলে অবস্থান, এবং দিব্যাঙ্গনাগণের সঙ্গে বাস করিয়াও তাঁহারা তথায় অবিকৃতচিত্তে তপশ্চরণ করিতেছিলেন। মাতলি সত্যই বলিয়াছিলেন, যাঁহারা যেরূপ মনস্বী, তাঁহাদের মনোবৃত্তিও সেরূপ ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজা আশ্রম দর্শন করিতেছেন, এমন সময় "বাছা! এত চঞ্চল হয়োনা।" বামাকণ্ঠনিঃসৃত এই কথা কয়টী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি কৌতূহলী হইয়া সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন একটী সুকুমারতনু বালক একটী সিংহশিশুকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, আর দুইজন তপস্বিনী তাহার হস্ত হইতে সিংহশিশুটীকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। বালকটী দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই সবল। তাহার চম্পকনিন্দিত বর্ণ, আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন, কাকপক্ষবৎ কুন্তল, সুগঠিত বলিষ্ঠ অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ দেখিয়া রাজা মোহিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, একবার তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন, কিন্তু অপরিচিতের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য নয় ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন। এই সময় বালক সিংহশিশুর মুখ ধরিয়া বলিল, "অরে সিঙ্গীর বাচ্ছা! একবার হাঁ কর্, আমি

তোর দাঁত গুলো গুন্‌বো।" তাপসীরা দেখিলেন, বালক সিংহ-শিশুটীর প্রতি ক্রমেই অধিক বল প্রকাশ করিতেছে। তখন তাঁহারা তাহার হস্ত হইতে শাবকটীকে উদ্ধার করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। একজন অপরকে বলিলেন, "এ সহজে কথা শুনিবে না, আশ্রম হইতে ইহার জন্য একটী খেলনা লইয়া এস, যদি তাহা লইয়া ভোলে।" এই কথা শুনিয়া একজন আশ্রমে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেই সময় বালক সিংহশিশুটীকে আরও অধিক বলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া প্রথম তপস্বিনী বলিলেন, "এখানে কি কোন ঋষিকুমার কি অপর কেহ নাই যে, এই দুর্বিনীতের হস্ত হইতে সিংহশিশুটীকে রক্ষা করে।" রাজা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, অগ্রসর হইয়া, বালকটীর হস্ত হইতে সিংহশিশুটীকে মোচন করিলেন। বালকের স্পর্শে তাঁহার সর্ব্বশরীর আনন্দে কণ্টকিত হইল; তিনি, হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অমৃতসিক্ত হইল। তিনি ভাবিলেন, পরের সন্তানকে কোলে লইয়া যদি এত তৃপ্তি, তবে নিজের সন্তানকে কোলে লইলে না জানি আর ও কত তৃপ্তি হয়। হায়! আমি যদি প্রিয়াকে ত্যাগ না করিতাম, তবে আমিও এমনই সন্তানলাভে কৃতার্থ হইতাম।

বালক এতক্ষণ যেরূপ অবিনয় দেখাইতেছিল, রাজার নিকট তাহা না দেখাইয়া, স্থির হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাজা তাহাকে বলিলেন "ঋষিকুমার! এ অবিনয়ের স্থান নয়; এরূপ অশিষ্ট হইও না।"

তাপসী শুনিয়া বলিলেন, "ভদ্র! এটী ঋষিকুমার নয়, ক্ষত্রিয়-কুমার।"

ক্ষত্রিয়কুমার শুনিয়া রাজার কৌতূহল জন্মিল। তিনি বলি-

লেন "ভগবতি! কি বলিলেন? এটী ক্ষত্রিয়কুমার? কোন বংশে ইহার জন্ম?"

তাপসী বলিলেন "পুরুবংশে।"

রাজা চমকিত হইলেন, ভাবিলেন তবে কি আমার আশা একেবারেই অমূলক নয়? অথবা পুরুবংশীয় বহু রাজাই ত বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন, এটী তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও সন্তান হইতে পারে। ভাল, আরও জিজ্ঞাসা করি; এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আর্য্যে! এই আশ্রম দেবভূমি, মনুষ্য হইয়া এ বালক এখানে কিরূপে আসিল?"

তাপসী। "ইহার মাতা অপ্সরা-সম্বন্ধে এখানে আসিয়া ইহাকে প্রসব করিয়াছে।"

রাজার হৃদয় আরও উদ্বেল হইল; তিনি বলিলেন "ইহার পিতার নাম কি?". তাপসী বিরক্তির সহিত বলিলেন, "কে সেই ধর্ম্মপত্নী-ত্যাগী পাপাত্মার নাম লইবে?"

রাজা মনে করিলেন, সকলই ত আমার সহিত মিলিতেছে। কিন্তু বিধাতার কি এত দয়া হইবে যে, আমার আশা সফল হইবে? না, আমি পাপী তাই এই মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইতেছি। এই সময় দ্বিতীয়া তাপসী আশ্রম হইতে একটী মৃন্ময় ময়ূর লইয়া আসিয়া বালককে বলিলেন, "সর্ব্বদমন! দেখ কেমন শকুন্তলাবণ্য।" "শকুন্তলাবণ্য" এই কথা দুইটী বলিতে শকুন্তলা এই শব্দটী উচ্চারিত হইয়াছিল। শুনিবামাত্র বালক ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কই! আমার মা কই?

তাপসী রাজাকে বলিলেন, "ইহার মাতার নাম শকুন্তলা। শকুন্তলাবণ্য শব্দে মাতার নাম উচ্চারিত শুনিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে।"

রাজা ভাবিলেন "হৃদয়! এখন তুমি আশা করিতে পার। এত সাদৃশ্য নিরর্থক হইতে পারে না। কিন্তু এ বালক শকুন্তলার পুত্র হইলে শকুন্তলা আজ কোথায়? আমার এমন কি পুণ্য আছে যে, আমি আবার শকুন্তলাকে দেখিতে পাইব?"

এই সময় প্রথমা তাপসী দেখিতে পাইলেন যে, সিংহশিশুকে আকর্ষণের সময়, বালকের বাহু হইতে রক্ষাকবচটী খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সর্ব্বদমন! তোমার রক্ষাকবচ?"

রাজা তাহা নিকটে পতিত দেখিয়া উঠাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দেখিয়া তাপসীরা ব্যগ্র হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "স্পর্শ করিবেন না, স্পর্শ করিবেন না।"

কিন্তু তাঁহাদিগের কথা শুনিবার পূর্ব্বেই রাজা তাহা উঠাইয়াছিলেন। তিনি তাপসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কবচ উঠাইতে আমায় এত নিষেধ করিলেন কেন?"

তাঁহারা বলিলেন, "কেবল মাতা, পিতাই এই কবচ স্পর্শের অধিকারী। অপর কেহ স্পর্শ করিলে ইহা সর্প হইয়া তাঁহাকে দংশন করে।"

রাজা বলিলেন, "আপনারা এরূপ ঘটনা কখনও স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কি?"

তাঁহারা বলিলেন "একবার নয়, বহুবার।"

শুনিয়া রাজা শান্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রাজার ভাবভঙ্গী এবং তাঁহার আকৃতির সহিত সর্ব্বদমনের আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া তাপসীগণ পূর্ব্ব হইতেই নানারূপ কল্পনা করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে রক্ষাকবচ তুলিয়া দিতে দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা শকুন্তলাকে এই বৃত্তান্ত বলিবার জন্য আশ্রমাভিমুখে ধাবিতা হইলেন। রাজা

সর্ব্বদমনকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন। তাপসীরা চলিয়া যাইলে বালক তাঁহাকে বলিল, "আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি মা'র কাছে যাই।"

রাজা বলিলেন, "পুত্র! আমার সঙ্গেই যাইবে।"

বালক বলিল, "দুষ্যন্ত আমার পিতা, তুমি নও।"

রাজা একটু হাসিলেন, ভাবিলেন, এ দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে।

এই সময় তাপসীদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শকুন্তলা তথায় আগমন করিলেন। শকুন্তলা দুষ্যন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইলে তাঁহার জননী মেনকা তাঁহাকে, অদৃশ্য ভাবে গ্রহণ করিয়া, অপ্সরাভূমি হেমকূটে আনয়ন করিয়াছিলেন। শকুন্তলা তদবধি তথায়, অবস্থান করিয়া, কঠোর তপস্যায় দিনপাত করিতেছিলেন। রাজা দূর হইতে শকুন্তলাকে দেখিতে পাইলেন। এই কি সেই শকুন্তলা? যিনি একদিন তরুণারুণ-করে স্ফুটনোন্মুখী নলিনীর ন্যায় কণ্বের আশ্রম-সরোবর শোভাময় করিয়াছিলেন, যাঁহার মুখপদ্মের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর পুষ্পিতা লতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবিত হইয়াছিল, যাঁহার লোভনীয় যৌবন-শ্রী বাসন্ত কুসুমের শোভাকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিকসিত হইয়াছিল, এবং দুষ্যন্ত যাঁহাকে দর্শন করিয়া অখণ্ড পুণ্যের ফল স্বরূপ গণনা করিয়াছিলেন, এই কি সেই শকুন্তলা? শকুন্তলার মুখ বিশুষ্ক, কপোল ও অধর পাণ্ডুবর্ণ, মস্তকের কেশ রুক্ষ ও একবেণীবদ্ধ, পরিধানে ধূসর বর্ণের বসন। অবিরাম বিরহ-ব্রত-পালনে তাঁহার মূর্ত্তি মলিন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দুষ্যন্ত তখন রূপযৌবনাঢ্যা, উপভোগক্ষমা শকুন্তলাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন না; তিনি তখন তপঃক্ষয়িতলাবণ্যা, সহধর্ম্মিণী শকুন্তলাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি

প্রথম দর্শনদিনের স্তায় অতৃপ্ত নয়নে শকুন্তলাকে দেখিতে লাগিলেন। দুষ্যন্তেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। দারুণ অনুতাপানলে তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ অঙ্গারবৎ মলিন এবং তাঁহার সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ বপু কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল। উভয়েই উভয়কে দর্শন করিয়া যুগপৎ ব্যথিত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদিগের মনে কি ভাব হইল, তাহা কে বর্ণন করিতে পারে? রাজা শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন এখনও তিনি সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি শকুন্তলা। তাঁহার মুখে বিরাগের বা অভিমানের চিহ্ন মাত্র নাই, কেবল নিদারুণ মর্ম্মবেদনা তাঁহার ললাটে গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। শকুন্তলার প্রসন্ন দৃষ্টি রাজার লজ্জা-ভয় ও সঙ্কোচ দূর করিল। তিনি শকুন্তলার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! আমার মোহ হইয়াছিল, নচেৎ আমি এমন আত্মবিস্মৃত হইব কেন? তুমি আমায় ক্ষমা কর!" সতীর কি কখনও পতির উপর অভিমান স্থায়ী হইতে পারে? রাজার কথা শ্রবণমাত্র শকুন্তলার সকল ক্ষোভ দূর হইল। তিনি রাজার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! আপনার দোষ নাই; আমারই পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতের ফল, নতুবা আপনার স্তায় মহানুভব আমায় বিস্মৃত হইবেন কেন?"

এই সময় বালক সর্ব্বদমন মাতাকে বলিল "মা! এ কে?"

শকুন্তলা বলিলেন, "বাছা! আমি কি বলিব, নিজের অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।"

রাজার হস্তে সেই অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক ছিল। শকুন্তলা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! এই সেই অঙ্গুরীয়ক।"

রাজা বলিলেন "হাঁ প্রিয়ে! এই অঙ্গুরীয়ক পুনর্ব্বার তুমি রাখ, যেন আর কখন তোমার হস্ত হইতে বিচ্যুত না হয়।"

শকুন্তলা বলিলেন, "আমি আর উহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না; অই ত যত সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ও অঙ্গুরীয়ক আপনার হস্তেই থাকুক।"

এই সময় মাতলি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজা ও শকুন্তলাকে একত্র দর্শন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আপনি সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ভগবান্ কশ্যপ এবং ভগবতী অদিতি আপনার আগমন-সংবাদে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন; চলুন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউন।"

রাজা শকুন্তলাকে বলিলেন, "প্রিয়ে! চল, একসঙ্গে ভগবান্ ও ভগবতীকে গিয়া দর্শন করি।"

তখন সকলে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; সর্ব্বদমন মাতার অঙ্গুলি ধারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভগবান্ কশ্যপ এক কল্পবৃক্ষমূলে শিলাতলে আসীন ছিলেন; তাঁহার বামে অদিতি। বয়োধর্ম্মে উভয়েরই শরীর জরাগ্রস্ত ও শিথিল হইয়াছিল, তথাপি এক অপূর্ব্ব পুণ্যজ্যোতি তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। মহর্ষি সহধর্ম্মিণীকে পতিব্রতাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। রাজা ও শকুন্তলা এক সঙ্গে যাইয়া প্রণাম করিলে ঋষিদম্পতী তাঁহাদিগকে যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরস্পর কুশল-প্রশ্নের পর রাজা বলিলেন "ভগবন্! আমি শকুন্তলা সম্বন্ধে আপনার এবং তাত কণ্বের নিকট মহা অপরাধী আছি। কি জন্য আমার এরূপ মতিভ্রম হইয়াছিল বলিতে পারি না; আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

মহর্ষি বলিলেন, "বৎস! তোমার বিন্দুমাত্র অপরাধ নাই। কিজন্য তোমার সেরূপ স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল, তুমি অথবা শকুন্তলা

কেহই তাহা অবগত নও। আমি তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।”

রাজা এবং শকুন্তলা নিস্পন্দ হইয়া মহর্ষির কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি রাজাকে বলিলেন, “বৎস! তুমি তপোবন হইতে হস্তিনানগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে শকুন্তলা, তোমার চিন্তায় নিমগ্না হইয়া, অন্য সকল কার্য্যে অনবধানা হইয়াছিল। কণ্ব তাহার উপর অতিথি-সৎকারের ভার দিয়াছিল, কিন্তু শকুন্তলার তৎপ্রতি দৃষ্টি ছিল না। এই অবস্থায় একদিন স্থূলভকোপ দুর্ব্বাসা আশ্রমে উপস্থিত হইলে শকুন্তলা তাঁহার উপযুক্ত সৎকার করে নাই। তাহাতে কুপিত হইয়া দুর্ব্বাসা এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, “তুমি যাহার চিন্তায় নিমগ্না হইয়া আমাকে অনাদর করিলে, স্মরণ করাইয়া দিলেও, সে তোমাকে স্মরণ করিবে না।” শকুন্তলা অন্যমনস্কতা বশতঃ এ কথা শুনিতে পায় নাই, কিন্তু তাহার সখীদ্বয় শুনিয়া বহু অনুনয়, বিনয় করিলে দুর্ব্বাসা, প্রসন্ন হইয়া, শেষে, বলিয়াছিলেন যে, “কোন অভিজ্ঞান দেখিলেই পূর্ব্ব-কথা স্মরণ হইবে।” শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার শাপই তোমার স্মৃতিভ্রংশের কারণ; পরে অঙ্গুরীয়ক-দর্শনে সমস্ত স্মরণ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তোমার কোনও অপরাধ নাই।”

শকুন্তলার ও রাজার বক্ষস্থল হইতে যেন পর্ব্বতপ্রমাণ ভার অপসারিত হইল। উভয়েই দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন; উভয়েরই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল।

মহর্ষি শকুন্তলাকে বলিলেন, “বৎসে! এ সংসারে আমাদিগের কর্ত্তব্য বহুবিধ; কোন কোন সময় সেই সকল কর্ত্তব্য পরস্পর বিরোধী। তাহাদিগের সামঞ্জস্যেই সুখ, অসামঞ্জস্যেই দুঃখ। তুমি যে, পতিচিন্তায় নিমগ্না হইয়া, আশ্রমীর প্রথমধর্ম্ম অতিথি-

সেবায় পরাঙ্মুখী হইয়াছিলে, তাহাই তোমাদিগের উভয়ের ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। এক্ষণে তোমাদিগের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; যাও, উভয়ে, মিলিত হইয়া, অবিচ্ছিন্ন সুখে ধর্ম্মাচরণ কর। আমি কণ্বকে এই সুসংবাদ প্রেরণ করিতেছি।”

অদিতিও শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “বৎসে! তোমার জন্য প্রার্থনা করিবার কিছু নাই। তোমার স্বামী ইন্দ্র-সদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শচীসদৃশী হও।”

দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা ঋষিদম্পতীকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বদমনকে সঙ্গে লইয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক, তাঁহারা হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং উভয়ে ধর্ম্মে, কর্ম্মে জীবনের অবশিষ্ট কাল পরম সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদমন উত্তরকালে ভরতনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আসমুদ্রহিমাচল আর্য্যভূমি তাঁহারই নামানুসারে এক্ষণে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইতেছে।

তৃতীয় আখ্যান।

দময়ন্তী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের মানচিত্রে যে প্রদেশ এক্ষণে বেরার নামে পরিচিত প্রাচীনকালে তাহা বিদর্ভ নামে অভিহিত হইত। বিদর্ভে ভীম নামে এক প্রজাবৎসল নরপতি রাজত্ব করিতেন। কুণ্ডিননগরী তাঁহার রাজধানী ছিল।

বিদর্ভ ধনধান্যে ভারতবর্ষের মধ্যে অতুলনীয়; এমন শস্য নাই, যাহা বিদর্ভে উৎপন্ন না হয়। বৎসরের মধ্যে যখনই ইহার শস্য-ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তখনই নয়ন স্নিগ্ধ হয়; বিশেষতঃ শরৎকালে ইহার শস্যক্ষেত্রের শোভার তুলনা হয় না। শ্যামাঙ্গী প্রকৃতি তখন উজ্জ্বল হাস্যে দশদিক উদ্ভাসিত করিতে থাকেন। তাপ্তী, ভদ্রা, পূর্ণা প্রভৃতি স্রোতস্বতী, শতশাখা প্রসারিত করিয়া, বিদর্ভভূমিকে সুজলা, সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। বিদর্ভের অধি-বাসিগণ পরিশ্রমী ও ক্লেশসহিষ্ণু, সেই জন্য বিদর্ভের গৃহে, গৃহে কমলার স্বর্ণাসন প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাজা ভীমের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না; কিন্তু ঐশ্বর্য্য থাকিলে কি হইবে? শূন্যগর্ভ ঐশ্বর্য্য ত মানুষকে কখন সুখী করিতে পারে না। তাঁহার প্রাসাদ মণিমুক্তার প্রভায় সমুজ্জ্বল থাকিত, কিন্তু বাল[illegible] সরল মধুর দৃষ্টিতে তাহা কখনও জ্যোতির্ম্ময় হইত না। গায়ক-গায়িকাগণ সেখানে তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত করিত, কিন্তু শিশুগণের "আধো আধো" কথায় তাহা কখনও মধুময়

হইত না। তাঁহার ভবনে নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত; কিন্তু বালকবালিকাগণের কূর্দনে ও ধাবনে তাহা কখনও প্রমোদময় হইত না। বহু পরিজনের মধ্যেও রাজা ও রাজমহিষী তথায় দিবারাত্র নির্জ্জনতা অনুভব করিতেন; কতবার তাঁহাদিগের মনে হইত, এ শূন্য প্রাসাদবাসের অপেক্ষা অরণ্যবাস শ্রেয়ঃ।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে দমন নামে এক মহর্ষি রাজা ভীমের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে রাজমহিষী স্বয়ং তাঁহার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন। রাজদম্পতীর ভক্তি ও সেবায় প্রীত হইয়া বিদায়গ্রহণের সময় তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার এবং রাজমহিষীর ভক্তিতে পরম প্রীত হইয়াছি। আমার বরপ্রভাবে আপনি তিনটী পুত্র এবং একটী কন্যারত্ন লাভ করিবেন।"

যথাকালে রাজমহিষী ক্রমে তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিলেন। মহর্ষি দমনের অনুগ্রহে জাত বলিয়া রাজা পুত্রদিগের নাম রাখিলেন দম, দান্ত ও দমন এবং কন্যার নাম রাখিলেন দময়ন্তী। কুমারদিগকে এবং কন্যাটীকে দেখিয়া রাজা ও রাজমহিষী আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন।

বিদর্ভের রাজকুমারীগণ রূপগুণের জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধা ছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রাদেবী এই বিদর্ভরাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুরাজবধূ কুসুমপেলবা ইন্দুমতী এবং লক্ষ্মী-স্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীও বিদর্ভরাজবংশসম্ভূতা। সুতরাং দময়ন্তী যে রূপগুণে অপর রাজকুমারীদিগকে অতিক্রম করিবেন, তাহা কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বিদর্ভদেশের শতায়ু প্রাচীনগণও বলিতেন, "এমন মেয়ে এ বংশে আর কখন জন্মে নাই।"

দময়ন্তী ক্রমে যৌবনসীমায় উপনীতা হইলে রাজা তাঁহার বাসের জন্য অন্তঃপুরের মধ্যে এক স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দময়ন্তী তথায় সমবয়স্কা সখীগণের সঙ্গে আনন্দে বাস করিতেন। তিনি কখনও অন্তঃপুরমধ্যস্থ সরোবরে জলক্রীড়া করিতেন, কখনও উপবনে বিহার করিতেন এবং কখনও দেবালয়ে বসিয়া শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিতেন। দময়ন্তীর সখীগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী ছিলেন; সঙ্গীতে, নৃত্যে এবং সদালাপে তাঁহারা সর্ব্বদা দময়ন্তীর চিত্তবিনোদন করিতেন।

রাজসংসারে ধনবান, বলবান, পুণ্যবান নানা জনের কথা আলোচিত হইয়া থাকে। কোথায় কোন্ ধনাঢ্য ব্যক্তি এক অনুপম বিহারোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন, কে কোন্ সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব বা হস্তী বহু মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন, কোন্ রাজপুত্র অস্ত্রপরীক্ষায় অপর সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন এবং কোথায় কোন্ রাজা আপনার সর্ব্বস্ব যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছেন, রাজান্তঃপুরবাসিনী-গণ সর্ব্বদা তাহা লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। অন্যান্য সকলের মধ্যে একজনের নাম সর্ব্বদা দময়ন্তীর কর্ণগোচর হইত। অতি মহৎ কার্য্য হইতে সাধারণ কার্য্য পর্য্যন্ত বহু বিষয়ে লোকে তাঁহার ন[illegible] করিত। যদি কোন ব্রহ্মপরায়ণ, বেদ-বেদান্তবিৎ রাজার প্রসঙ্গ হইত, রাজপুরোহিত অমনি বলিতেন, "এক নিষধরাজ নল ভিন্ন ক্ষত্রিয়কুলে কেহই ইঁহার সমকক্ষ নহেন।" যদি কোন রাজার সত্যনিষ্ঠার কথা উঠিত, তবে বক্তা বলিতেন, "রাজ্যহিতের জন্য দুই একটী মিথ্যা বাক্য না বলেন, এরূপ রাজা দুর্ল্লভ; শুনিয়াছি, একমাত্র রাজা নলই কখনও কাহার সঙ্গে মিথ্যাচরণ করেন না।" আবার যদি কোন সারথিকে তাহার কার্য্যের ত্রুটীর জন্য তিরস্কার করা হইত, সে অমনি বলিত "আমি মহারাজ নলের সারথ্য-কার্য্য

করিয়াছি, মহারাজ স্বয়ং আমাকে অশ্বচালনা শিক্ষা দিয়াছেন।” রাজ্ঞী যদি কোন নূতন সূপকারকে অত্যধিক বেতন চাহিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন, সে অমনি বলিত, “আমি বহুদিন নিষধাধিপতি নলের প্রধান পাচক ছিলাম, মহারাজ স্বয়ং আমাকে পাককার্য্যে শিক্ষা দিয়াছেন, যদি আমি আপনাকে এবং মহারাজকে তুষ্ট করিতে না পারি, আমায় এক কপর্দ্দকও বেতন দিবেন না।”

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দময়ন্তী ভাবিতেন, এই যে সর্ব্বজন-পূজ্য মহাপুরুষের নাম এতদিন শুনিয়া আসিতেছি, ইনি কে? ব্রহ্ম-বিদের নাম করিতে হইলে লোকে ইঁহার নাম করে, প্রজারঞ্জক রাজা বলিলে ইঁহার নাম অগ্রে উল্লিখিত হয়; আবার সূপকার ইঁহার নিকট পাককার্য্য শিক্ষা করিয়াছি বলিতে গৌরব বোধ করে; এই সর্ব্বগুণান্বিত পুরুষ কে? ইনি কি ইতিহাসোক্ত কোন প্রাচীন কালের ব্যক্তি না অধুনাতন কালের কোন পুরুষ? দময়ন্তী ভাবিতেন, ইনি যিনিই হউন, আমার নমস্য। এইরূপে নলকে না দেখিয়া, কেবল লোকমুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া, দময়ন্তী তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখিলেন।

একদিন রাজান্তঃপুরে এক তপস্বিনী আসিলেন। তিনি আজন্ম-ব্রহ্মচারিণী, বেদবেদাঙ্গে পারদর্শিনী এবং তপোবলে অগ্নি-শিখার ন্যায় তেজস্বিনী। তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাজা ভীমের ও রাজমহিষীর ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিতে আসিয়া-ছিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া রাজাবরোধবাসিনীগণ দেবালয়ের অঙ্গনে সম্মিলিতা হইলেন। তপস্বিনী তাঁহাদিগের নিকটে আপনার তীর্থপর্য্যটনের কথা বলিতে লাগিলেন। উত্তরে

হিমাচলের যে চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গে ভগবতী মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহার নামানুসারে এখনও গৌরী-শৃঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে যেখানে ভগবতীর কুমারীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, মহাসমুদ্র ফেন-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া অবিরাম যথায় দেবীপূজা করিতেছে, সেই মহাতীর্থ পর্য্যন্ত ভারতের বহুতীর্থের কথা তিনি বলিলেন। বিস্মিতা পুরবাসিনীগণ মুগ্ধচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে তপস্বিনীদেবীকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। কেবল রাজ্ঞী, দময়ন্তী এবং তাঁহাদিগের দুই একজন অনুচরী তথায় রহিলেন। তপস্বিনী দময়ন্তীকে লক্ষ্য করিয়া রাজ্ঞীকে বলিলেন :—

"বৎসে! এই যে সর্ব্বসুলক্ষণা কুমারীকে দেখিতেছি, এটী তোমার কে?"

রাজ্ঞী বলিলেন "এটী আমার কন্যা, মহর্ষি দমনের বরপ্রভাবে আমি এটীকে পাইয়াছি, তাই ইহার নাম রাখিয়াছি দময়ন্তী।"

মাতার ইঙ্গিতে দময়ন্তী তপস্বিনীকে প্রণাম করিলে তিনি রাজ্ঞীকে বলিলেন, "বৎসে! তুমি ভাগ্যবতী, তাই এমন কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছ। এই কন্যার গুণে তোমার বংশ চিরস্মরণীয় হইবে। কন্যাটী দেখিতেছি বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, কোথাও বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ কি?"

রাজ্ঞী। "না মা! এখনও সম্বন্ধ স্থির হয় নাই। একটীমাত্র মেয়ে, কোথায় কার হাতে দিব, সেই চিন্তায় মহারাজা এবং আমি দুইজনেই, সর্ব্বদা, উদ্বিগ্ন আছি।"

তপস্বিনী। "বৎসে! তোমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র একটী আমি বলিতে পারি। আমি নানা দেশ দেখিয়াছি; বহু রাজা

ও রাজপুত্রের সহিত আমার পরিচয় আছে। কিন্তু কুলে, শীলে, ধনে, জ্ঞানে এ কন্যার উপযুক্ত সেই একমাত্র রাজকুমার আমার লক্ষ্য হইয়াছে।"

রাজ্ঞী উৎসুক হইয়া বলিলেন, "মা! সেটী কে?"

তপস্বিনী। "বীরসেনের পুত্র নিষধদেশের রাজা নল।"

রাজ্ঞী। "আমরাও তাঁহার নাম সর্ব্বদা শুনিতে পাই, কিন্তু পাছে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, এই আশঙ্কায় মহারাজ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন নাই।"

তপস্বিনী। "বৎসে! যিনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যিনি সংসারধর্ম্ম পালন করিতে চান, তিনি তোমার এ কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। তোমার এই কন্যাটী কেবল রূপবতী নয়, ইহার মুখে আমি যে পবিত্র ভাব দেখিতেছি, সমাধিকালে, কেবল ভগবতীতে মাত্র আমি তাহা দর্শন করি।"

রাজ্ঞী। "দেবি! আমার নিজের কন্যা, কোন প্রশংসা কর্ত্তব্য নয়; কিন্তু এমন সুশীলা, ভক্তিমতী বালিকা আমি প্রকৃতই আর দেখি নাই।"

তপস্বিনী। "আমি তোমার এখান হইতে নিষধরাজ্যে যাইব, পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ ইচ্ছা আছে। নলের সহিত আমার পরিচয় আছে। যদি তোমার অসম্মতি না থাকে, আমি তোমার কন্যার বিষয় সেখানে কথাচ্ছলে বলিতে পারি।"

রাজ্ঞী। "আপনি যাহা উচিত মনে করিবেন, তাহাতে কি আমার অসম্মতি হইতে পারে? যদি আপনার কৃপায় আমার দময়ন্তী সুপাত্রে পড়ে, তাহা হইলে ত আমরা কৃতকৃতার্থ হই।"

তপস্বিনী। "তবে আমি বিদায় গ্রহণ করি। আগামী প্রভাতে আমি নিষধাভিমুখে যাত্রা করিব।"

রাজ্ঞী ও দময়ন্তী তপস্বিনীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

সেই দিন হইতে দময়ন্তীর হৃদয়ে এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এতদিন যিনি তাঁহার ভক্তির পাত্র ছিলেন, এখন তিনি অনুরাগের পাত্র হইলেন। যাঁহাকে কেবল উদ্দেশে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াই তাঁহার তৃপ্তি হইত, এখন তাঁহাকে দর্শনের জন্য তাঁহার হৃদয় উৎসুক হইল। দময়ন্তী জানিলেন, নল কোন ইতিহাস-বিশ্রুত অতীতকালবর্ত্তী পুরুষ নহেন; তাঁহারই সমকালবর্ত্তী। সেই সঙ্গে তাঁহার ইহাও মনে হইল যে অব্যর্থবাদিনী তপস্বিনী দেবী বলিয়াছেন, নলই কেবল তাঁহার উপযুক্ত পতি; পিতামাতারও নলের হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিতে আপত্তি ছিল না। সুতরাং এ অবস্থায়, বয়োধর্ম্মে, যে ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, নলের সম্বন্ধে দময়ন্তীরও মনে সেই ভাব জন্মিল। নলকে দর্শনের এবং নলের কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণের জন্য তিনি অভিলাষিণী হইলেন। ক্রমে নল-চিন্তা অজ্ঞাতভাবে তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিল। অন্য কথাতে আনন্দ হইত না, অন্য চিন্তাতে তৃপ্তি বোধ হইত না; দময়ন্তী সম্পূর্ণরূপে নলগতপ্রাণা হইলেন। তিনি কেবলই ভাবিতেন, "হায়! মানুষ মানুষকে না দেখিয়া কি এত ভালবাসিতে পারে! কিন্তু আমি যাঁহার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তিনি কি একবারও আমার কথা স্মরণ করেন? হয় ত তিনি আমার নামও শুনেন নাই; আমি এ কি করিলাম?

কবিগণ বলেন, বিরহে প্রেমিক প্রেমাস্পদের সহিত তন্ময় হইয়া যায়। দময়ন্তী প্রত্যেক পদার্থে নলকে দেখিতেন, প্রত্যেক শব্দে নলের ভাষা শ্রবণ করিতেন। কেবল তাহাই নয়, কেহ অন্য কথা বলিলেও তাঁহার বোধ হইত, নলেরই প্রসঙ্গ হইতেছে। মনের সেই অবস্থায় একদিন তিনি অন্তঃপুরস্থিত উপবনে একটী বিচিত্র-

দেহ হংসকে ধৃত করিলেন। হংস প্রাণভয়ে আপনার স্বাভাবিক ভাষায় কি উক্তি করিল। দময়ন্তী ভাবিলেন, হংস তাঁহাকে নলের কথা বলিতেছে। তিনি দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে হংস কলধ্বনি করিতে করিতে উত্তর দিকে ধাবিত হইল। দময়ন্তী ভাবিলেন, হংস তাঁহার কথা বলিবার জন্য নিষধদেশে যাইতেছে।

এদিকে তপস্বিনী দেবীর মুখে দময়ন্তীর রূপ, গুণের কথা শ্রবণ করিয়া নলও দময়ন্তী-গতপ্রাণ হইয়াছিলেন। স্বভাবতঃ ধীর ও সংযতচিত্ত হইলেও তাঁহার কার্য্যকলাপে তাঁহার অন্তর্গত ভাব ব্যক্ত হইত। বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী দেখিতেন যে, রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অন্যমনস্ক; কোন জটিল প্রশ্নের মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারেন না। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় না; সেই জন্য কোন কোন দিন হোমবেলা অতিক্রান্ত হইয়া যায়। তিনি কখনও প্রাসাদ-শিখরে একা বসিয়া চন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকেন, কখনও বা অকারণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার স্বভাবতঃ সুন্দর মুখে কালিমা পড়িতেছিল, এবং তিনি দিন দিন কৃশ হইতেছিলেন। তাঁহার দর্পণ-মসৃণ ললাটে চিন্তার রেখা এবং তাঁহার সুচারু কপোলে অশ্রুকলঙ্ক লক্ষিত হইত। মন্ত্রী ভাবিতেন "এ সকলইত অনুরাগ লক্ষণ? কিন্তু নির্জ্জিতেন্দ্রিয় মহারাজের পক্ষে পরস্ত্রীচিন্তা ত সম্ভবপর নয়, তবে মহারাজ যাঁহার প্রতি অনুরাগী সেই ভাগ্যবতী কুমারী কে?" কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অথচ নলকে দিন দিন রাজকার্য্যে উদাসীন দেখিয়া, মন্ত্রী উদ্বিগ্ন হইলেন।

তপস্বিনীদেবী নলের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, রাজা ভীম রাজমহিষীর মুখে তাহা অবগত হইলেন। কিন্তু নলকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়াও তিনি তাঁহার নিকট কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিলেন না। তিনি মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে!

যাচকরূপে কন্যাদানের জন্য প্রার্থী .হওয়া আমাদের কুলাচারবিরুদ্ধ। আমাদিগের বংশের কুমারীগণকে অপর রাজা ও রাজপুত্রগণ বিবাহার্থ প্রার্থনা করিবেন, ইহাই আমাদিগের কৌলিক নিয়ম। সুতরাং আমি কোথাও প্রার্থী হইতে পারিব না। তবে আমি এক কার্য্য করিব। আমি দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিয়া ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজাকে সেই স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণ করিব। নল যদি দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হন, তবে অবশ্যই এখানে উপস্থিত হইবেন, আর যদি উপস্থিত না হন, তবে তাঁহার নিকট কামনা করা বৃথা। সভাস্থ অপর রাজাদিগের মধ্যে দময়ন্তী যাঁহাকে মনোনীত করিবে, আমরা তাঁহাকেই কন্যা দান করিব।”

রাজ্ঞী এ প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। তখন ভীম সভাসদ্দিগকে স্বয়ম্বরের বিপুল আয়োজনের জন্য আদেশ দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজকুমারীর স্বয়ম্বরের কথা নগর মধ্যে ঘোষিত হইল। পুরবাসীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। স্বয়ম্বর-ব্যাপার বহু বর্ষের মধ্যে কচিৎ কখনও সংঘটিত হয়, সুতরাং সাধারণ জনগণ উৎসুকচিত্তে স্বয়ম্বর দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ক্রমে কুণ্ডিননগরী স্বয়ম্বরাহুত রাজবৃন্দে ও রাজানুচরগণে পূর্ণ হইতে লাগিল। নগরীর অদূরবর্ত্তী প্রান্তরসমূহে সহস্র সহস্র শিবির সন্নিবেশিত হইল; অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত এবং সৈনিকগণের কোলাহলে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গৃহে গৃহে পতাকা উড্ডীন এবং পথে পথে তোরণসমূহ নির্ম্মিত হইল। বণিকগণ আপনাদিগের বিপণী নানা জাতীয় দ্রব্যসমূহে এবং দীপমালায় সজ্জিত করিল। ক্রমে সমস্ত নগরী যেন অপূর্ব্ব উৎসববেশে সুশোভিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ স্বয়ম্বরের দিন। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত পথে দুর্ভেদ্য জনতা। নিমন্ত্রিত রাজগণ হস্তী, অশ্ব এবং রথে আরোহণ করিয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছেন। তাঁহাদিগের যান, বাহন এবং বেশ-ভূষা নাগরিকদিগের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। কাহার হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, কাহার অশ্ব কিরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত, কাহার উষ্ণীষ বা কণ্ঠাভরণ কিরূপ মূল্যবান, এই লইয়া নাগরিকগণ তর্কবিতর্ক করিতেছেন। বাতায়ন-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পুরাঙ্গনাগণ পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। সেই সঙ্গে দুই এক জন গলিতদন্ত, শুভ্রকেশ বিবাহার্থী রাজাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগের রহস্যালাপ চলিয়াছে। প্রহরীগণ বেত্র হস্তে অতি কষ্টে শান্তি রক্ষা করিতেছে। প্রাসাদের সম্মুখস্থিত সমভূমিতে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দারু ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপর বিশাল চন্দ্রাতপ প্রসারিত হইয়াছে। স্তম্ভগুলি নানাজাতীয় পত্র, পুষ্প ও মাল্যে সুশোভিত। স্বয়ম্বরের স্থানটীকে সমরেখায় বিভক্ত করিয়া প্রশস্ত পথসমূহ চলিয়া গিয়াছে; পথ সুগন্ধ বারিসেবিত এবং ধূলিহীন। তাহার উভয় পার্শ্বে সুখারোহণযোগ্য মঞ্চের শ্রেণী। নিমন্ত্রিত রাজগণ, বিচিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, তাহাতে উপবেশন করিয়াছেন। নানাজাতীয় পুষ্পের সৌরভে এবং ধূপগন্ধে সভাস্থল আমোদিত হইতেছে। সুবেশ, সুকুমার কিঙ্করগণ, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজন এবং চামর লইয়া, মঞ্চস্থ রাজগণকে ব্যজন করিতেছে। প্রাসাদ দ্বার হইতে মঙ্গলবাদ্য শ্রুত হইতেছে। কতক্ষণে কন্যা স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিবেন, এইজন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

এদিকে অন্তঃপুরে দময়ন্তী, স্বয়ম্বরযোগ্য বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া, মাতার চরণে প্রণামপূর্ব্বক, সভাপ্রদর্শনকারিণী ধাত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং এক পরম রূপবান, সুবেশ যুবা পুরুষ অন্যের অলক্ষিত-ভাবে তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে কক্ষ উজ্জ্বল হইল। বিস্মিতা দময়ন্তী দেখিয়া ভাবিলেন, মনুষ্যদেহে ত এমন রূপ সম্ভব নয়, ইনি নিশ্চয় কোন দেবকুমার হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি আগন্তুককে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। আগন্তুক, দময়ন্তীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী বলিলেন—"আপনি কে? কন্যান্তঃপুরে অপরিচিত পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ইহা কি আপনি অবগত নহেন?"

আগন্তুক বলিলেন—"রাজকুমারি! আমি দেবগণের আদেশ-ক্রমে আপনার নিকট আসিয়াছি। দেবাদেশবাহকের কোন স্থানে গমনই দোষাবহ নয়। আমার বক্তব্য শেষ হইলেই আমি স্বস্থানে প্রতিগমন করিব।"

দময়ন্তী। দেবগণের যদি আমার প্রতি কোন আদেশ থাকে, বলুন।

আগন্তুক। "দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, যম এবং বরুণ, আপনার অনুপম রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া, এই স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে জানাইয়াছেন যে, আপনি তাঁহা-দিগের মধ্যে এক জনকে পতিরূপে বরণ করুন। কখনও কোন মানবী যে সুখ ও যে সৌভাগ্যের অধিকারিণী হন নাই, আপনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন।"

দময়ন্তী। "দূত! দেবগণ আমার পূজনীয়। আমি উদ্দেশে

তাঁহাদিগকে প্রণাম করি ; সামান্যা মানবীর প্রতি অভিলাষ করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের দেবত্বের অবমাননা করিতে চান কেন ?"

আগন্তুক। "সুশীলে! দেবগণ, চিরদিনই, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, গুণের পক্ষপাতী। এই জন্যই দেবরাজ অসুরদুহিতা শচীকে এবং অগ্নিদেব মাহিষ্মতীরাজদুহিতা স্বাহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে আপনিও শচী ও স্বাহার ন্যায় দেবীপদবাচ্যা হইতে পারিবেন। কঠোর তপস্যাতেও যে স্বর্গলাভ দুর্লভ আপনি অবিবেচনায় তাহা ত্যাগ করিবেন না।"

দময়ন্তী। "দূত! অধিক বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আপনি দেবগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, আমি পূর্ব্বেই এক জনকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই আমার স্বয়ম্বরসভায় গমন। দেব, দানব, যিনিই হউন, এক্ষণে অপর কাহাকেও বরণ করিলে আমি সতীধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতা হইব। দেবগণ ধর্ম্মের রক্ষক ; আমি যাহাতে আমার মানসপতিকে প্রাপ্ত হইতে পারি, তাঁহারা আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করুন।"

আগন্তুকের মুখ রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় ম্লান হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারি! আপনি যাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, তিনি কে, তাহা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?"

দময়ন্তী। "আপনি দেবদূত! দেবগণ অন্তর্য্যামী, সুতরাং আপনার নিকট মনের কথা বলিতে ক্ষতি নাই। নিষধদেশের অধীশ্বর নলকে আমি মনে মনে বরণ করিয়াছি।"

আগন্তুকের মুখ নবোদিত দিবাকরের ন্যায় হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন "কল্যাণি! আমি বিদায় লইলাম, আপনার অভিপ্রায় আমি দেবগণকে জানাইব। আমিই নল ; দেবগণের অনুরোধে আমি এই দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছিলাম।"

কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই দেবদূত অদৃশ্য হইলেন; গৃহ অকস্মাৎ অন্ধকারে আবৃত হইল। বিস্মিতা দময়ন্তী ভাবিলেন এ কি স্বপ্ন, না দেবমায়া? সত্যই যদি ইনি নল হন, তবে ইঁহাকে বরণ করিয়া আমার জীবন সার্থক হইবে। এই সময় তাঁহার সখী আসিয়া বলিল, "রাজকুমারি! ধাত্রী বেত্রবতী আপনার জন্য বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে, চলুন।" শুনিয়া দময়ন্তী, ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম করিয়া, স্বয়ম্বরসভার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে শঙ্খনিঃস্বনে ও বামাকণ্ঠনিঃসৃত উলুধ্বনিতে রাজপুরী মুখরিত হইল। বাদ্যকরগণ বাদ্য করিতে এবং বৈতালিকগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। শুভমুহূর্ত্তে দময়ন্তী স্বয়ম্বরসভায় পদার্পণ করিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান রাজা ও রাজপুত্রগণ সেই মহাসভায় আসীন; চতুর্দ্দিকে অসীম জনতা; সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর; দময়ন্তীর হৃদয় কম্পিত হইল, পদদ্বয় যেন বলহীন বোধ হইল। তিনি, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া, ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সভামণ্ডপে প্রবেশের সঙ্গে সহস্র সহস্র নেত্র তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। রাজগণ দেখিলেন, অগ্রে, পশ্চাতে অস্ত্রধারী পুরুষগণ; মধ্যে উজ্জ্বলবেশধারিণী, মাঙ্গলিকদ্রব্যহস্তা কিঙ্করীগণ, তাহাদের মধ্যে স্বয়ম্বরযোগ্য বেশভূষায় সজ্জিতা দময়ন্তী। দময়ন্তীর পরিধান বালারুণ বর্ণের বসন, ললাটে চন্দন-রচনা, কর্ণে, অলকে পুষ্পদাম, করে পুষ্পমাল্য; সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহার অঙ্গের জ্যোতিতে রত্নালঙ্কার মলিন দেখাইতেছিল। দময়ন্তীকে দেখিয়া রাজগণ ভাবিলেন যে, এতদিন পরে, বিধাতার সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি দর্শন করিলাম। সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য দৃষ্টিপাত হইতে অঙ্গক্ষেপ পর্য্যন্ত শারীরিক প্রত্যেক চেষ্টায়

প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। রাজগণ দময়ন্তীর দেহে সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, না জানি কোন্ ভাগ্যবান পুরুষ এই অনুপম কন্যারত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

যে স্থল হইতে সমস্ত সভামণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হয়, দময়ন্তী তথায় উপস্থিত হইলে রাজপুরোহিত দময়ন্তীর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন; "বৎসে! তোমার পিতার আমন্ত্রণে ভারতের প্রধান প্রধান রাজগণ এই সভাস্থলে আগমন করিয়াছেন। এই দেখ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, কোশল, মগধ, কাশী, গান্ধার, অবন্তী, পাঞ্চাল, মদ্র, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের অধিপতিগণ তোমার অনুপম রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া, তোমার পাণিপ্রার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত আছেন। তোমার পিতার ইচ্ছা যে, তুমি ইঁহাদিগের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর। শিক্ষা, সংযম ও ব্রতানুষ্ঠান গুণে তুমি হিতাহিত পরিজ্ঞানে সমর্থা; সেই জন্যই তোমার পিতা তোমার উপর এই ভার দিয়াছেন। প্রবীণ রাজবৈতালিক তোমার নিকট সভাস্থ রাজগণের প্রত্যেকের পরিচয় দিবেন; শ্রবণ করিয়া, এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া, তুমি তোমার উপযুক্ত ভর্ত্তা নির্ব্বাচন কর।"

রাজপুরোহিত এই বলিয়া নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের জনকোলাহল ও বাদ্য স্তব্ধ হইল। দময়ন্তী ধাত্রীর সঙ্গে প্রথমে প্রাগজ্যোতিষপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজবৈতালিক তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। বয়োধর্ম্মে তাহার মস্তকের কেশ শুভ্র এবং শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইয়াছিল। তাহার পরিধান স্বয়ম্বরোচিত চম্পকপুষ্পবর্ণের বস্ত্র, অঙ্গে অশোকপুষ্পবর্ণের উত্তরীয়। ললাটে গোরোচনা ও চন্দনে অঙ্কিত ত্রিপুণ্ড্রক, শিরে বিশাল উষ্ণীষ এবং করে স্বর্ণময় দণ্ড। প্রত্যেক রাজবংশের

বিবরণ ও কার্য্যকলাপ তাহার পরিচিত। বৈতালিক প্রাগ্জ্যোতিষ-পতিকে লক্ষ্য করিয়া দময়ন্তীকে বলিল, "রাজকুমারি! আপনার সম্মুখে এই যে ইন্দ্রতুল্য পুরুষ বিদ্যমান, ইঁহার নাম সোমদত্ত। ইনি প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি। ইহাঁর বাহুবলে পরাস্ত হইয়া দুর্দ্দান্ত কিরাতগণ ইঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইহাঁর মাতঙ্গগণ ঐরাবততুল্য বলশালী। আপনি যদি ইঁহাকে বরণ করেন, তাহা হইলে নগর-প্রবেশকালে কিরাতসুন্দরীগণ, অপরূপ নৃত্যগীত করিয়া, আপনার অভ্যর্থনা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিবে, এবং ইঁহার গিরিশিখরস্থ প্রাসাদে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণের সময় আপনি ঐরাবতারূঢ়া ইন্দ্রাণীর ন্যায় শোভা পাইবেন।

শুনিয়া দময়ন্তী একবার উৎসুক নয়নে প্রাগ্জ্যোতিষপতিকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অন্যত্র গমনের জন্য ধাত্রীকে ইঙ্গিত করিলেন।

ধাত্রী তথা হইতে বিদেহাধিপতির নিকট উপস্থিত হইলে বৈতালিক বলিল; "রাজকুমারি! এই রাজমণ্ডলীর মধ্যে আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে যিনি ব্রাহ্মণতুল্য, সেই বিদেহাধিপতি রাজা তৃণধ্বজ আপনার পাণিপ্রার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহার সভা বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণে নিরন্তর পূর্ণ থাকে এবং ইঁহার অগ্নিহোত্র-গৃহের ধুম কখনও বিরল হয় না। প্রাচীন বয়সেও ইনি কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ নহেন। সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য বলিয়াই, অপত্য সত্ত্বেও, ইনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে ইচ্ছুক হইয়াছেন। প্রতিদিন সামগানে উদ্বোধিত হইয়া শয্যাত্যাগ করিতে যদি আপনার বাসনা থাকে, তবে আপনি ইঁহাকে বরণ করুন। অগস্ত্যের পার্শ্বে লোপামুদ্রার ন্যায় আপনিও যজ্ঞস্থলে ইঁহার পার্শ্বে শোভা পাইবেন।"

দময়ন্তী বিদেহরাজকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিলেন এবং ধাত্রীকে বলিলেন; "বেত্রবতি, চল, আমরা অন্যত্র গমন করি।"

ধাত্রী তখন দময়ন্তীকে লইয়া মগধাধিপতি ঋতিমানের নিকট উপস্থিত হইল। অন্যান্য রাজগণ উৎসুকচিত্তে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। বৈতালিক বলিল, "আর্য্যে! পর্ব্বতের মধ্যে যেমন বিন্ধ্য, বৃক্ষের মধ্যে যেমন শাল, রাজগণের মধ্যেও তেমনই এই মগধাধিপতি ঋতিমান। ইঁহার দুঃসহ বীর্য্য ইঁহার আকৃতিতে প্রকাশিত। ইঁহার স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল, ইঁহার বক্ষস্থল কবাটের ন্যায় প্রশস্ত, এবং ইঁহার বাহুযুগল অর্গলের ন্যায় দৃঢ়। ইঁহার বাহু দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া কত প্রসিদ্ধ মল্ল যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইঁহার রাজধানী গিরিব্রজপুর, বহুবার শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইলেও, কখনও পরহস্তগত হয় নাই। যদি আপনার বীরপত্নী নামে অভিহিতা হইবার বাসনা থাকে, তবে, আপনি ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করুন।"

তখন দময়ন্তী মস্তক নত করিয়া ঋতিমানকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ধাত্রী কোশলপতি মীনকেতুর নিকট উপস্থিত হইল। দময়ন্তী চারুবেশধারী মীনকেতুর আপাদমস্তক একবার দর্শন করিলেন। বৈতালিক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল; "রাজনন্দিনি! ভগবতী ভাগীরথী যাঁহার রাজ্যের দক্ষিণসীমা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং পুণ্যতোয়া সরযূ যাঁহার রাজ্যকে ফল-পুষ্পে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইনি সেই দক্ষিণ কোশলপতি মীন-কেতু। ইঁহার সভা নর্ত্তকীগণের নূপুরশিঞ্জনে সর্ব্বদা ধ্বনিত থাকে। সরযূতীরে ইনি শীতকালে বাসের জন্য যে চতুঃশাল ভবন এবং ভাগীরথীতীরে গ্রীষ্মবাসের জন্য যে উত্তুঙ্গ প্রাসাদ নির্ম্মাণ

করিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহাদিগের তুলনা নাই। পত্নীগণের সহিত ইনি কখনও সরযূতীরস্থ উপবনে বিহার করেন, কখনও ভাগীরথীতে জলক্রীড়া করেন। পরিচারিকাগণ ইঁহার শয্যা সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পে সর্ব্বদা সজ্জিত রাখে, এবং ইঁহার প্রাসাদ হইতে নিঃসৃত কস্তূরী-গন্ধে ইঁহার নগর সর্ব্বদা আমোদিত হয়। ইঁহার সরযূতীরস্থিত উদ্যান শোভাসম্পদে নন্দন-কাননকেও পরাজিত করে। যদি আপনি ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন, তবে দেবেন্দ্রাণী শচীও যে উদ্যান লাভ করিতে কামনা করেন, আপনি তাহার অধীশ্বরী হইবেন।”

এই সময় দূর হইতে নলকে দেখিতে পাইয়া দময়ন্তী কোশল-পতিকে নমস্কারপূর্ব্বক তদভিমুখে গমন করিতে উদ্যতা হইলেন। দেখিয়া ধাত্রী বলিল, “রাজকুমারি! আপনার বামে অপর এক রাজ-কুমার রহিয়াছেন, ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া গমন কর্ত্তব্য নয়।” শুনিয়া লজ্জিতা দময়ন্তী সেই রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন বৈতালিক বলিল;

“রাজকুমারি! আপনার সম্মুখে এই সুরাষ্ট্রপতি রুক্মরথ বিদ্য-মান আছেন। ইঁহার রথ রুক্মে অর্থাৎ সুবর্ণে নির্ম্মিত বলিয়া ইনি এই অনন্যদুর্ল্লভ উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রাজ্য সাগরান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সেই জন্য জলে এবং স্থলে যে সকল দুর্ল্লভ রত্ন উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই ইহাঁর অধিকৃত। আপনি একবার ইহাঁর আপাদমস্তক দর্শন করুন। দেখুন, ইঁহার উষ্ণীষের হীরক শুক্র-গ্রহের ন্যায় অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে, ইহাঁর কণ্ঠের মরকতমালা যেন বসন্তকালীন লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে! ইঁহার বাহুতে পদ্মরাগখচিত অঙ্গদ, করে মণিখচিত বলয় এবং কর্ণে মুক্তাময় কুণ্ডল। আপনি যদি ইঁহাকে বরণ করেন, তাহা হইলে ইনি ইঁহার ভাণ্ডারের সর্ব্বোত্তম রত্নসমূহ আপনাকে প্রদান

করিবেন। সেই সকল রত্ন পরিধান করিলে পৃথিবীর রাজেন্দ্রাণী-গণের কথা দূরে থাকুক, যক্ষরাজ-মহিষীও আপনাকে ঈর্ষা করিবেন।”

বৈতালিকের কথা শ্রবণ করিলে দময়ন্তীর মুখ ঈষদ্ধাস্যে সমুজ্জ্বল হইল। তিনি ধাত্রীকে বলিলেন, “বেত্রপতি! চল আমরা সভামণ্ডপের উত্তর দিকে গমন করি। ধাত্রী “তাহাই হউক” বলিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল।

এইবার দময়ন্তী নলের সম্মুখে আসিলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। ইচ্ছা হইল যে, একবার ভাল করিয়া নলকে দেখিয়া লইবেন, কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাঁহার চক্ষু অবরোধ করিল। তথাপি ঈষদ্দৃষ্টিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে, যিনি দেবদূতরূপে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইনি তিনিই বটেন; কিন্তু স্বয়ম্বরবেশে তাঁহাকে আরও অধিক মনোজ্ঞ দেখাইতে-ছিল। ইঙ্গিতজ্ঞ বৈতালিক একবার দময়ন্তীর মুখ লক্ষ্য করিল; করিয়া বলিল ;—

“রাজকুমারি! এই যে গাম্ভীর্য্যসুন্দর, [illegible]ণোপেত পুরুষ আপনার সম্মুখে আসীন রহিয়াছেন, ইনিই বিশ্রুতকীর্ত্তি, নিষধাধিপতি নল। বিধাতা একাধারে সকল গুণের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্যই ইঁহাকে সৃজন করিয়াছেন। পৃথিবীতে উত্তম, অধম এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা ইঁহার অপরিচিত। বেদ, বেদাঙ্গে ইঁহার যেমন অসামান্য অধিকার, অশ্বচালনায় এবং রন্ধন-কার্য্যেও ইঁহার তেমনি দক্ষতা। ইঁহার রূপ, যৌবন কামিনীজনের লোভনীয় হইলেও ইনি জিতেন্দ্রিয় এবং প্রতিবিধানে সক্ষম হইলেও ইনি শত্রুগণের প্রতি ক্ষমাশীল। ইঁহার বাহুবল এবং ইঁহার মন্ত্রবল দুই সমভাবে শত্রু জয় করিয়া থাকে। নিজের প্রাণ সংশয় করিয়াও ইনি বিপন্নকে উদ্ধার করেন, এবং সত্যের অনুরোধে

নিজের অপ্রীতিকর কার্য্য করিতেও ইনি পরাঙ্মুখ নহেন। রূপে, গুণে এবং শীলে সর্ব্বাংশে ইনি আপনার উপযুক্ত; যদি ইচ্ছা হয়, ইঁহাকে বরণ করিয়া আপনি আত্মগুণানুরূপ পতি লাভ করুন।”

দময়ন্তী বৈতালিকের কথা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে নলকে দর্শন করিলেন। তাঁহার কণ্ঠে মাল্যপ্রদানের জন্য তাঁহার হস্ত ঈষৎ উত্তোলিত হইল। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল, তাঁহার বক্ষস্থল স্পন্দিত এবং পদযুগল কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধাত্রী ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল “রাজকুমারি! আপনার এরূপ ভাববৈলক্ষণ্যের কারণ কি?” দময়ন্তী কোন উত্তর না দিয়া কেবল মঞ্চের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু ধাত্রী কিছুই দেখিতে পাইল না। দময়ন্তী দেখিতেছিলেন যে, যে মঞ্চের উপর নল আসীন ছিলেন, তাহার উপর অবিকল তাঁহারই ন্যায় আরও চারি জন পুরুষ উপবিষ্ট আছেন। রূপে, বয়সে, বেশভূষায় তাঁহাদিগের পাঁচজনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। উঁহাদিগের মধ্যে কে প্রকৃত নল, তিনি কাহাকে মাল্য দান করিবেন এই চিন্তায় দময়ন্তী ব্যাকুলা হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে, দূত বলিয়াছিলেন, দেবগণ আমার পাণিপ্রার্থী হইয়া সভায় আগমন করিয়াছেন, তবে কি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইহা তাঁহাদিগেরই ছলনা। দময়ন্তী কাতরহৃদয়ে মনে মনে বলিলেন, “দেবগণ! আপনারা ধর্ম্মের রক্ষক, নারীর পক্ষে সতীধর্ম্মের অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর নাই; আমার সতীধর্ম্ম যাহাতে অব্যাহত থাকে আপনারা তাহা করুন।” নিমেষগত না হইতে হইতে দময়ন্তী দেখিলেন যে, মঞ্চস্থিত পাঁচজন নলের মধ্যে চারজনের আকারেঙ্গিতে অপরের

হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাঁহারা, নিমেষশূন্য, স্বেদহীন এবং মঞ্চের উপর উপবিষ্ট হইলেও, ভূমি স্পর্শ করেন নাই। দেখিবামাত্র তিনি বুঝিলেন যে, ইহাঁরা চারিজন দেবতা, অপরপুরুষই প্রকৃত নল। তখন তিনি প্রফুল্ল চিত্তে নলকে হস্তস্থিত বরমাল্য প্রদান করিলেন এবং দাসীর হস্ত হইতে চন্দন ও অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার ললাটে চন্দনবিন্দু ও পদে অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সখীগণের উলুধ্বনিতে ও শঙ্খনিঃস্বনে সভামণ্ডপ পূর্ণ হইল। আবার দ্বিগুণিত রবে মুরজ, মন্দিরা এবং বীণা বাদন আরম্ভ হইল এবং বন্দিগণ তারস্বরে 'জয়জীব' উচ্চারণ করিতে লাগিল। সমবেত জনতাও মহোৎসাহে এই মঙ্গল-বারতা ঘোষণা করিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র কুণ্ডীনপুরীতে এই আনন্দ-সংবাদ প্রচারিত হইল। সকলেই একবাক্যে বলিলেন, রাজকুমারী উপযুক্ত পাত্রেই মাল্যদান করিয়াছেন। যথা কালে নল ও দময়ন্তীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। নিমন্ত্রিত রাজগণ, বিদর্ভরাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, কোনরূপে মনোদুঃখ নিবারণপূর্ব্বক, স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও, দম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া, স্বর্গপুরীতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহান্তে নল এবং দময়ন্তী নিষধরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই দময়ন্তী প্রজাবর্গের ও আশ্রিতজনের মাতৃ-স্থানীয়া হইলেন। ধার্ম্মিক দম্পতীর জীবন যেভাবে অতিবাহিত হওয়া সঙ্গত, তাঁহাদিগের জীবন সেই ভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল। যজ্ঞে এবং ব্রতাচরণে দময়ন্তী পতির সঙ্গিনী হইলেন।

বিবাহের যাহা উদ্দেশ্য তাহাও সফল হইল; যথাকালে, তাঁহারা একটী পুত্র ও একটী কন্যা লাভ করিলেন। পুত্রের নাম হইল ইন্দ্রসেন, কন্যার নাম হইল ইন্দ্রসেনা। উভয়ে রূপে, গুণে পিতা, মাতার অনুরূপ হইল।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ পৃথিবীতে কে কবে ভোগ করিয়াছেন? অথবা নিরবচ্ছিন্ন সুখে কোথায় মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হইয়াছে? সুবর্ণের পরীক্ষা অনলে, মনুষ্যত্বের পরীক্ষা দুঃখে। দময়ন্তীর জীবনে কয়েক বৎসরের মধ্যে এক বিষম পরীক্ষা আরব্ধ হইল। সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর সতীশিরোমণিদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান হইয়াছে। বিনা পরীক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিয়া যাইলে কে তাঁহার কথা স্মরণ করিত?

নলের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম পুষ্কর। নল যেমন ধার্ম্মিক, সদাশয় এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, পুষ্কর ঠিক তাহার বিপরীত ছিল। নলের রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতি এই পাপাত্মার সাভিলাষ দৃষ্টি ছিল, বিবাহের পর সাধ্বী দময়ন্তীরও উপর তাহার পাপদৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু বলে নলের সম্পত্তি বা দময়ন্তীকে গ্রহণ সম্ভবপর নয় ভাবিয়া দুরাত্মা এক কৌশল অবলম্বন করিল। পুষ্কর অক্ষক্রীড়ায় নলের অপেক্ষা অধিক পারদর্শী ছিল; ভাবিল, অক্ষক্রীড়ায় নলকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবে। তখনকার ক্ষত্রিয়রাজাদিগের মধ্যে এই সংস্কার ছিল যে, যুদ্ধে বা অক্ষক্রীড়ায় আহূত হইলে পরাঙ্মুখ হইতে নাই। যিনি কখন পরাঙ্মুখ হইতেন, তিনি কাপুরুষ বলিয়া নিন্দনীয় হইতেন। অন্য সহস্রগুণ থাকিলেও নলের এই তৎকালপ্রচলিত অক্ষাসক্তি দোষ ছিল। পুষ্কর নলকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিলে নল প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। দিনের পর দিন উভয়ের ক্রীড়া চলিতে

লাগিল। নল অবিচ্ছেদে পরাজিত হইতে লাগিলেন এবং যতই পরাজিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার অক্ষাসক্তিও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাণ্ডারের মণিমুক্তা হইতে অশ্ব, হস্তী, উপবন, প্রাসাদ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া নল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, নল কেবলই ক্রীড়ায় আসক্ত। বৃদ্ধ মন্ত্রী, রাজকার্য্যের জন্য, তাঁহার দর্শন পান না, দময়ন্তী একাকিনী শয়নগৃহে রাত্রি যাপন করেন, নল সকল দিন অন্তঃপুরে আসেন না। প্রজাগণের মধ্যে হাহাকার উঠিল, তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, মহারাজকে কলি আশ্রয় করিয়াছে, নচেৎ তাঁহার এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ হইবে কেন? অবশেষে একদিন প্রজাগণ, মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, দময়ন্তীর নিকট আসিয়া বলিল "মা! রাজ্য যে যায়, আপনি মহারাজকে না বুঝাইলে কিছুই থাকিবে না।" দময়ন্তী নলের দেখা পান না, কেমন করিয়া বুঝাইবেন। এক দিন তাঁহার দেখা পাইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে সকল কথা বলিলেন এবং অবশেষে তাঁহার পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। নল কিয়ৎক্ষণ উদাস ভাবে দময়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বিনা বাক্যব্যয়ে, অক্ষশালায় গিয়া, পুষ্করের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। দময়ন্তীর প্রাণে দারুণ বেদনা লাগিল, তিনি যুক্তকরে দেবগণের নিকট পতিকে সুমতি দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, নলের যেরূপ দ্যূতাসক্তি জন্মিয়াছে, তাহাতে কিছুই রক্ষা পাইবে না। পতির দুঃখের অংশভাগিনী হইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। কিন্তু শিশু ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা সে দুঃখ সহিতে পারিবে না ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে নিজের পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে নল ক্রমে আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিলেন। রাজ্য, ধন

যাহা কিছু ছিল, সমস্ত শেষ হইলে তিনি নিজের পরিচ্ছদ, ধনু, ও অস্ত্র পর্য্যন্ত পণে হারিলেন। পুষ্করের ইচ্ছা ছিল যে, নল নিজেকে ও দময়ন্তীকে পণ রাখিবেন; কিন্তু নল তাহা করিলেন না। অক্ষে জয় লাভ করিয়া পুষ্কর নলকে বলিল "নির্ব্বোধ! তুমি আর এখানে কেন? তোমার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ত হারাইয়াছ, এখন এ রাজ্য আমার, তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর।" নল আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। পতিগতপ্রাণা দময়ন্তীও প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, শুনিবামাত্র এক বসনে তিনিও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। রাজা ও রাণীকে তাদৃশ অবস্থায় গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া নগরে আর্ত্তনাদ উঠিল। কিন্তু দুরাত্মা পুষ্কর ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল যে, যে কেহ নল ও দময়ন্তীকে কোনরূপ সাহায্য করিবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। সুতরাং প্রজাহিতৈষী নল কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। নগর ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ক্রমে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। মস্তকের উপর নিদাঘসূর্য্য প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন, পথ কুশসূচীতে ও কণ্টকে দুর্গম। তথাপি উভয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অক্ষমোহের অবসানে নলের হৃদয় পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতেছিল; তিনি ভাবিতেছিলেন, আমিই পতিপ্রাণা দময়ন্তীর এই কষ্টের কারণ। কিন্তু দময়ন্তীর মুখে বিষাদের চিহ্নমাত্র ছিল না। পাছে তাঁহাকে কাতরা দেখিলে নল আরও লজ্জিত ও ব্যথিত হন, এই ভয়ে তিনি যথাসাধ্য নিজের ক্লেশ গোপন রাখিতেছিলেন। তিনি কখনও অরণ্যজাত বৃক্ষলতাদির পরিচয় জিজ্ঞাসায়, কখনও নিষধনগরী বা বিদর্ভদেশ সেখান হইতে কতদূর এইরূপ প্রশ্নে নলকে অন্যমনা করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু নলের পক্ষে পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; তিনি বার বার বলিতে

লাগিলেন, "প্রিয়ে! আমিই তোমার সকল কষ্টের কারণ। যদি তুমি আমার ন্যায় দুর্ম্মতিকে বরণ না করিতে তাহা হইলে তোমাকে আজ এ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না।"

দময়ন্তী বলিলেন, "নাথ! পত্নী কি পতির কেবল সুখের অংশভাগিনী, দুঃখের অংশভাগিনী নয়? সুখের দিন আপনি ত আমাকে ব্রতে, যজ্ঞে সহধর্ম্মিণীর আসন দান করিয়া অক্ষয় পুণ্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, তবে আজ এই অরণ্যবাসে আমার পক্ষে কাতরা হওয়া কি কর্ত্তব্য? আপনার সঙ্গে এই অরণ্যবাস আমার পক্ষে স্বর্গবাসের তুল্য; পাছে আপনার ক্লেশ হয়, আমার কেবল সেই মাত্র চিন্তা। আমার নিজের জন্য আমি বিন্দুমাত্রও চিন্তিতা নই।"

নল ও দময়ন্তী এক এক মাত্র বসন লইয়া অরণ্যে আসিয়াছিলেন। এক দিন কতকগুলি সুবর্ণপক্ষ বিহঙ্গম ধৃত করিতে গিয়া নল আপনার বসনখানি হারাইলেন। তখন উভয়ে অবশিষ্ট বসনখানি অর্দ্ধার্দ্ধ অংশে পরিধান করিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বনের কটুতিক্ত ফলমূল আহার, বৃক্ষতলে বা গিরি-গুহায় শয়ন এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গের দংশন উভয়ের শরীরকে ক্রমে কঙ্কালাবশেষ করিয়া তুলিল। দুশ্চিন্তায় নলের নিদ্রা আসিত না; দয়মন্তী যখন নিদ্রিতা হইতেন, নল তখন কেবল ভাবিতেন, "হায়! কতদিন আর এরূপে অতিবাহিত হইবে? কেমন করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? কি ছিল আর এ কি হইল?" কখনও তিনি মনে করিতেন, পুষ্কর আমায় অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, যদি আমি অক্ষক্রীড়ায় তাহাকে কখন পরাস্ত করিতে পারি, তবেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হয়। কিন্তু সে আমার অপেক্ষা ক্রীড়ায়

নিপুণ, তাহাকে পরাস্ত করিবার মত বিদ্যা আমি কোথায় পাইব! শুনিয়াছি, অযোধ্যাপতি রাজা ঋতুপর্ণ অক্ষক্রীড়ায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়! কিন্তু তিনি কি আমাকে তাঁহার বিদ্যা দিতে সম্মত হইবেন? বোধ হয় না। আমি ক্ষত্রিয় জানিলে তাঁহার আশঙ্কা হইবে, যদি আমি কোন দিন তাঁহাকে ক্রীড়ায় আহ্বান করি, তিনি প্রত্যাখান করিতে পারিবেন না। নল শেষে ভাবিলেন, আমি ছদ্মবেশে রাজা ঋতুপর্ণের নিকট যাইব। পরিচর্য্যা দ্বারা প্রীত করিয়া হউক, বা আমার অধিকৃত কোন দুর্ল্লভ বিদ্যা তাঁহাকে প্রদান করিয়া হউক, আমি তাঁহার নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিব। তাহা হইলে পুষ্করকে পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ আমার পক্ষে দুরূহ হইবে না।" এইরূপ সঙ্কল্প নলের নিকট বড়ই উপযোগী বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ অবস্থায়, এই অর্দ্ধার্দ্ধ বসন পরিধান করিয়া দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া, কিরূপে ঋতুপর্ণের নিকটে যাইব? তাঁহার হৃদয় নিরাশায় কাতর হইল; কিন্তু আবার ভাবিলেন, ইহার একটী সদুপায় আছে। দময়ন্তী যদি কিয়ৎকালের জন্য পিতৃগৃহে গিয়া অবস্থিতি করেন, তবে আমি সেই সময়ের মধ্যে অযোধ্যায় গিয়া অক্ষবিদ্যা শিখিয়া আসিতে পারি। কিন্তু দময়ন্তী কি আমাকে ছাড়িয়া একাকিনী পিতৃগৃহে যাইতে সম্মতা হইবেন? কখনই নয়; তবে উপায় কি? নল আর ভাবিতে পারিলেন না; অবসন্ন হইয়া শয়ন করিলেন।

এইরূপে দিন গত হইতে লাগিল। এক দিন নল দময়ন্তীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি কিছুদিনের জন্য বিদর্ভে গিয়া থাক; আমি একটু চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি কোনরূপে এ বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি।"

দময়ন্তী বলিলেন, "নাথ! প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় ছাড়িয়া

যাইতে পারিব না। আমি পিতৃগৃহে গিয়া সুখে থাকিব; আর তুমি বনে বনে এই অবস্থায় কাটাইবে, ইহা কখনই আমার প্রাণে সহিবে না। চল উভয়ে বিদর্ভে যাই, পিতা তোমায় ইষ্টদেবতার ন্যায় সমাদরে রাখিবেন।"

নল। "প্রিয়ে! আমি জানি যে তোমার মাতা পিতা আমার অনাদর করিবেন না। কিন্তু আমি কেমন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট মুখ দেখাইব? তোমার স্বয়ম্বরকালে আমি চতুরঙ্গিণী বাহিনী লইয়া বিদর্ভে গিয়াছিলাম, এখন এ বেশে কেমন করিয়া যাইব? দরিদ্রাবস্থায় কুটুম্ব-গৃহে গমন অপেক্ষা মৃত্যু বরং শ্রেয়ঃ।"

দময়ন্তী আর কিছু বলিলেন না। নল বুঝিলেন যে, দময়ন্তী স্বেচ্ছায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিছু দিনের জন্য পৃথক না থাকিলে উদ্ধারের উপায় নাই; সুতরাং, হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, উভয়কে সে ক্লেশ সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু পতিগতপ্রাণা দময়ন্তীকে কেমন করিয়া তিনি একাকিনী সেই অরণ্যে ছাড়িয়া যাইবেন? কে তাঁহাকে হিংস্র পশুদিগের মুখ হইতে এবং হিংস্র পশুদিগের অধম দুরাচারদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে? আবার তাঁহার মনে হইল, ধর্ম্মই সতীকে রক্ষা করেন। কত নবীনা ব্রহ্মচারিণী একাকিনী তীর্থ পর্য্যটন করিতেছেন, বিজনে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছেন, কে তাঁহাদিগকে রক্ষা করে? মনে দৃঢ় সঙ্কল্প জন্মিলে তাহার পরিপোষক যুক্তির অভাব হয় না। নল শেষে স্থির করিলেন যে, যখন উপায়ান্তর নাই, তখন দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। দময়ন্তী যেরূপ বুদ্ধিমতী ও সাধুশীলা তাহাতে কোন না কোন উপায়ে তিনি নির্ব্বিঘ্নে পিতৃগৃহে পহুঁছিবেন। পরে বিধাতা প্রসন্ন হইলে তিনি তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, আর যদি বিধাতা প্রসন্ন না হন,

তবে তাঁহার নিজের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবে; দময়ন্তী পিতৃগৃহে পুত্র, কন্যা দুইটীকে লইয়া কোনরূপে জীবন যাপন করিবেন। এই ভাবিয়া নল এক দিন দময়ন্তীকে বলিলেন;—

"প্রিয়ে! এই অরণ্যের উত্তর দিক্ দিয়া যে পথ পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, তাহা দ্বারা অনায়াসে বিদর্ভে যাইতে পারা যায়। বণিক ও তীর্থযাত্রিগণ সর্ব্বদা সেই পথ দিয়া যাতায়াত করে; যদি কোন দিন তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি তাহাদিগের সঙ্গে অনায়াসে এই পথ দিয়া পিতৃগৃহে যাইতে পারিবে।"

নলের এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য কি, দময়ন্তী তাহা বুঝিতে পারিলেন; তিনি বলিলেন;—

"নাথ! তোমার কথায় আমার হৃৎকম্প হইতেছে; তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চাও? আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি, কোন্ দোষে তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?

নল নিরুত্তর রহিলেন। কিন্তু দময়ন্তী চিন্তায় অস্থিরা হইলেন। স্বামীর সহিত তিনি এক বসন পরিধান করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মন প্রবোধ মানিত না। রাত্রিকালে নলকে বাহু দ্বারা বন্ধন করিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেন; এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইল।

একদিন পরিশ্রান্তা দময়ন্তী নলের পূর্ব্বে নিদ্রাগতা হইলেন; তাঁহার বাহুদ্বয় শ্লথ হইয়া পড়িল। নল উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। পরিধেয় বসনখানি ছিন্ন করিয়া তিনি প্রস্থানের জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু দময়ন্তীর ন্যায় পত্নীকে কোন্ পতি চক্ষুর জল না ফেলিয়া ত্যাগ করিতে পারেন? নল নিদ্রিতা দময়ন্তীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। পত্রের অন্তরাল দিয়া জ্যোৎস্নালোক দময়ন্তীর মুখে পড়িয়া

ছিল। বনবাস-ক্লেশে সে মুখ মলিন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তথাপি নলের বোধ হইল, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। দময়ন্তী তৃণ-শয্যার উপর শয়ন করিয়াছিলেন, নলের মনে হইল, সেখানে কেহ চম্পকপুষ্প রাশীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি যতই দেখেন, ততই তাঁহার আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়। একবার ভাবিলেন, দময়ন্তীকে বক্ষে ধারণ করিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহা হইলে দময়ন্তী যে জাগিয়া উঠিবেন, পারিলেন না। শেষে অশ্রুমোচন করিতে করিতে বিদায় লইলেন, কিন্তু পদ যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ বোধ হইল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আবার নির্নিমেষ নয়নে দময়ন্তীকে দেখিলেন, আবার চলিলেন। এইরূপ দুইবার, তিন বার যাইলেন, আবার ফিরিলেন। শেষে ভাবিলেন, এইবার শেষ দেখা দেখিয়া আসিব। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, দময়ন্তী তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূতা; কিন্তু তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে; জ্যোৎস্নালোকে সেই অশ্রুরেখা তরল স্বর্ণের ন্যায় দেখাইতেছে। নল আর দাঁড়াইতে পারিলেন না; নিদ্রিতা পত্নীর পার্শ্বে নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "অন্তর্য্যামিন্! তুমি সাক্ষী, আমি নিজের সুখের জন্য দময়ন্তীকে ত্যাগ করিতেছি না। যদি কোন দিন দময়ন্তীকে আবার নিষধের সিংহাসনে বসাইতে পারি, তবেই ফিরিব, নতুবা এই শেষ বিদায়। তুমি সাধুর আশ্রয়; সতীর গতি; তুমি দময়ন্তীকে রক্ষা করিও।" নল এই বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং দময়ন্তীর দিকে আর দৃষ্টি-পাত না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিশেষের সঙ্গেই দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, নল পার্শ্বে নাই, তাঁহার বসন ছিন্ন, তিনি চমকিয়া উঠিলেন; ভাবিলেন এতদিন যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আজ তাহা সত্যই ঘটিল। পতির এইরূপ ব্যবহারে সতীর হৃদয়ে লেশমাত্র বিরাগ বা অভিমান জন্মিল না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, "দোষ আমারই; কেন আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম? নিদ্রা না যাইলেত তিনি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না। কিন্তু এখন উপায় কি? কোথায় যাইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব?" কতবার তাঁহার মনে হইল, নল হয় ত কৌতুকচ্ছলে কোথাও লুকাইয়া আছেন, এখনই আসিবেন। কিন্তু নল আসিলেন না, দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, এখনও নল অধিক দূর যাইতে পারেন নাই; অনুসরণ করিলেই তাঁহার দেখা পাইব। এই ভাবিয়া দময়ন্তী নলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সেই দূরব্যাপী অরণ্যে কোথায় তাঁহার দেখা পাইবেন? তখন দময়ন্তী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। কখনও পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া চারিদিক দর্শন করেন, আর চীৎকার করিয়া বলেন, "প্রভো! তুমি কোথায়? একবার দেখা দাও।" কখনও গিরিস্রোতের বালুকায় পদচিহ্ন দেখিয়া নল সেই দিক দিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া তাহার অনুসরণ করেন। কখনও উন্মাদিনীর ন্যায় পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা যাহাকে দেখেন, নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপে তিন দিন অতীত হইল; দময়ন্তীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবলই বনে বনে ঘুরিতেছেন; শরীর আর সহ্য করিতে পারে না। এই অবস্থায় তিনি এক দিন এক প্রকাণ্ড অজগরের মুখে পতিত হইলেন। দময়ন্তীর শরীর অবসন্নপ্রায়,

তথাপি ভয়ে প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন, কিন্তু সর্প আপনার বিপুল দেহ লইয়াও দ্রুতবেগে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। দময়ন্তী শেষে পারিলেন না, স্খলিত পদে ভূতলে পতিত হইলেন। আর রক্ষা নাই; মৃত্যু আসন্ন, সর্প একেবারে দময়ন্তীর উপর আসিয়া পড়িল। তিনি অঙ্গে তাহার শীতল স্পর্শ ও গুরু-ভার অনুভব করিলেন, তাহার মুখ হইতে গলিত ফেন তাঁহার অনাবৃত পৃষ্ঠে পড়িল ইহা বুঝিলেন, কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার গ্রীবা সর্পের গ্রাসবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে হইল সর্প নিশ্চেষ্ট হইয়াছে। কৌতূহলী হইয়া তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একটী সুতীক্ষ্ণ শরে সর্পের মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছে, সর্প মৃত্যু-যন্ত্রণায় লাঙ্গুল দ্বারা সবলে ভূমিতে আঘাত করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিলেন ধনুর্ব্বাণ হস্তে এক ব্যাধ বৃক্ষান্তরাল হইতে তাঁহার দিকে আসি-তেছে। তখন দময়ন্তী আপনার বিপন্মুক্তির কারণ বুঝিতে পারি-লেন এবং প্রাণদাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাধ নিকটে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দময়ন্তী বলিলেন; "আমি বিপদে পড়িয়া আমার স্বামীর সহিত এই বনে আসিয়াছিলাম। আমার স্বামী হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে আমি এই সর্পগ্রাসে পড়িয়াছিলাম। আপনি দয়া করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, নারায়ণ আপনার মঙ্গল করুন।"

দময়ন্তী এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে আর এক বিপদে পড়িলেন। দুরাত্মা ব্যাধ দময়ন্তীকে দেখিয়া তাঁহা: রূপে মোহিত হইয়াছিল; কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর বলিল; "সুন্দরি! তুমি আমার ঘরে চল, আমার ঘরণী হইয়া পরম সুখে থাকিবে।"

দময়ন্তী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিলেন, "নিষাদ! তুমি আমার প্রাণদাতা; আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ; এমন কথা বলিও না যাহাতে তোমার উপর আমার অশ্রদ্ধা জন্মে। তুমি যাও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

ব্যাধ তখন তাঁহাকে, কখনও মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া কখনও বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া, নিজের পাপাভিলাষে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দময়ন্তী যখন ঘৃণার সহিত তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন পাপিষ্ঠ তাঁহার উপর বলপ্রকাশের সঙ্কল্প করিল, এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্য দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ধাবিত হইল। দময়ন্তী দেখিলেন মহা বিপদ, তিনি বিদ্যুৎবেগে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইলেন, দেখিয়া ব্যাধও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। তখন তিনি যুক্ত করে কাতর ভাবে বলিলেন, "নারায়ণ! আমি অবলা, আমায় রক্ষা কর।"

বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? পূর্ব্ব হইতেই আকাশে মেঘ সঞ্চিত ছিল, অকস্মাৎ বিদ্যুদালোকে সমস্ত বনভূমি আলোকিত হইল, এবং প্রচণ্ড শব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সমীপস্থ একটী উচ্চবৃক্ষের উপর অশনিপাত হইল। দময়ন্তী ও ব্যাধ উভয়েই ভয়ে অচেতন হইলেন। মুহূর্ত্ত পরে দময়ন্তী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, ব্যাধ গতাসু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

নল পূর্ব্বে বিদর্ভগমনের জন্য যে পথের কথা বলিয়াছিলেন, দময়ন্তী এক্ষণে সেই পথ প্রাপ্ত হইলেন; দেখিলেন যে, কতকগুলি বণিক, আপনাদিগের পণ্যদ্রব্য অশ্ব, হস্তী ও বৃষভের উপর দিয়া, সেই পথে গমন করিতেছে। দময়ন্তী তাহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং সায়ংকালে তাহারা এক পার্ব্বত্য হ্রদের তটে বিশ্রা-

মার্থ শিবির সন্নিবেশ করিলে তিনিও তথায় অবস্থিতি করিলেন। মধ্য রাত্রিতে কতকগুলি বন্যগজ জলপানার্থ সেই হ্রদে আসিয়া গ্রাম্যগজ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন অতি দারুণ ব্যাপার ঘটিল। বণিকগণ নিঃশঙ্কচিত্তে হ্রদের তটে অবস্থিতি করিতেছিল। আক্রমণকারী বন্যগজ এবং পলায়নোদ্যত গ্রাম্য-গজদিগের দ্বারা আহত ও মর্দ্দিত হইয়া অনেকেই প্রাণত্যাগ করিল। দময়ন্তী অতি কষ্টে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু পলায়ন কালে কর্দ্দমে তাঁহার সর্ব্বশরীর সিক্ত এবং কণ্টকে তাঁহার অঙ্গ রক্তাক্ত হইল। কুসংস্কারান্ধ বণিকগণ ভাবিল যে, অকস্মাৎ আগতা, উন্মত্তপ্রায়া দময়ন্তীই তাহাদিগের বিপৎপাতের কারণ। তাহারা দময়ন্তীকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিল, সুতরাং তিনি তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন, এবং একাকিনী ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে চেদিনগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিন্নবস্ত্র, তাঁহার মস্তকের কেশ রুক্ষ ও আলোলিত, তাঁহার শরীর কর্দ্দমে সিক্ত। দেখিয়া নগরের বালকগণ তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়া স্থির করিল। তাহারা করতালি দিতে দিতে এবং তাঁহার অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। দময়ন্তী আশ্রয়ের জন্য তদবস্থায় পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলে রাজমাতা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দময়ন্তীকে নিরাশ্রয়া ও উৎপীড়িতা দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল ; তিনি দাসী দ্বারা দময়ন্তীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং সস্নেহবচনে বলিলেন ;—

"ভদ্রে! তুমি কে? এই দুরবস্থাতেও তোমার আকৃতি দেখিয়া তোমাকে সামান্যা নারী বলিয়া বোধ হইতেছে না। তুমি এরূপ অবস্থায় একাকিনী ভ্রমণ করিতেছ কেন?"

রাজমাতার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁহার মধুর বাক্য শ্রবণে দময়ন্তীর হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন; "মা! আমার পরিচয় কি দিব? এক সময় আমি অতি ভাগ্যবতী ছিলাম, আমার গৃহ ধন, জনে পূর্ণ ছিল। কিন্তু আমার স্বামী, দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া, আমাকে লইয়া বনে আসিয়াছিলেন; হঠাৎ তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

এই কথাগুলি বলিবার সময় দময়ন্তীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; রাজমাতাও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "বৎসে! তুমি কাতর হইও না। তুমি আমার এখানে থাক, আমি তোমার স্বামীর অন্বেষণে লোক পাঠাইব। তুমি যতদিন আমার এখানে থাকিবে, তোমার কোন ক্লেশ হইবে না।"

রাজমাতার কথা শুনিয়া দময়ন্তী বলিলেন, "মা! আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট থাকিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আমার কয়েকটী নিয়ম আছে, আপনাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবে। আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পদধাবন করিব না। কোন পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না; আর যদি কোন পুরুষ আমার সতীধর্ম্মের অপমান করিতে চায়, তবে আপনি তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিবেন।"

রাজমাতা "তাহাই হইবে" বলিয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিলেন এবং আপনার কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুনন্দে! আমি ইহাঁকে আশ্রয় দিয়াছি; ইনি তোমার সমবয়স্কা, আজ হইতে তুমি ইহাঁকে সখীর ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় সদ্ব্যবহারে প্রীত করিবে।"

সুনন্দা মাতার আদেশে দময়ন্তীকে লইয়া আপনার প্রাসাদে গমন করিলেন এবং যথোচিত স্নেহে ও সদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রীতি-

সাধন করিলেন। দময়ন্তী নিরুদ্বেগে চেদি রাজমাতার আশ্রয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন; কিন্তু দময়ন্তী-চিন্তা প্রতিপদে তাঁহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হন, আবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন। তাঁহার মনে হয়, যেন দময়ন্তী ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন। কখনও তিনি শুনিতে পান, দময়ন্তী যেন করুণ চীৎকারে তাঁহাকে বলিতেছেন, "প্রভো! কোথায় যাও, একবার দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" তিনি ফিরিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই। কখনও তাঁহার মনে হয়, বনের মধ্যে কে যেন বামাকণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছে, তিনি অন্বেষণ করিয়া দেখেন, বায়ু বনবেণুর ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া শব্দ উৎপাদন করিতেছে, তাহাই তিনি দময়ন্তীর রোদন বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে নল একদিন দেখিতে পাইলেন, শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠ সংযোগে অরণ্যের মধ্যে অতি প্রচণ্ড অনল উত্থিত হইয়াছে। তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে অগ্নি-পরিবেষ্টিত একটী গর্ত্তে একটী বৃহদাকার সর্প পড়িয়া আছে। নির্ম্মোক পরিত্যাগের জন্য হউক বা অপর কোন কারণে হউক, সর্প নিশ্চেষ্ট ও চলৎশক্তি-শূন্য, কিন্তু শরীরে অগ্নির উত্তাপ লাগাতে সর্প বারম্বার শ্বাসত্যাগ ও জিহ্বা প্রসারণ করিতেছে। নল বুঝিলেন, আর অল্পক্ষণ পরেই সর্পটি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইবে। মনুষ্যই হউক বা কোন ইতর প্রাণীই হউক বিপন্নের সম্বন্ধে নল কখনও ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই সুতরাং সর্পটীর প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু স্বভাবক্রূর সর্পকে রক্ষা করিতে যাইলে তাঁহার নিজের কিরূপ

বিপদের সম্ভাবনা, তাহাও তাঁহার মনে হইল। অবশেষে, নিজের বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও, সর্পের প্রাণরক্ষা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি স্থির করিলেন, এবং অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই বিপুলদেহ সর্পকে দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া বাহিরে আনিলেন। অগ্নিতে তাঁহার শরীর দগ্ধ হইল এবং কয়েক পদ আসিতে না আসিতে সর্প তাঁহাকে দংশন করিল। তথাপি তিনি তাহাকে ত্যাগ করিলেন না; নিরাপদ স্থানে আনিয়া রাখিলেন। এই সময়ে নল শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে বলিতেছে; "নল! এ কর্ম্মের পুরস্কার অবশ্যই আছে।" তিনি আর তথায় অপেক্ষা করিলেন না, অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। পথে যাইতে যাইতে, কয়েক দিন পরে, নল দেখিলেন, সর্পের দংশনে তাঁহার অপর কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবল তাহার গরলে তাঁহার শরীরের চর্ম্ম বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল ব্রণদ্বারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, ছদ্মবেশে অবস্থানের পক্ষে এই বিধাতৃপ্রেরিতনিগ্রহ একরূপ অনুগ্রহই হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নল অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজা ঋতুপর্ণের নিকট সারথ্য-কার্য্য প্রার্থনা করিলেন। ঋতুপর্ণ একজন উপযুক্ত অশ্বপালক অন্বেষণ করিতেছিলেন, নলের কথোপকথনে প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে নিজের অশ্বশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। নলের প্রদত্ত শিক্ষায় ঋতুপর্ণের অশ্বসমূহ অল্পদিনের মধ্যে সুশিক্ষিত ও অধিকতর কার্য্যপটু হইল; দেখিয়া ঋতুপর্ণ নলের উপর পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

এ দিকে বিদর্ভরাজ ভীম, জামাতার ও দুহিতার দেশত্যাগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, দেশে দেশে, তাঁহাদিগের অন্বেষণে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরিত দূত, সুদেব নামক কোন ব্রাহ্মণ, চেদিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া, একদিন, ঘটনাক্রমে, দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। দময়ন্তীও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া দাসী দ্বারা তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনাইলেন। ক্রমে সকল কথা রাজমাতার কর্ণগোচর হইল। দময়ন্তীর পরিচয় পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার সহোদরার কন্যা। তখন রাজমাতা দময়ন্তীকে, পরম আদরে, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, পরিজনসহ বিদর্ভে প্রেরণ করিলেন। ভীম ও তাঁহার মহিষী হারানিধি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

পিতৃগৃহে দময়ন্তী পরম আদরে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। নলের জন্য দিবারাত্রি তাঁহার অশ্রুধারা বহিত; চিন্তায় তাঁহার শরীর দিন দিন কৃশ ও মলিন হইতে লাগিল। রাজমহিষী কন্যার অবস্থা রাজাকে বলিয়া নলের অন্বেষণে পুনর্ব্বার দেশে দেশে দূত প্রেরণের সঙ্কল্প করিলেন। দময়ন্তী দূত-ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা নগরে, গ্রামে, তীর্থে, তপোবনে যেখানে যাইবেন, সর্ব্বত্র লোকের নিকট এই কথা বলিবেন; 'পত্নীকে সতত রক্ষা ও প্রতিপালন করা পরিণেতার অবশ্য কর্ত্তব্য; তুমি কেন তাহার বিপরীতাচরণ করিলে? তোমার পত্নী তোমাতে একান্ত অনুরক্তা, অরণ্যমধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে একাকিনী রাখিয়া তাহার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদন পূর্ব্বক তুমি কোথায় পলায়ন করিয়াছ?' যদি কেহ এই কথা শুনিয়া কোন প্রত্যুত্তর দেন, তবে আপনারা স্মরণ করিয়া তাহা আমাকে জানাইবেন, এবং সেই ব্যক্তির নাম, ধাম, পরিচয়

জানিয়া আসিবেন।” দময়ন্তী এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিলেন।

অনন্তর বহুদিন পরে পর্ণাদনামা কোন ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে বলিলেন “রাজকুমারি! আমি তোমার পতির অন্বেষণে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি যেখানে যেখানে গিয়াছি, সর্ব্বত্র তোমার আদেশমত কথা বলিয়াছি, কিন্তু কোথাও কোন প্রত্যুত্তর পাই নাই। অবশেষে আমি অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণের সভায় গমন করিয়া তোমার আদেশমত কথা সকলকে শুনাইয়াছিলাম। তাহাতে রাজা বা রাজার পরিজনদিগের মধ্যে কেহ কোন উত্তর দেন নাই। কেবল রাজার এক সারথি, সেই সকল কথা শুনিয়া, আমাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া, বারম্বার তোমার ও তোমার পুত্রকন্যাগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহার কথাবার্ত্তায় বোধ হইল, যেন সে তোমার বিপৎপাতে নিতান্ত দুঃখিত। রাজকুমারি! সে কি পূর্ব্বে নিষধে তোমার সারথির কার্য্য করিয়াছিল?” দময়ন্তী বলিলেন, “তাহার নাম কি?” পর্ণাদ বলিলেন, “তাহার নাম বাহুক।”

দময়ন্তী। “এরূপ নামের কাহারও কথা ত স্মরণ হয় না। তাহার আকৃতি, প্রকৃতি কিরূপ?”

পর্ণাদ। “সে বলিষ্ঠ যুবা কিন্তু দেখিতে অতি কদাকার; তাহার শরীর বিবর্ণ এবং মুখ ব্রণ দ্বারা বিকৃত। কিন্তু তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানে যাহা জানিয়াছি, তাহাতে তাহাকে অতি মহৎবংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। সে সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় এবং দয়াশীল। নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও সে নিজগুণে অমাত্যের ন্যায় ঋতুপর্ণের বিশ্বস্ত ও সমাদরভাজন। রাজার অন্যান্য সারথি ও অশ্বপালকগণ, তাহাকে অকপট ভক্তি করে। সে বিদ্বান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ। লোকপরম্পরায়

অবগত হইলাম, অশ্বচালনায় তাহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্লভ।"

দময়ন্তী। "তাহার দৈনিক আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথা শ্রবণ করিয়াছেন কি?"

পর্ণাদ। "তাহাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া আমি তাহার আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথাই অনুসন্ধান করিয়াছি। সে নিত্যস্নায়ী, অগ্নিহোত্রী, শুচি এবং সংযত। নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া অবকাশ পাইলেই সে একাকী শাস্ত্রাধ্যয়নে ও ধ্যানে সময় অতিবাহিত করে। কিন্তু ধর্ম্মশীল ও সকলের প্রিয়পাত্র হইলেও সে সর্ব্বদা ম্লান ও চিন্তাযুক্ত। শুনিলাম, সে রাত্রির অধিকাংশ কাল অশ্রুপাতে ও দীর্ঘ নিশ্বাসে যাপন করে। তাহার আর একটী অদ্ভুত অভ্যাস আছে; সে তাহার একখানি জীর্ণ, মলিন বস্ত্র যেখানে যাউক সঙ্গে লইয়া যায়, এবং কখনও কখনও সেই জীর্ণ বস্ত্রখানি বক্ষে রাখিয়া অশ্রুপাত করে। তাহার সম্বন্ধে আমি যাহা দেখিয়াছি, ও শুনিয়াছি, সমস্তই বলিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।"

দময়ন্তী উপযুক্ত পুরস্কার দানে পর্ণাদকে প্রীত করিয়া বিদায় দিলেন। পর্ণাদের কথা শুনিয়া তাঁহার ধারণা হইল যে, এই বাহুকই নল। কিন্তু দুই বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। প্রথম এই যে, পর্ণাদ বলিলেন, তিনি দেখিতে অতি কদাকার; নল ত কদাকার নহেন; তবে কি কোন আকস্মিক রোগে তাঁহাকে বিবর্ণ ও বিকৃত করিয়াছে? দ্বিতীয় নল শাস্ত্রে ও শস্ত্রে তুল্যপারদর্শী; যদি দুরবস্থা বশতঃ তাঁহাকে অন্যের ভৃতিভোগী হইতেই হইল, তবে তিনি অমাত্যের কার্য্য, সেনানায়কের কার্য্য গ্রহণ না করিয়া নীচ সারথির কার্য্য গ্রহণ করিলেন কেন? যাহা হউক, নলের সহিত যখন বাহু-

কের এত সাদৃশ্য আছে, তখন কোন প্রকারে একবার বাহুককে দেখিতেই হইবে। এই ভাবিয়া দময়ন্তী মাতার নিকটে গমন করিলেন, এবং পর্ণাদ-কথিত সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া বলিলেন, "মা! রাজা ঋতুপর্ণ ও বাহুককে এখানে আনিবার জন্য আমি একটী কৌশল অবলম্বন করিব। আপনি বাবাকে এখন কোন কথা বলিবেন না। একবার সুদেবকে আমার নিকট আনাইয়া দিন। সুদেব অতি বুদ্ধিমান ও কার্য্যক্ষম, তাহার দ্বারা আমার মন্ত্রণা সিদ্ধ হইবে।"

রাজমহিষীর আদেশে সুদেব অন্তঃপুরে আসিলেন। তখন দময়ন্তী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "সুদেব! আপনি একবার অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গমন করুন।" তাঁহাকে বলিবেন যে, "নল দীর্ঘকাল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন; কেহ তাঁহার সংবাদ বলিতে পারে না। সেই জন্য দময়ন্তী পত্যন্তর গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন; স্বয়ম্বরের দিন নিকটবর্ত্তী। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি অদ্যই বিদর্ভমুখে যাত্রা করুন।" আমার উদ্দেশ্য কি পরে জানিতে পারিবেন, এখন এ কথা, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

সুদেব "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় লইলেন এবং রাজা ঋতুপর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীর আদেশমত সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন। ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর রূপগুণের কথা শুনিয়া পূর্ব্ব হইতে এরূপ আকৃষ্ট ছিলেন যে, তাঁহার দ্বিতীয় স্বয়ম্বর সম্ভবপর কি না তাহা একবারও বিচার করিলেন না। তিনি সুদেবকে বিদায় দিয়া বিদর্ভ-গমনের উদ্যোগী হইলেন। দময়ন্তী, অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ-গমনের পথের দূরতা ও দুর্গমতা বিবেচনা করিয়া, কল্পিত স্বয়ম্বরের দিন এরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিশেষ সুশিক্ষিত অশ্ব ও সুনিপুণ সারথি ব্যতিরেকে কেহই সে পথ অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে

স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইতে পারেন না। ঋতুপর্ণ বাহুককে আহ্বান করিয়া বলিলেন ;—

"বাহুক! বিদর্ভরাজদুহিতা দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর উপস্থিত ; আমি অদ্যই বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিব। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে, অশ্বচালনায় তোমার সমকক্ষ ব্যক্তি কেহ নাই। অদ্য তুমি তোমার নৈপুণ্য প্রদর্শন কর। যদি তুমি যথাসময়ে বিদর্ভে উপস্থিত হইতে পার, তুমি যে প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।"

দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর উপস্থিত, এই সংবাদে নলের হৃদয় যেন শেলবিদ্ধ হইল ; তাঁহার আপাদমস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালনে যথাশক্তি চেষ্টা করিব, আপনি প্রস্তুত হউন।"

নল এই বলিয়া উপযুক্ত রথ ও অশ্ব নির্ব্বাচনের জন্য গমন করিলেন। ঋতুপর্ণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছিল। তিনি ভাবিলেন, দময়ন্তীর ন্যায় পতিগতপ্রাণার পক্ষে পত্যন্তরগ্রহণ কি কখনও সম্ভবপর ? অথবা আমার ন্যায় পত্নীদ্রোহী নরাধমের শাস্তির জন্য বিধাতা অসম্ভবকেও সম্ভবপর করিতে পারেন ? স্বচক্ষে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর না দেখিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, তাই বিধাতা আমাকে এরূপভাবে সেখানে লইয়া যাইতেছেন। আবার ভাবিলেন, ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। চন্দ্রলেখা বরং স্নিগ্ধতা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু দময়ন্তী কখনও ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না। আমি দময়ন্তীর উপর অবিশ্বাস করিয়া আর পাপভার বৃদ্ধি করিব না।"

যথাসময়ে ঋতুপর্ণ বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নল অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনে দুর্গম গিরিসঙ্কট, পঙ্ককর্দ্দমপূর্ণ পথ এবং দুর্ভেদ্য অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের প্রত্যূষে বিদর্ভ-

নগরে উপস্থিত হইলেন। ঋতুপর্ণ তাঁহার অশ্বচালন-নৈপুণ্য, কার্য্যতৎপরতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া তিনি বাহুককে বলিলেন, "বাহুক! তোমারই গুণে আমি স্বয়ম্বরের পূর্ব্বে বিদর্ভে উপস্থিত হইতে পারিলাম। ইহাতে বোধ হইতেছে আমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে। যদি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দময়ন্তী অদ্য আমাকে বরণ করেন, তবে আমি তোমাকে দশখানি গ্রাম, সহস্রসংখ্যক সুবর্ণ, এবং রত্নখচিত উষ্ণীষ প্রদান করিব।" ঋতুপর্ণ জানিতেন না যে, তিনি বাহুকের নিকট কি বিষ উদ্গীরণ করিতেছেন। বাহুক কোন উত্তর দিলেন না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঋতুপর্ণের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বয়ম্বরের কোনও আয়োজন নাই। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কেহ অলীক সংবাদ দানে তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। তিনি, ভাব গোপন করিয়া, রাজা ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভীম তাঁহার অকস্মাৎ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি লজ্জায় প্রকৃত কারণ বলিতে পারিলেন না। "বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, এজন্য সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি" এইরূপ উত্তর দিলেন।

এদিকে দময়ন্তী উৎসুক হৃদয়ে ঋতুপর্ণের এবং তাঁহার সারথি বাহুকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দময়ন্তী নিশ্চয় জানিতেন যে, নলের ন্যায় অসাধারণ অশ্বচালনা-নিপুণ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ তাদৃশ অল্প কালের মধ্যে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভে আসিতে পারিবেন না। এক্ষণে তাঁহার অভ্যস্ত কর্ণ রথশব্দ শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিল যে, এ রথ নিশ্চয়ই নলের দ্বারা চালিত। তিনি প্রাসাদ-শিখর হইতে বাহুককে দর্শন করিলেন, কিন্তু দূরতা

ও নলের রূপবৈলক্ষণ্য বশতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি পর্ণাদকে যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, আপনার এক জন বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে সেই সকল কথা বলিয়া বাহুকের নিকট প্রেরণ করিলেন। বাহুকের উত্তর শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। পরিচারিকা আসিয়া বাহুকের অনেক অলৌকিক শক্তির কথা বলিল। বাহুক বিনা অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিতে পারেন, বাহুকের দৃষ্টিমাত্র শূন্য কুম্ভ জলে পূর্ণ হয় ইত্যাদি অনেক কথা সে বলিল। কিন্তু দময়ন্তী অলৌকিক গুণ অপেক্ষা লৌকিক গুণের দ্বারাই বাহুককে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বাহুকের প্রস্তুত মাংস আনিয়া আহার করিলেন এবং পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ তাহা নলেরই প্রস্তুত ইহা বুঝিতে পারিলেন। তাহার পর তিনি আপনার পুত্র, কন্যা দুইটীকে পরিচারিকার সঙ্গে বাহু-কের নিকট প্রেরণ করিলেন। বহুদিন পরে পুত্রকন্যা দুইটীকে দেখিয়া বাহুকরূপী নল স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহা-দিগকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার তাহাদিগের মুখচুম্বন করিতে লাগি-লেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপ্লুত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কিন্তু পাছে পরিচারিকা কিছু মনে করে, এই আশঙ্কায় তিনি বালক, বালিকা দুইটীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে! আমারও এইরূপ দুইটী পুত্র, কন্যা আছে; ইহাদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের কথা স্মরণ হওয়ায় আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই; তুমি এ জন্য কিছু মনে করিও না।"

পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে সকল কথা বলিল।

দময়ন্তী বুঝিলেন, আর সন্দেহের কারণ নাই। তথাপি একবার স্বচক্ষে বাহুককে দেখা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনয়নের জন্য মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

রাজমহিষী ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাহুককে অন্তঃপুরে আনাইলেন। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নল ও দময়ন্তী পরস্পরকে দর্শন করিলেন। হায়! উভয়েরই কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। নল দেখিলেন, স্বয়ংবর-সভায় যিনি সদ্যঃ প্রস্ফুটিতা নলিনীর ন্যায় সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি দিবাবসানের পদ্মিনীর ন্যায় বিশুষ্কা ও পরিমলশূন্যা। দময়ন্তীর পরিধানে কাষায় বসন, অঙ্গের বর্ণ মলিন, কেশজাল রুক্ষস্নানে জটিল ও তাম্রাভ; অধর ও কপোল পাণ্ডুবর্ণ। শরীরে অলঙ্কার নাই; সেই জীর্ণ বস্ত্রার্দ্ধে দেহের উপরিভাগ আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। পতিব্রতার সেই বিষাদিনী মূর্ত্তি দর্শনে নলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। দময়ন্তীও দেখিলেন, নলের সেই গাম্ভীর্য্য-সুন্দর, বলিষ্ঠ, কোমল বপু রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হইয়াছে। তাঁহার নয়নে কালিমা এবং ললাটে চিন্তার রেখা পড়িয়াছে; সুললিত দেহ পরিচর্য্যায় শুষ্ক ও কঠোর হইয়াছে। তাঁহার শরীরের ত্বক্ বিবর্ণ, মুখ ব্রণে বিকৃত। সে মূর্ত্তি দেখিয়া দময়ন্তী শিহরিয়া উঠিলেন। নলের এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, পূর্ব্বে যাঁহারা নলকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু সতীর নিকট পতি কি অজ্ঞাত থাকিতে পারেন? দময়ন্তী বাহুকের প্রত্যেক অঙ্গে নলকে দর্শন করিলেন, এবং করিয়াই অভিমান, দুঃখ ভুলিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। তাহার পর যাহা হইল, তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। উত্তপ্ত অশ্রুর সহিত উত্তপ্ত অশ্রুর, দীর্ঘশ্বাসের সহিত দীর্ঘশ্বাসের, এবং স্পন্দিত হৃদয়ের সহিত স্পন্দিত হৃদয়ের মিলন হইল। তাড়িতের সহিত তাড়িতের বিনিময় হইলে আকাশ এবং পৃথিবী যেমন শীতল হয়; পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘসঞ্চিত বেদনা বিনিময় করিয়া উভয়েরই

হৃদয় তেমনই শীতল হইল। বস্ত্রার্দ্ধ-ছেদনের রাত্রি হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত উভয়ে কিরূপ সুখ, দুঃখে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পরস্পরের নিকট বর্ণনা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাতা হইল। কেহই একবার চক্ষু মুদিত করিতে পারিলেন না।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে এই শুভ সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল। বিদর্ভবাসিগণ এতদিন রাজা ও রাজমহিষীকে জামাতা ও দুহিতার শোকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া সর্ব্বপ্রকার আনন্দোৎসব হইতে বিরত ছিল। এক্ষণে অভিনব উৎসাহে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিল। রাজা ঋতুপর্ণ যখন অবগত হইলেন যে, তাঁহার সারথি বাহুকই নল, তখন তিনি দময়ন্তীর প্রতি লালসা-প্রদর্শনের জন্য লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তিনি নলের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে আপনার প্রতিশ্রুতি-মত অক্ষবিদ্যা প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট অশ্বচালন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন।

অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হওয়া অবধি নলের হৃদয় দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছিল। তিনি কয়েক দিন পরে, দময়ন্তীকে বিদর্ভে রাখিয়া, শ্বশুরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, নিষধে গমন করিলেন এবং পুষ্করকে অক্ষক্রীড়ায় না হয় দ্বৈরথ-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পুষ্কর প্রথম হইতেই দময়ন্তীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল, কিন্তু পূর্ব্বে কখনও মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই। এক্ষণে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় বলিল "আজ আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল হইবে। সেই জন্যই তুমি পুনর্ব্বার আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ। তোমার সমস্ত ধন সম্পত্তি জয় করিলেই দময়ন্তী আপনি আসিয়া আমাকে ভজনা করিবে। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই দ্যূতারম্ভ হউক।"

উভয়ে অক্ষক্রীড়া প্রবৃত্ত হইলেন। পুষ্কর ভাবিয়াছিল, পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও অনায়াসে জয়লাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইল না। পুষ্কর প্রতিক্ষেপেই পরাজিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার রাজ্য, ধন, প্রাণ পর্য্যন্ত নল অক্ষে জয় করিলেন। তখন তিনি পুষ্করকে বলিলেন, "নরাধম! মাতৃতুল্য ভ্রাতৃজায়ার উপর তোমার লালসা? প্রাণবধই তোমার উপযুক্ত দণ্ড। কিন্তু বিধাতার বিধানে এক্ষণে তোমার এমন অবস্থা ঘটিয়াছে যে, দময়ন্তীর সম্বন্ধে তোমার পাপবাসনা সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে তাঁহার দাসত্ব করাইতে পারি। কিন্তু তুমি আমার কনিষ্ঠভ্রাতা, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য বিস্মৃত হইবার নয়, সেইজন্য আমি তোমাকে প্রাণভিক্ষা দিলাম, তোমার ধন সম্পত্তিও তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। আর এমন ব্যবহার করিও না; যাও; আশী-র্ব্বাদ করি, ধর্ম্মপথে থাকিয়া শতায়ু হইয়া সুখে জীবনযাপন কর।"

পুষ্কর, লজ্জায় অধোমুখ হইয়া, কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিল। তখন নল বিদর্ভ হইতে দময়ন্তীকে স্বনগরে আনয়ন করিলেন, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও প্রজাপালনে উভয়ে পরম সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী যেমন গুণবতী, নলও তেমনই গুণবান্ ছিলেন। সত্যরক্ষার জন্য আত্ম-প্রার্থিতা দময়ন্তীর নিকট তাঁহার অকপট দৌত্য, হিংস্র সর্পকে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষার্থ নিজের প্রাণসংশয়করণ, প্রভুর আদেশে প্রাণপণ যত্নে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে গমন, এবং পুষ্করের ন্যায় ভ্রাতাকে ক্ষমা তাঁহার মহানুভবতার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি যে এক্ষণে "পুণ্যশ্লোক" এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার যোগ্য। দময়ন্তীর সহিত তাঁহার মিলন কাঞ্চনের সহিত রত্নের মিলনের ন্যায় পরস্পরের উপযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়।

চতুর্থ আখ্যান।

শৈব্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দীপান্বিতার উৎসবান্তে কোলাহলপূর্ণা অযোধ্যাপুরী নীরব, গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। রজনী দ্বিপ্রহরের অধিক; কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন; বৃক্ষ লতা, পথ প্রাচীর, প্রাসাদ বিপনি, নদী প্রান্তর, সমস্তই অদৃশ্য। অপর কোন আলোক নাই, কেবল ঊর্দ্ধে নীলাকাশে হীরকখণ্ডবৎ অসংখ্য নক্ষত্র কিরণদান করিতেছে; আর নিম্নে নগরবাসিগণ দেবমন্দিরে ও অট্টালিকা-চূড়ে যে সকল দীপ দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে দুই একটী, এখনও, ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতেছে। নগর-পার্শ্ববর্ত্তিনী সরযূ, বর্ষাশেষে, ধীর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে; নদীবক্ষ কুজ্ঝটিকায় আবৃত। পুরবাসিনীগণ সায়ংকালে, নদীজলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেলার সাহায্যে, যে সকল আলোক ভাসমান করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে দুই চারিটী, এখনও, তরঙ্গক্ষেপে আন্দোলিত হইয়া, স্রোতোবেগে ইতস্ততঃ বাহিত হইতে দেখা যাইতেছে। রাজপথ জনশূন্য, পুরবাসিগণ সুষুপ্ত; কেবল দুই একটী গৃহ হইতে দ্যূতক্রীড়ারত পুরুষদিগের উৎকট উল্লাসধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। নগরের চতুষ্পথে সশস্ত্র প্রহরী, এক একবার, আপনার করস্থিত কঠোর চর্ম্মফলকের উপর কিঙ্কিনীযুক্ত অসিমুষ্টির আঘাতে ঝন্‌ঝনা শব্দ উৎপাদন করিয়া, নিদ্রাগত গৃহস্থদিগকে দস্যু

তস্করাদি হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছে এবং সেই শব্দে উত্তেজিত হইয়া রাজপথচারী সারমেয়-দল তারস্বরে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। অন্ধকার এবং অন্ধকারসহচরী বিভীষিকা অন্যের অধৃষ্যা অযোধ্যাপুরী আজ সদর্পে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

অন্ধকারে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সরযূতটবর্ত্তী প্রাসাদ বিশাল পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। প্রাসাদ নিস্তব্ধ এবং জনসঞ্চার-শূন্য, তোরণদ্বার রুদ্ধ। পুররক্ষিগণ, প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ভাবে, আপন আপন স্থানে, দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোথাও শব্দ মাত্র নাই; কেবল রাজান্তঃপুরস্থিত শিবমন্দির হইতে এখনও মধুর বাদ্যধ্বনি ও মন্ত্রোচ্চারণশব্দ শ্রুত হইতেছে, এবং উন্মুক্ত মন্দির-দ্বার হইতে শুভ্র আলোকস্রোত নিঃসৃত হইয়া দেবালয়ের শ্বেত-প্রস্তর-মণ্ডিত অঙ্গন ধবলিত করিতেছে। রাজপুরোহিত, চতুর্দ্দশীর অন্তে, অমাবস্যার সঞ্চারের সঙ্গে, হরগৌরীর পূজা সম্পূর্ণ করিতে-ছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বৃষভের উপর রজত ও কাঞ্চনে গঠিত হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। মন্দির-স্থিত ঘৃত-প্রদীপের আলোক তাঁহাদিগের অঙ্গের মুক্তাভরণে ও ললাটস্থিত হীরকময় নেত্রে পতিত হওয়াতে তাহা অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। স্নিগ্ধ নৈশ বায়ু, নানা জাতীয় পুষ্পের সৌরভ ও ধূপগন্ধ বহন করিয়া, চতুর্দ্দিক মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। রাজপুরোহিত একাগ্রচিত্তে পূজায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষেরও অধিক, তথাপি তাঁহার দেহ যুবাপুরুষের ন্যায় উন্নত ও সরল; মুখে প্রশান্ত গম্ভীর ভাব। সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু, তাঁহার গ্রীবা ও বক্ষোদেশ আবৃত করিয়া, নাভিতট স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার পরিধানে কৌষেয় বসন, ললাটে বিভূতিরাগ, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষদাম। দেখিবা মাত্র তাঁহাকে সাক্ষাৎ শিবাবতার

বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরে অপর পুরুষ কেহ নাই; দেবমূর্ত্তির অদূরে সহচরীগণ-পরিবৃতা রাজমহিষী শৈব্যা গৃহতলে কুশাসনোপরি উপবিষ্টা রহিয়াছেন। 'পঞ্চমবর্ষীয় শিশু রাজকুমার রোহিতাশ্ব, তাঁহার অঞ্চলের উপর শয়ন করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে। মহিষীর সঙ্গিনীগণের মধ্যে কেহ উপবিষ্টা, কেহবা অর্দ্ধশয়ানা। কেহ জৃম্ভন করিতেছে, কেহ হস্তদ্বারা চক্ষু মর্দ্দন করিতেছে, কেহবা গৃহতলে হস্তপদ ঈষৎ প্রসারিত করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছে। রাজমহিষী শৈব্যার দেহে আলস্য-লক্ষণ নাই, নেত্রে নিদ্রার সঞ্চার নাই। তিনি নির্নিমেষ নয়নে দেবমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন এবং তদ্গতচিত্তে রাজপুরোহিতের মুখ-নিঃসৃত প্রত্যেক মন্ত্র শ্রবণ করিতেছেন। ক্রমে পূজা শেষ হইল; রাজপুরোহিত, শান্তিবাচনের পূর্ব্বে, পুষ্প, জল লইয়া দেবোদ্দেশে অর্পণ করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, স্পন্দমান হস্ত হইতে পুষ্পজল, দেবপাদপদ্মে পতিত না হইয়া, ভূতলে পতিত হইল। মহিষী বসিয়াছিলেন, দর্শনমাত্র সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুমার রোহিতাশ্ব যে তাঁহার অঞ্চলে শয়ন করিয়াছিল, সে কথা তাঁহার স্মরণ হইল না। মাতার সবেগ উত্থানে বালক অঞ্চল হইতে গৃহতলে লুণ্ঠিত হইয়া মস্তকে বেদনাপ্রাপ্ত হইল এবং নিদ্রাবেশে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মহিষীর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না। তিনি, করযোড়ে প্রতিমা সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, কাতরস্বরে বলিলেন;—"প্রভো! পার্ব্বতীনাথ! একি?"

হস্ত হইতে পুষ্প, জল বিচ্যুত হইতে দেখিয়া রাজপুরোহিতও নিঃসংজ্ঞপ্রায় হইয়াছিলেন। মহিষীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে চেতনালাভ করিয়া তিনিও বলিয়া উঠিলেন; "প্রভো! একি?"

উভয়ে, ভয়চকিত নেত্রে, পরস্পরের মুখের দিকে, কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না, কিন্তু উভয়েরই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। রাজপুরোহিত, কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু মার্জ্জন করিয়া বলিলেন; "মা! কি বলিব? গ্রহ প্রতিকূল; আমি এই কয়দিন হইতে যে গণনা করিয়া দেখিতেছি, তাহা সত্য হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।"

মহিষী বলিলেন; "ভগবন্! আপনি কি গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন?"

পুরোহিত। "বৎসে! কি বলিব? অমঙ্গল, ঘোর অমঙ্গল!"

মহিষীর বোধ হইল যেন কেহ তাঁহার বক্ষের উপর গুরুভার পাষাণ রাখিয়া দিল। কিন্তু তিনি যথাশক্তি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন;

"আপনি কি মহারাজের কোন অত্যাহিত দেখিয়াছেন?"

পুরোহিত। "না মা! মহারাজ চিরজীবী হউন, আমি গণনায় তাঁহার কোন শারীরিক অত্যাহিত দেখি নাই।"

শৈব্যা। "তবে কি আপনি কুমার রোহিতের কোন অমঙ্গল দেখিয়াছেন?"

পুরোহিত। "তাহাও নয়; কুমার শতায়ু হইবেন। আমি মহারাজের বা কুমারের কাহারও কোন শারীরিক অমঙ্গল গণনায় দেখি নাই।

মহিষী হৃদয়ের ভার লঘু বোধ করিলেন; বলিলেন, "তবে কি অমঙ্গল দেখিয়াছেন?"

পুরোহিত। "সর্ব্বস্বহানি।"

শৈব্যা। "শত্রুগণ কি যুদ্ধে আমাদিগের রাজ্য জয় করিয়া লইবে?

পুরোহিত। "না; মহারাজ যুদ্ধে অজেয়।"

শৈব্যা। তবে কি দ্যূতে মহারাজের পরাজয় ঘটিবে?"

পুরোহিত। "না, মহারাজ দ্যূতে অনাসক্ত, আর তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারে এমন অক্ষ-নিপুণ ব্যক্তিও কেহ পৃথিবীতে নাই।"

শৈব্যা। "আপনার কথা প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতেছে; যদি যুদ্ধে বা দ্যূতে না হয়, তবে আমাদিগের সর্ব্বস্বহানি কিরূপে হইবে?"

পুরোহিত। "বৎসে! বিধাতার লীলা বিচিত্র। তাঁহার বিধানে অবস্থাভেদে অমৃতও বিষের এবং বিষও অমৃতের কার্য্য করে। যে দানফলে লোকের পারলৌকিক কল্যাণ হয়, অতি মাত্রায় তাহাই আবার তাহার ঐহিক অকল্যাণের কারণ হইয়া থাকে। আমি গণনায় দেখিয়াছি, দানফলে মহারাজের সর্ব্বস্ব হানি হইবে। কেবল সর্ব্বস্বহানি নয়, নির্ব্বাসন, পরসেবা, প্রিয়জন হইতে বিচ্যুতি ঘটিবে; বিপদের অবধি থাকিবে না।"

শেষ কথা কয়টী শুনিবার সময় মহিষীর সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "প্রভো! আর শুনিবার ইচ্ছা নাই, বিধাতার যাহা বিধান তাহা হইবে। তবে আপনাকে এইমাত্র বলিতে পারি, মহারাজ যদি সৎপাত্রে দান করিয়া সর্ব্বস্বহীন হন, তবে তাহা আমাদিগের দুর্ভাগ্য নয়, সৌভাগ্য। আপনার আশীর্ব্বাদে যদি তাঁহার এবং রোহিতের কোন অত্যাহিত না হয়, তবে এ দাসী কোন অমঙ্গলই অমঙ্গল বলিয়া গণনা করিবে না।"

পুরোহিত। "এ ধৈর্য্য, এ সহিষ্ণুতা মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের মহিষীরই উপযুক্ত বটে। পার্ব্বতী ভিন্ন মহেশ্বরের সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যা আর কে?"

মহিষী বলিলেন, "প্রভো! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। গণনায় কোন ভ্রমের সম্ভাবনা নাই ত?"

পুরোহিত। "না বৎসে! আমি একবার নয়, বারত্রয় গণনা করিয়াছি। প্রত্যেক বারেই সেই একই ফল পাইয়াছি। ক্রূর গ্রহের সঞ্চার অন্ত হইতেই আরব্ধ হইয়াছে। তুমি প্রস্তুত হও।"

এই সময় পুরদ্বার হইতে প্রহরী ভেরীধ্বনি করিয়া রজনীর ত্রিযাম ঘোষণা করিল। মহিষী পুরোহিতকে বলিলেন, "প্রভো! সমস্ত দিন উপবাসে এবং এতক্ষণ রাত্রিজাগরণে আপনার শরীর ক্লান্ত হইয়াছে। আপনি বিশ্রাম করুন; আমিও আগমনোন্মুখ সঙ্কটে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হই।"

রাজপুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন; মহিষীও সঙ্গিনীগণের সঙ্গে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। দণ্ডেক গত না হইতে হইতে রাজ কর্ম্মচারিগণ উদ্বুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। রজনীর অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া রাজপ্রাসাদে শত শত দীপ প্রজ্বলিত হইল। মহিষীর আদেশে প্রধান মন্ত্রী সুমিত্র অন্তঃপুরে আগমন করিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ অনুসারে অন্যান্য সচিবদিগকে আহ্বান করিয়া আপন আপন অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরীতে দিবসের ন্যায় জনতা ও কোলাহল আরব্ধ হইল। কোষাধ্যক্ষ রাজকোষস্থিত মণিমুক্তা ও স্বর্ণমুদ্রাদি যথাস্থানে রক্ষিত আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সান্ধিবৈগ্রহিক প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সহিত যে সকল সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা পর্য্যায়ক্রমে বর্ত্তমান আছে কিনা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং প্রাড়্বিবাক ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান উপলক্ষে উৎকীর্ণ শিলাফলক সমূহ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া তাহার কোন পংক্তি অস্পষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়াছে

কি না পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ নৃপতির অনুপস্থিতি-কালে প্রধান অমাত্য কেন এইরূপ আদেশদান করিলেন, কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগের বানপ্রস্থাশ্রম-গ্রহণ-কালে এরূপ ভাবে কার্য্য-সম্পাদনের কথা লোকমুখে প্রচারিত ছিল, কিন্তু রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং তরুণ-বয়স্ক, রাজকুমার রোহিতাশ্ব একবারে শিশু, সুতরাং হরিশ্চন্দ্র যে বানপ্রস্থাশ্রম-গ্রহণ করিবেন কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হইল না। সকলেই নানারূপ কল্পনা করিয়া প্রধান অমাত্যকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মন্ত্রী নিজেই জানিতেন না, কি উত্তর দিবেন? তিনি কেবল এইমাত্র বলিলেন যে "[illegible] আদেশ"। মহিষী কিরূপ বুদ্ধিমতী, দূরদর্শিনী এবং ধর্ম্মশীলা ছিলেন, রাজকর্ম্মচারী-দিগের তাহা অবিদিত ছিল না। সুতরাং আর কোন কারণ নির্দ্দেশের প্রয়োজন রহিল না। দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে রাজমহিষী শৈব্যার নেত্রে নিদ্রা ছিল না। অরুণোদয়ের সঙ্গেই, শয্যা ত্যাগ করিয়া, তিনি স্নানাহ্নিক সম্পন্ন করিলেন। সহচরীগণকে এবং পুরবাসিনীদিগকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া যাহার নিকট যাহা প্রতিশ্রুত ছিলেন, দান করিলেন। যে সকল ব্রতানুষ্ঠানের ও দীন, দরিদ্র এবং ব্রাহ্মণ পারণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা যাহাতে যথাসম্ভব সম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন এবং কতক্ষণে রাজা মৃগয়া হইতে নগরে প্রত্যাগমন করিবেন, তজ্জন্য উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দান, ব্রতাদি সম্বন্ধে মহিষীর এরূপ আচরণ নিত্যানুষ্ঠানের মধ্যেই ছিল, সুতরাং পুরন্ধ্রী-গণ বিশেষ কোন সন্দেহ করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের সঙ্গে পুরদ্বার হইতে রাজার নগর-প্রবেশসূচক দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নগরে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। রাজপথের পার্শ্বস্থিত গৃহসমূহের দ্বার ও গবাক্ষ উন্মুক্ত হইতে লাগিল এবং রাজদর্শনোৎসুক পুরবাসিগণ, কেহ অট্টালিকার উপরে, কেহ অলিন্দে, কেহ বা বাতায়ন-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রথের ঘর্ঘর শব্দে, গজের বৃংহিতে এবং অশ্বের হ্রেষারবে নগর মুখরিত হইয়া উঠিল। শান্তিরক্ষক পুরুষগণ, জনতা নিবারণের জন্য, ব্যগ্রচিত্তে ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন। পতিদর্শনোৎসুকা শৈব্যা দেবী, পুররমণীগণের সঙ্গে, প্রাসাদশিখরে আরোহন করিলেন। তিনি দেখিলেন, রাজপথ হস্তী, অশ্ব ও সৈনিকবৃন্দে পূর্ণ, কিন্তু অন্য দিন, রাজার নগরপ্রবেশের সঙ্গে, যে আনন্দোচ্ছ্বাস, তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায়, উত্থিত হইত, আজ তাহা নাই। শিশিরপাতশীর্ণ কমলদলের ন্যায় প্রজাগণের মুখ শুষ্ক। তাহাদিগের অঙ্গবিক্ষেপে সজীবতা নাই, জয়ধ্বনিতে স্ফূর্ত্তি নাই, বাদ্যভাণ্ডে মাধুর্য্য নাই। তারাবৃন্দের মধ্যে শশধরের ন্যায় দিব্যমূর্ত্তি নরপতি সেই জনতার মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছেন; কিন্তু তাঁহার মুখ রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় মলিন ও প্রভাশূন্য। তিনি পদব্রজে প্রাসাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার কনককিঙ্কিনীধ্বনিত, চতুরশ্ববাহিত রথ ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। মহামূল্য আভরণে ও বিচিত্র আস্তরণে শোভিত রাজহস্তী, যেন বিষাদে শুণ্ড অবনত করিয়া, তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছে। রাজার

মস্তকে ছত্র নাই, পার্শ্বে চামর নাই; ছত্রধারী ও চামর ম্লানমুখে, দূরে, তাঁহার অনুগমন করিতেছে। রাজা যতই নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিলেন, মহিষী ততই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন রাজার অঙ্গ আভরণহীন; তাঁহার কর্ণে কুণ্ডল নাই, প্রকোষ্ঠে বলয় নাই; তাঁহার কেশজাল বিস্রস্ত, মুখ মলিন এবং দেহ শীর্ণ। [illegible], দেবতুল্য পতির এইরূপ মূর্ত্তি দর্শনে পতিপ্রাণার হৃদয় যেন শেলবিদ্ধ হইল। তিনি, অশ্রুমোচন পূর্ব্বক, প্রাসাদশিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া, পতির অন্তঃপুর-প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা,প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াই, বৃদ্ধ সচিব সুমিত্রকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! দুন্দুভিধ্বনি করিয়া অবিলম্বে রাজসভা আহ্বান কর; আদেশ কর, প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক পুরবাসী যেন আজ সভাগৃহে উপস্থিত হন।"

মন্ত্রী "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কুমার রোহিতাশ্ব, পিতার পুরপ্রবেশের সংবাদ শ্রবণ মাত্র, প্রাসাদ দ্বারে ছুটিয়া গিয়া, তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পিতাকে দেখিবামাত্র ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিল। রাজা, পুত্রকে ভূমি হইতে উত্থাপন করিয়া, সস্নেহে তাহার মুখ চুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। এতক্ষণ তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল, পুত্রের স্পর্শে যেন তাহা প্রশমিত হইল। তিনি তাহাকে বক্ষে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ নিপীড়ন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইল না; তদবস্থায় গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শৈব্যাদেবী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে

দেখিবামাত্র ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বসিবার আসন দিলেন; উভয়ের চক্ষুতে চক্ষুতে মিলিত হইল। রাজা এবং রাজমহিষী উভয়েরই হৃদয় চিন্তায় দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু এক জনকে কাতর দেখিলে পাছে অপর অধিক কাতর হন, এই ভয়ে উভয়েই যথাশক্তি ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজা দেখিলেন, তাঁহার প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন-কালে শৈব্যা, চিরদিন, যে ভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন, আজিও সেই ভাবে করিতেছেন। পতিকে দর্শনমাত্র যে মধুর হাস্য তাঁহার অধর প্রান্ত হইতে নয়ন প্রান্তে মিলাইয়া যাইত, আজিও তাহা তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিতেছে। যে অমৃত-নিস্যন্দিনী দৃষ্টি, মুখের বাক্য নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বে, নীরবভাষায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও কুশলপ্রশ্ন করিত, আজিও তাহা সেইরূপ করিতেছে। মহিষীও দেখিলেন, রাজপথে নৃপতিকে যেরূপ শীর্ণ ও মলিন বোধ হইয়াছিল, এখন তাঁহার সে ভাব নাই। অন্তঃপুরে প্রবেশের সঙ্গে তাঁহার মুখ হাস্যময় এবং দেহ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আশ্বস্তা হইলেন। কিন্তু হৃদয় যদি শান্তিহীন হয়, তবে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়জনের নিকট কতক্ষণ ভাবগোপন করা সম্ভবপর? বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের অশনিপাতেই শান্তি, প্রিয়জনের নিকট হৃদয়ের বেদনা প্রকাশেই প্রেমিকের যন্ত্রণার উপশম।

রাজা, যথাসম্ভব ধৈর্য্য সংগ্রহ পূর্ব্বক, স্বাভাবিক মধুর স্বরে বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমাকে একটী অশুভ সংবাদ দিতে হইল, বিধাতা আমাদিগের প্রতি প্রতিকূল; নিজের কর্ম্মদোষে আমি এই রাজ্য হারাইয়াছি। অদ্যই আমাদিগকে অযোধ্যা ত্যাগ করিতে হইবে।"

রাজা ভাবিয়াছিলেন, শৈব্যা এ সংবাদে চমকিতা হইবেন, কিন্তু

তিনি দেখিলেন শৈব্যা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত স্বাভাবিক, বিনয়নম্র, মধুর বচনে বলিলেন; "নাথ! আমি সেজন্য প্রস্তুত আছি।"

রাজা বিস্মিত হইলেন; সহধর্ম্মিণীকে স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীলা বলিয়া জানিলেও তিনি তাঁহার ব্যবহারে এরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি ভাবিলেন, মহিষী হয়ত ভাবিতেছেন, আমি তাঁহার সহিত রহস্য করিতেছি, বলিলেন; "প্রিয়ে! আমি রহস্য করিতেছি না, অদ্যই আমাদিগকে রাজ্য, ধন, আত্মীয়, কুটুম্ব সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে, তুমি প্রস্তুত হও।"

মহিষী বলিলেন; "নাথ! আমি রহস্য মনে করি নাই, আমাদিগের অযোধ্যা-ত্যাগের জন্য যাহা যাহা করিবার প্রয়োজন, অনুমানে যতদূর সম্ভব, আমি তাহার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। আপনার অনুমতি হইলে মুহূর্ত্তমাত্রে পুরী ত্যাগ করিব।"

রাজা আরও অধিক বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "কি কি আয়োজন হইয়াছে।" মহিষী বলিলেন,"বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় রাজর্ষিগণ, উত্তরবর্ত্তীদিগকে রাজ্যভার বুঝাইয়া দিবার জন্য, যাহা করিয়া থাকেন, আমি সুমিত্রকে তাহা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছি।"

রাজা। "আমাদিগের অভীপ্সিত দান, ব্রত ও মানসিক সম্বন্ধে কি আদেশ দিয়াছ?"

রাজ্ঞী। "সমস্তই সম্পন্ন হইয়াছে।"

রাজা ভাবিলেন, এমন সহধর্ম্মিণী যাহার ভূতলে থাকিয়াও সে স্বর্গস্থ এবং দরিদ্র হইয়াও সে রাজরাজেশ্বর। তিনি বলিলেন, "প্রিয়ে! আমার বড় আশঙ্কা ছিল, তুমি আমাদিগের রাজ্যচ্যুতির সংবাদে না জানি কতই কাতরা হইবে। কিন্তু দেখিতেছি,

তোমার ব্রত, আরাধনা নিষ্ফল হয় নাই। সংসারে থাকিয়াও তুমি তপস্বিনীর ন্যায় ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা লাভ করিয়াছ। তোমার আচরণে আমার মর্ম্মবেদনা লঘু হইতেছে; কিন্তু প্রিয়ে! রাজ্যনাশই আমাদিগের বিপদের শেষ নয়; বিধাতার কি ইচ্ছা, তিনিই জানেন। রাজ্য যায় যাউক, কিন্তু তোমাদিগের সহিত যেন আমার বিচ্ছেদ না ঘটে।"

মহিষী শিহরিয়া উঠিলেন; রাজপুরোহিত যে প্রিয়জন-বিচ্যুতির কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে হইল। তিনি বলিলেন, "নাথ! বিধাতার যাহা ইচ্ছা, তাহার অন্যথা হইবে না। তবে অকারণ চিন্তার প্রয়োজন কি? ইহকালে যদি আমাদিগের বিচ্ছেদ ঘটে, পরকালের দ্বার ত উন্মুক্ত রহিয়াছে। কে আমাদিগকে সেখানে বিচ্ছিন্ন করিবে? কিন্তু হঠাৎ আমাদিগের এই অবস্থা পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল?"

রাজা। "প্রিয়ে! তুমি সমস্তই জানিতে পারিবে, কিন্তু এখন বলিবার সময় নাই। এক প্রহরের মধ্যে আমাদিগকে অযোধ্যা ত্যাগ করিতে হইবে। রাজসভায় আমি সমস্তই বলিব, তুমি যবনিকার অন্তরাল হইতে শুনিও; এখন চল, রোহিতকে সঙ্গে লইয়া, পার্ব্বতীনাথকে প্রণাম করিয়া আসি।"

রাজা, এই বলিয়া, মহিষী ও কুমারকে সঙ্গে লইয়া, অন্তঃপুরস্থিত দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। ভক্তের নিকট আরাধ্য দেবতা আত্মীয় হইতেও আত্মীয়, প্রিয় হইতেও প্রিয়। যাঁহাদিগের চরণে উভয়ে বহুবার জীবনের সুখ, দুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, বিবাহান্তে উভয়ে যাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সংসারধর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই হরপার্ব্বতীকে দর্শন করিয়া উভয়েরই শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। উভয়ে, হৃদয়ের বেগ রোধ করিতে না পারিয়া, অবিরল অশ্রু-

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজা বলিলেন, "জননি পার্ব্বতি! প্রভো পার্ব্বতীনাথ! যে দুঃখ আমাদিগের জন্য সঞ্চিত ছিল, আমরা উভয়েই তাহা অবনত শিরে গ্রহণ করিতেছি, কেবল এই করিও, যেন আমরা ধর্ম্মচ্যুত না হই।"

কে যেন তাঁহাদিগের উভয়ের অন্তঃস্থল হইতে বলিল "ভয় নাই, ধার্ম্মিক ধর্ম্মকে এবং ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন।"

মাতা, পিতার চক্ষুতে জল দেখিয়া বালক রোহিতের চক্ষুতেও জল আসিয়াছিল। বালক একবার মাতার, একবার পিতার মুখ পানে চাহিল, কিন্তু তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। অবশেষে তিন জনে প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ দিকে রাজসভা লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, অযোধ্যাবাসিগণ, দলে দলে আগমন করিয়া যথাস্থলে, আপন আপন আসন গ্রহণ করিতেছিলেন। সকলেরই হৃদয় চিন্তায় আকুল, রাজা কি জন্য তাদৃশ হীনবেশে নগরে প্রবেশ করিলেন, অকস্মাৎ অকালে কেন রাজসভার আহ্বান হইল, প্রত্যেকেই উৎসুক চিত্তে পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও সকলেই বুঝিলেন, নিশ্চয়ই কোন মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। কতক্ষণে রাজা সভাগৃহে আগমন করিবেন তজ্জন্য প্রত্যেকেই ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজা সভাগৃহে আগমন করিলেন। তাঁহার

মস্তকে রাজমুকুট নাই, অঙ্গে রাজপরিচ্ছদ নাই, করে রাজদণ্ড নাই। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন, দেহ আভরণশূন্য, মস্তকের কেশ চূড়াবদ্ধ। তিনি সিংহাসনে উপবেশন না করিয়া মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে বাদ্যকরগণ বাদ্য আরম্ভ করিয়াছিল, তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা নিশ্চেষ্ট হইল। সহস্র সহস্র নেত্র নৃপতির মুখে নিপতিত হইল। সহস্র সহস্র কর্ণ তাঁহার বাণী শ্রবণের জন্য পর্য্যুৎসুক হইল; রাজা সভাসীন ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়প্রমুখ অযোধ্যাবাসিগণ! বিশেষ কার্য্যানুরোধে আমি আজ অকালে আপনাদিগকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছি। অপর সময়, আমি অগ্রে আপনাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, পরে, নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছি। কিন্তু অদ্যকার কার্য্য সম্বন্ধে আপনাদিগের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিবার আমার সুযোগ হয় নাই! মন্ত্রণা-নিরপেক্ষ হইয়াই আমাকে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছে। আমি ভরসা করি, আমার বক্তব্য শুনিলে আপনারা আমার কার্য্য অনুমোদন করিবেন। অদ্য হইতে এ রাজ্য আর আমার নয়; আমার ধন জন, হস্তী অশ্ব, মণি-মুক্তা সম্পদ বিভব, যাহা কিছু ছিল সমস্তই অদ্য হইতে মহাতপা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের হইল। তিনিই এইক্ষণ হইতে এই রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর। আপনারা এতদিন আমার প্রতি যে স্নেহ, যে প্রেম, যে ভক্তি এবং যে সম্মান প্রদর্শন করিতেন, এখন হইতে তাঁহার প্রতি তাহা প্রদর্শন করিবেন।"

রাজা নীরব হইলেন। সেই অগণ্য জনপূর্ণ সভাস্থল যেন প্রাণহীন একখানি চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

বহুক্ষণের পর বৃদ্ধ মন্ত্রী সুমিত্র করযোড়ে বলিলেন;—"প্রভো!

অযোধ্যাবাসিগণ আপনাকেই তাহাদিগের পিতা, গুরু, রাজা এবং ইষ্টদেব বলিয়া জানে। আপনি যদি আজ বলিতেন, প্রত্যেক অযোধ্যাবাসীকে সমুদ্রে বা অগ্নি মধ্যে ঝাঁপ দিতে হইবে, এখানে এমন কেহ নাই, যে তাহাতে দ্বিরুক্তি করিত। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু অকস্মাৎ এরূপ আদেশ কেন হইল প্রজাগণ তাহা জানিবার জন্য উৎসুক; কৃপা করিয়া তাহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।"

রাজা বলিলেন; "শুনুন! গত কল্য মৃগয়া উপলক্ষে, আমি, অযোধ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া, এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অরণ্য প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম। একটী বরাহ আমার শরাহত হইয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইলে আমি একাকী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। অকস্মাৎ স্ত্রীকণ্ঠসম্ভব কাতরধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। কিরূপে, কোথা হইতে সেই কাতরধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, আমি এখনও তাহা অবগত নই। আমি বরাহকে ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত অসিহস্তে শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম এবং চীৎকার করিয়া বলিলাম, "রে নারীমর্য্যাদাভঞ্জক! সাবধান! আর্ত্তজনরক্ষক হরিশ্চন্দ্র বর্ত্তমান থাকিতে অসহায়া রমণীর প্রতি অত্যাচারে সাহস করিস না।" কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই আমি দেখিতে পাইলাম, এক শালবৃক্ষের মূলে প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিতেছে এবং সেই অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে জটাজূটবদ্ধ, তেজঃপুঞ্জকলেবর এক তাপস বসিয়া আহুতিদান করিতেছেন। আমার চীৎকারে ও সমীপাগমন-শব্দে তাঁহার আহুতিদানে ব্যাঘাত হইল। আমাকে শস্ত্রপাণি ও প্রহারোদ্যত দেখিয়া তিনি করস্থিত স্রুক্ ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার নয়ন হইতে যেন অগ্নি-শিখা নিঃসৃত হইতে লাগিল; তিনি আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, সে স্বর এখনও আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।—"হরিশ্চন্দ্র! আমি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী বিদ্যার সাধনা করিতেছিলাম, তুমি তাহাতে বিঘ্নউৎপাদন করিলে?" এই তপস্বী অপর কেহ নহেন, স্বয়ং উগ্রতপা বিশ্বামিত্র। রাজা ইতিপূর্ব্বে একবার মহর্ষির নাম লইয়াছিলেন, কিন্তু এই দ্বিতীয় বার তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র সভাস্থ ব্যক্তিগণের দেহের মধ্য দিয়া যেন একটী বিদ্যুৎ প্রবাহ ধাবিত হইল। রাজা বলিলেন, "আমি, তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, করযোড়ে বলিলাম, "প্রভো! আমি না জানিয়া এই অপরাধ করিয়াছি; আমায় ক্ষমা করুন, আমি আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি।"

মহর্ষি বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত! আমার সর্ব্বস্বনাশের পর প্রায়শ্চিত্ত! কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাও?"

আমি বলিলাম, "বিদ্যা ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব সত্য, আমি যখন আপনার বিদ্যা অর্জ্জনে ব্যাঘাত করিয়াছি, তখন আমি যথার্থই আপনার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছি। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি আপনাকে আমার সর্ব্বস্ব দান করিলাম। আমার ধন, জন, রাজ্য, সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, আরব্ধ দৈবক্রিয়া সমাপ্তির পর তাহা আপনার।"

সভাস্থ সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে রাজাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "এই সভায় যে সকল ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন, আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমার পাপের কি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।"

উপস্থিত সকলেই এক বাক্যে বলিলেন, "যোগ্য প্রায়শ্চিত্তই হইয়াছে।" মন্ত্রী বলিলেন "প্রভো! তাহার পর কি হইল, আজ্ঞা করুন।"

রাজা বলিলেন, "মহর্ষি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তথাস্তু! আমি তোমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিব, কিন্তু তোমার দানের উপযুক্ত দক্ষিণা কোথায়?"

আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন অগ্নিদাহ আরম্ভ হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম, মহর্ষি আমাকে অতি কঠিন সমস্যায় নিক্ষেপ করিলেন। আমি সর্ব্বস্ব দান করিয়াছি, দানের দক্ষিণা কোথায় পাইব? আমি অধোবদনে রহিলাম।

মহর্ষি পুনর্ব্বার বলিলেন "হরিশ্চন্দ্র! তোমার দানের উপযুক্ত দক্ষিণা কোথায়?" হঠাৎ একটা উপায় আমার মনে হইল, আমি বলিলাম, "প্রভো! আপনি দান গ্রহণ করুন, দক্ষিণার জন্য আমি আপনার নিকট ঋণাবদ্ধ রহিলাম। আমায় সপ্তাহ মাত্র সময় দিন, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের সূর্য্যাস্তের মধ্যে আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।"

"পুরবাসিগণ! আমার রাজ্যত্যাগের কারণ আপনারা অবগত হইলেন। মানব, স্বভাবতঃ, এমনই স্বার্থপর যে, স্বেচ্ছায়, নিজের বিন্দুমাত্রও প্রিয়বস্তু অপরকে দিতে চাহে না। ভগবান আমার এই স্বার্থপরতা দর্শন করিয়াই, আমার অনিচ্ছা স্বত্বেও, আমার দ্বারা আমার সর্ব্বস্ব দান করাইলেন, ইহা আমার সৌভাগ্য। এখন আমি অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া রাজমহিষী ও কুমার রোহিতাশ্বকে মাত্র সঙ্গে লইয়া যথেচ্ছ স্থানে গমন করিব। আপনারা এইক্ষণ হইতে মহর্ষিকে আপনাদিগের প্রভু ও রাজা রূপে গ্রহণ করুন। মহিষীর আদেশে রাজসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় মহর্ষিকে বুঝাইবার জন্য সুমিত্র পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহার উপর যে কার্য্যের ভার আছে, তিনি মহর্ষির আগমন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ তাহা সম্পাদন করিতে থাকুন। স্ত্রী,

পুরুষ অযোধ্যাবাসী একজনও আমার অনুসরণ করিবেন না, আমি কোথায় যাইব কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না। রাজকার্য্য অতি দুরূহ; এই রাজকার্য্য সম্পাদনে আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত যে সকল ত্রুটী হইয়াছে, আপনারা আজ তাহা ক্ষমা করুন।"

স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি হইলেও শেষ কথা কয়টী বলিবার সময় রাজার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, নেত্রপ্রান্তে অশ্রু দেখা দিল। সভাস্থ ব্যক্তিগণও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে সভা আকুলিত হইয়া উঠিল এবং যবনিকার অন্তরাল হইতে পুরনারীগণের অস্ফুট রোদনধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। এই সময় দৌবারিক রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন "মহারাজ! মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা এবং তাঁহার শিষ্য ঔদ্দালক দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন, অনুমতি হইলে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "অবিলম্বে আনয়ন কর।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই মধুচ্ছন্দা ও ঔদ্দালক সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয়েই তরুণবয়স্ক, বিশালবক্ষা, উন্নতদেহ এবং জলদগ্নিবৎ তেজস্বী। তাঁহাদিগের বেশভূষাও অপূর্ব্ব। তাঁহাদিগের পরিধানে ভূর্জ্জ বল্কল, মস্তকে জটাজূট; পৃষ্ঠে কৃষ্ণচর্ম্মের আবরণের উপর শরপূর্ণ তূণ, কটিদেশে করবাল, বামকরে জ্যামুক্ত শরাসন, দক্ষিণ করে সুদীর্ঘ ভল্ল। ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়ের মিলনে তাঁহাদিগের মূর্ত্তি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিল। উভয়কে দর্শনমাত্র ব্রাহ্মণেতর পৌরজনগণ দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিলেন। রাজা প্রণাম করিলে ঔদ্দালক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ইক্ষাকুকুলতিলক হরিশ্চন্দ্র! গুরুদেবের আদেশে আমরা তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। তোমার প্রতিশ্রুতি-রক্ষার কাল উপস্থিত;

গুরুদেব, রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য, দশ সহস্র শিষ্য সহ নগরের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।”

রাজা বলিলেন; “আজ অযোধ্যাপুরী সনাথা হইল, আমি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, এই মুহূর্ত্তেই নগর ত্যাগ করিব। মন্ত্রী সুমিত্র রাজ্য সংক্রান্ত সকল বিষয় অবগত আছেন, তিনি সমস্তই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।”

রাজা এই বলিয়া অন্তঃপুর দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “দেবী শৈব্যে! বৎস রোহিতাশ্ব!”

সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা অপাবৃত হইল এবং একবসনা শৈব্যা দেবী, কুমার রোহিতের হস্ত ধারণ করিয়া বহির্গতা হইলেন। পুরবাসীদিগের দৃষ্টি, তখন, রাজাকে ত্যাগ করিয়া, তাঁহার উপর পতিত হইল। তাঁহার বেশভূষা দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইলেন। কোথায় সেই রত্নাভরণ-ভূষিতা অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীরূপিণী আনন্দময়ী দেবী! আর কোথায় এই একবসনা, বিগলিতকেশা, বিশুষ্কমুখী, অশ্রুপূর্ণনয়না, বিষাদিনী নারী! রাজার কথা শুনিয়া এতক্ষণ যাঁহারা ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন, শৈব্যা দেবীকে দেখিয়া তাঁহারা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। ক্ষোভ এবং রোষের প্রবল ঝটিকা প্রত্যেক হৃদয়কে আন্দোলিত করিল। স্বভাবতঃ সংযমী দ্বিজগণ নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, সৈনিকপুরুষগণ, আপনাদিগের কটিবন্ধস্থিত অসি কোষ হইতে অর্দ্ধ উন্মুক্ত করিয়া, ঋষিকুমারদ্বয়ের প্রতি রোষকষায়িত নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরস্থিতা মহিলাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। রাজা সভাস্থ সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া ঋষিকুমারদ্বয়কে বলিলেন, “আপনারা মহর্ষির চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, আমার

অযোধ্যাবাসীদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইলাম, তিনিই এখন ইঁহাদিগের পিতা, প্রভু, রাজা ও রক্ষক হইলেন।”

এই সময় রাজতোরণ হইতে প্রহর ঘোষিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র তুরী-ভেরী-নিনাদে ও ধনুষ্টঙ্কারশব্দে অযোধ্যাপুরী বিকম্পিত হইয়া উঠিল। বিস্মিত পুরবাসিগণ দেখিলেন, মহর্ষির সশস্ত্র শিষ্যগণ, রাজপথ দিয়া সুদৃঢ় পদবিক্ষেপে, সভাগৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। সকলেরই দৃষ্টি তখন সেই দিকে পতিত হইল। এই অবসরে রাজ্ঞী ও রোহিতাশ্বকে লইয়া হরিশ্চন্দ্র অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যত্যাগের পর ছয় দিন গত হইয়াছে। অযোধ্যাবাসিগণ, শোক সম্বরণ করিয়া, ক্রমে, সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকেই রাজার অনুগমন করিতে উৎসুক, কিন্তু তাঁহার নিষেধ বাক্য উল্লঙ্ঘন করা কেহই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না, সুতরাং রাজা ও রাণী বিনা সম্বলে, বিনা সহচরে অগ্রসর হইলেন। গন্তব্য পথের শেষ হয় না; রাজ্ঞী ক্লেশে অনভ্যস্তা, তথাপি, কষ্টের চিহ্নমাত্র প্রদর্শন না করিয়া, চলিতে লাগিলেন। কোন দিন, বৃক্ষতলে, কোন দিন পান্থশালায়, উভয়ে রাত্রিযাপন করিতেন। যতদিন উভয়ে অযোধ্যারাজ্যের সীমার মধ্যে ছিলেন, ততদিন জলবিন্দু স্পর্শ করিলেন না। কারণ তাঁহারা মহর্ষিকে অযোধ্যা দান করিয়াছিলেন, তাঁহার অজ্ঞাতে কিরূপে তাহার ফল, জল গ্রহণ করিবেন। অনাহারে উভয়ের শরীর শীর্ণ হইল; ইহার উপর রোহিত তাঁহাদিগের সঙ্গে। অনাহার কাহাকে

বলে বালক জীবনে তাহা বুঝে নাই; পাছে তাহার কোন জন্মে, রাজা ও রাণীর সেই ভাবনা হইল। রাজা বলিলেন, "প্রিয়ে! নিজেরা কোনরূপে অযোধ্যার সীমা অতিক্রম করিতে পারিব, কিন্তু রোহিতকে রক্ষা করিবার উপায় কি?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আপনি চিন্তা করিবেন না। রোহিতের রক্ষার ভার আমার উপর। কিন্তু আপনি যে আজ তিন দিন জলস্পর্শ করেন নাই, সেইজন্য আমার মন ব্যাকুল হইতেছে।"

রোহিত রাজ্ঞীর একমাত্র পুত্র; আদর করিয়া, পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত, মধ্যে মধ্যে, মাতার স্তন পান করিত, সেইজন্য রাজ্ঞীর স্তনে দুগ্ধ ছিল। স্বয়ং অনাহারে শীর্ণা হইলেও রাজ্ঞী পুত্রকে স্তনপান করাইতে লাগিলেন। সুতরাং বালক বিশেষ কোন ক্লেশ অনুভব করিল না। চতুর্থ দিন গত হইলে রাজা অযোধ্যার সীমা অতিক্রম করিলেন। তখন উভয়েই বৃক্ষতলে পতিত ফল ও নদীর জল আহরণ পূর্ব্বক ভোজন ও পান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। শরীরে কথঞ্চিৎ বলাধান হইল, উভয়েই পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আজ ষষ্ঠ দিনের অপরাহ্ন। রাজা ও রাজ্ঞী এক বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া এক মহানগরীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। উভয়েরই দেহ আতপতাপে বিবর্ণ, মুখ আরক্ত, পদদ্বয় ধূলি-ধূসরিত। বালক রোহিত হাঁটিতে পারিতেছে না, তাই রাজা তাহাকে একবার ক্রোড়ে, একবার স্কন্ধে লইয়া চলিয়াছেন। ক্রমে সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইলেন, তাঁহার শেষ কিরণ নগরীর মন্দির চূড়ায় পতিত হইয়া তদুপরিস্থিত ধাতুকলস ও ত্রিশূলাগ্রগুলিকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিল। দূর হইতে, এক একবার, কাংস্য ও ঘণ্টার শব্দ তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। উভয়ে

তাহা শ্রবণ করিয়া উদ্দেশে অভীষ্ট দেবকে প্রণাম করিলেন এবং সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক উদ্যানমধ্যস্থ সরোবর-তীরে উপস্থিত হইলেন। সরোবরের চতুষ্পার্শ্ব প্রস্তরে গ্রথিত, জল অতি নির্ম্মল; একটী মহাকায় বট সরোবরের তীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ছায়াদান করিতেছিল। রাজা ও রাণী দেখিয়া সেখানেই রাত্রি যাপনের সঙ্কল্প করিলেন। শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাজা অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। হস্ত পদ প্রক্ষালন ও যদৃচ্ছালব্ধ আমলকী ভোজন করিয়া তিন জনেই তৃপ্তিলাভ করিলেন। বালক রোহিত পরিশ্রান্ত ছিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই তৃণশয্যার উপর নিদ্রিত হইল। সন্ধ্যাবন্দনার পর রাজা ও রাজ্ঞী অগ্নির নিকট উপবেশন করিলেন। রাজ্ঞী বলিলেন;

"নাথ! আপনাকে পরিশ্রান্ত ও চিন্তাকুল দেখিয়া আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। আগামী কল্য ত সপ্তম দিবস পূর্ণ হইবে। আপনি সে দিন রাজসভায় বলিয়াছিলেন, মহর্ষির দক্ষিণা দিবার একটী উপায় ভাবিয়াছেন, সেই জন্য আমি নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু এখন সময়ত প্রায় শেষ হইল, জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সে উপায়টী কি?"

রাজা। "প্রিয়ে! সেই উপায় অন্বেষণেই আমরা চলিয়াছি। আমাদিগের সম্মুখে এই যে নগরী তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা পবিত্র বারাণসী পুরী, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার রাজধানী। এই খানে তাঁহাদিগের কৃপায় কোন উপায় হইবে।"

বারাণসী নাম শ্রবণমাত্র মহিষী ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণাম করিলেন, বলিলেন, "নাথ! আজ আমাদিগের জন্ম সার্থক হইল। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শনে জীবন সফল হইবে। কতবার উভয়ে বারাণসী ধামে আসিব বলিয়া কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু সংসারের

যায়ায় আসিতে পারি নাই। তাই বিশ্বনাথ আমাদিগকে বল-পূর্ব্বক টানিয়া আনিয়াছেন। কতক্ষণে আমরা বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন করিব?"

রাজা। "অতি প্রত্যুষেই, মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া, আমরা দর্শন করিতে যাইব। কিন্তু প্রিয়ে! ভাগ্যদোষে আজ আমরা সর্ব্বস্বহীন, কি দিয়া পূজা করিব?"

এই কথা কয়টী বলিবার সময় রাজার কণ্ঠস্বর যেন ঈষৎ গম্ভীর হইয়া আসিল। রাজ্ঞী বলিলেন; "নাথ! আপনি কাতর হইবেন না; যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, ক্ষুদ্র পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র অংশের অধিকারী হইয়া আমরা, সৌভাগ্যের দিনেও, তাঁহার পূজার উপযুক্ত কি দিতে পারিতাম? প্রভাত হইলেই আমরা বিল্বদল সংগ্রহ করিয়া লইব; সেই বিল্বদল এবং গঙ্গাজলই আমাদিগের পূজার উপকরণ হইবে।"

সহধর্ম্মিণীর বাক্যে রাজা আশ্বাস লাভ করিলেন। রাজ্ঞী বলিলেন, "নাথ! আমরাত, সৌভাগ্যক্রমে, বারাণসী-দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু দক্ষিণার অর্থ সম্বন্ধে এখানে কি উপায় হইবে, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজা। "উপায় আর কি বলিব? এই বারাণসীতে দাস ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, আমি ভাবিয়াছি, নিজেকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া মহর্ষির ঋণ পরিশোধ করিব।"

রাজ্ঞী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন; "অন্য উপায় কি কিছু নাই?"

রাজা। "তাহাত দেখিতেছি না। উভয়ের পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন সম্ভবপর হইলে তাহা দ্বারা ঋণ মোচন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা বহু সময় সাপেক্ষ। মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

"দানের উপযুক্ত দক্ষিণা কোথায় ?" আমি তাঁহাকে সহস্র সুবর্ণ দক্ষিণা দিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি। অযোধ্যারাজ্যের সদৃশ দানের দক্ষিণা সহস্র সুবর্ণের ন্যূন হওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু আগামী সূর্য্যাস্তের মধ্যে সহস্র সুবর্ণ উপার্জ্জন কিরূপে হইবে ?"

রাজ্ঞী। "দ্বিতীয় কোন উপায় কি নাই ?"

রাজা। "তুমিই ভাবিয়া দেখ। হয় উপার্জ্জন, না হয় অপরের সাহায্য গ্রহণ। উপার্জ্জন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যের সাহায্য-গ্রহণ জীবনে কখনও করি নাই, এখনও করিব না। নিজের দেহ ও প্রাণ থাকিতে যে অপরের সাহায্য গ্রহণ করে, রাজপথচারী কুক্কুরের অপেক্ষাও সে অধম।"

রাজ্ঞী রাজার মনের ভাব বুঝিলেন; বলিলেন "এখানে কি দাসী ক্রয় বিক্রয় হয় না ?"

রাজা। "হয় বৈ কি। কিন্তু তুমি এ প্রশ্ন করিলে কেন ?"

রাজ্ঞী। "যদি এখানে দাসী ক্রয় বিক্রয় হয়, তবে আপনি অগ্রে আমাকে বিক্রয় না করিয়া নিজেকে বিক্রয় করিতে পারিবেন না।"

রাজা। "সে কি ? প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় বিক্রয় করিতে পারিব না।"

রাজ্ঞী। "তবে প্রাণ থাকিতে আমিও আপনাকে বিক্রীত হইতে দিব না।"

রাজা। "দেবি! তুমিত জীবনে কখনও আমার কথার প্রতিবাদ কর নাই। তবে আজ এ কথা বলিতেছ কেন ? অথবা তোমার দোষ নাই, বুঝিলাম আমার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ই ইহার কারণ।"

রাজ্ঞী সজল নয়নে বলিলেন; "প্রভো! আপনি আমার ইষ্টদেব, ওরূপ কথা বলিবেন না। যে দিন নিজের সুখের জন্য আমি আপনার

কথার প্রতিবাদ করিব, সে দিন যেন আমার জিহ্বা শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। আমি কেন একথা বলিতেছি শুনুন। আমাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ আমাকে সকল অবস্থায় আপনার অনুগামিনী করিয়াছে। আপনি রাজা হইলে আমি রাজ্ঞী, আপনি ভিখারী হইলে আমি ভিখারিণী, আর আপনি দাস হইলে আমি দাসী। সুতরাং অগ্রে যদি আপনি নিজেকে দাসরূপে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে ক্রেতা বিনা মূল্যে আমার উপর দাসী বলিয়া অধিকার স্থাপন করিবে। কিন্তু আপনি অগ্রে আমায় বিক্রয় করিলে তাহার সে অধিকার জন্মিতে পারিবে না। এখন আপনি বিবেচনা করুন, যখন আমার দাসীত্ব অপরিহার্য্য, তখন আমাকেই অগ্রে বিক্রয় করা কর্ত্তব্য কি না।”

রাজ্ঞীর যুক্তির মূলে আরও একটী গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অগ্রে বিক্রয় করিয়াই যদি সহস্র সুবর্ণ হয়, তবে রাজা নিষ্কৃতিলাভ করিবেন।

মহিষীর কথার যুক্তিযুক্ততা এবং সেই সঙ্গে তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে রাজার অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন, “প্রিয়ে! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। আমি অগ্রে তোমাকে পঞ্চশত সুবর্ণে বিক্রয় করিয়া পরে নিজেকে পঞ্চশতে বিক্রয় করিব। কিন্তু প্রিয়ে! যদি দুই জনকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি ক্রয় করেন, তবে তুমি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে?”

রাজ্ঞী। “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। পৃথিবীতে এমন পুরুষ কেহ নাই যে, হরিশ্চন্দ্র-মহিষী শৈব্যার প্রাণ থাকিতে তাহার দেহ অপবিত্র করিতে পারিবে। আর যদি প্রাণ গত হইবার পর করে, তবে তাহাতে আপনারও ক্ষোভ নাই, শৈব্যারও নাই।”

রাজা মহিষীর কথায় শান্তিলাভ করিলেন।

উভয়েই পথশ্রমে কাতর ছিলেন, কথোপকথনে ক্রমে রাজার তন্দ্রা আসিল। এই সময় রাজ্ঞী বলিলেন, "নাথ! অই শুনুন, আবার সেই শব্দ।"

রাজা শ্রবণ মাত্র, চমকিত হইয়া, চক্ষু উন্মীলিত করিলেন।

রাজা ও রাজ্ঞী, অযোধ্যাত্যাগের পর, বারাণসী অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময়, প্রতি দিন, পথে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করিতেন, কিন্তু তাহার কিছুই মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা দেখিতেন যেন কোন অদৃশ্য হস্ত তাঁহাদিগের সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র রহিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা যে তরুতলে বিশ্রাম করিবার সঙ্কল্প করিতেন, দেখিতেন তাহার নিকটে প্রচুর শুষ্ককাষ্ঠ সঞ্চিত রহিয়াছে; সেখানকার ভূমি পরিষ্কৃত, এবং বৃক্ষতলে শয্যারচনার উপযোগী কোমল পত্র ও কিসলয় সংগৃহীত। ফল সংগ্রহের জন্য গমন করিয়া রাজা দেখিতেন সুপক্ক, সুরসাল প্রচুর ফল তরুতলে পতিত আছে। যে প্রদেশে যে জাতীয় ফল জন্মে না, কখনও কখনও তিনি সেই রূপ ফলও দেখিতে পাইতেন। তিনি ভাবিতেন হয়ত কোন খেচর প্রাণীর মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তাহা সেখানে পতিত আছে। যতদিন রাজা ও রাজ্ঞী অযোধ্যারাজ্যের মধ্যে ছিলেন, তত দিন তাহার কণা মাত্র তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। পরে প্রাণধারণের উপযোগী কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন। দুই এক দিন রজনীতে অরণ্যপথে ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদির গর্জ্জন শব্দের পরেই সুতীব্র ধনুষ্টঙ্কার-শব্দ রাজার ও রাজ্ঞীর শ্রুতিগোচর হইত এবং পরদিন প্রভাতে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, হয়ত কোন প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র বা ভল্লুক পথপার্শ্বে বাণ-বিদীর্ণ হইয়া পতিত রহিয়াছে। কখন কখনও গভীর রাত্রিতে মনুষ্যের অস্ফুট কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিত।

কিন্তু রাজা শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেই তাহা নিস্তব্ধ হইত ; রাজা কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না। এক এক দিন তাঁহারা দূর হইতে দেখিতেন, দুইজন তরুণ বয়স্ক, সশস্ত্র সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এত দ্রুত চলিয়াছেন যে, মহিষীকে এবং কুমার রোহিতকে সঙ্গে লইয়া রাজার পক্ষে তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বারাণসীর পথে সন্ন্যাসীর অভাব নাই, সুতরাং তাঁহারা কাহাকেও ইঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসার প্রয়োজন মনে করিতেন না। অন্য দিনের ন্যায় আজিও মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাজ্ঞী রাজাকে উদ্বোধিত করিলেন। রাজা চতুর্দ্দিক দেখিয়া আসিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আবার আসিয়া শয়ন করিলেন। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় উভয়েই সে রাত্রি আর চক্ষু নিমীলিত করিতে পারিলেন না। ঊষার প্রথমালোক সঞ্চারের সঙ্গে উভয়ে জাগ্রত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাঠক! পাঠিকা! রাজা ও রাজ্ঞীকে বারাণসীধামে রাখিয়া, আসুন, আমরা একবার অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। দেখি, হরিশ্চন্দ্রের অনুপস্থিতি-কালে, তাঁহার প্রিয় রাজধানী অপরের দ্বারা কিরূপে শাসিত হইতেছে। প্রথমে পূর্ব্বের কথা বলিব।

রাজা যে দিন অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন, সেই দিন গভীর নিশীথে রাজপ্রাসাদের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে মহর্ষি বিশ্বামিত্র উপবেশন করিয়া আছেন। প্রকোষ্ঠ সর্ব্ববিধ রাজযোগ্য উপকরণে ও সজ্জায় সুশোভিত। কিন্তু মহর্ষি একখানি সামান্য কুশাসনে

উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে; অদূরে তাঁহার পুত্র মধুচ্ছন্দা এবং কয়েকটী শিষ্য, বিনীত ভাবে উপবেশন করিয়া, তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। তাঁহাদিগের বেশ, ভূষা সাধারণ ঋষিকুমারদিগের ন্যায়, কেবল প্রত্যেকের পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণীর এবং করে শরাসন শোভা পাইতেছে। মহর্ষি চিন্তামগ্ন; কোন দিকে শব্দমাত্র নাই। বহুক্ষণ পরে মহর্ষি শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—

"বৎসগণ! বিধাতার ইচ্ছায় ইক্ষ্বাকুপ্রতিষ্ঠিত এই বিশাল রাজ্য আমাদিগের অধীনে আসিয়াছে। ইহার সুশাসনের জন্য আমরা এক্ষণে দায়ী। যাহাতে প্রজাদিগের ধন, প্রাণ এবং ধর্ম্ম রক্ষা হয়, আমাদিগকে তজ্জন্য যত্নবান হইতে হইবে। ইহাতে তোমাদিগের অধ্যয়নের ও তপশ্চর্য্যার সাময়িক বিঘ্ন ঘটিলেও এ কর্ত্তব্য পরিহার করিলে চলিবে না। তোমাদিগের ভরসাতেই আমি এই গুরুভার গ্রহণে সম্মত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিলে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিব।"

মহর্ষির শিষ্যদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিলেন, "গুরুদেব! দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে আপনার আদেশপালনই আমাদিগের ধর্ম্ম এবং তাহাতেই আমরা অভ্যস্ত। যাহা অনুমতি করিবেন, প্রাণপণে তাহা পালন করিব।"

মহর্ষি বলিলেন; "এ রাজ্য সমৃদ্ধ, সুশাসিত এবং সুশৃঙ্খলাক্রমে পরিচালিত। মন্ত্রী সুমিত্র এবং তাঁহার সহকারী সচিবগণ সকলেই রাজকার্য্যে পারদর্শী এবং বিশ্বস্ত। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে রাজকার্য্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে না! তোমরা কেবল অলক্ষিতে প্রজার অবস্থা ও মনোগত ভাব পর্য্যবেক্ষণ কর; তাহা হইলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সবল যাহাতে

দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার না করে, ধনীর ধন, মানীর মান, সতীর সতীত্ব, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা পায়, তোমরা তাহা দেখিও। তোমরা স্মরণ রাখিও, যতই উন্নত সমাজ হউক, তাহাতে অশিষ্ট এবং অধার্ম্মিক লোকের অত্যন্তাভাব কখনই হয় না। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন রাজধর্ম্ম। তোমরা শিষ্ট ও রাজভক্ত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সাহায্য করিবে, কিন্তু অশিষ্ট ও রাজদ্রোহিদিগকে চূর্ণ করিবে। কোমলতা রাজধর্ম্ম নয়। আমি তোমাদিগকে কীট, পতঙ্গেরও প্রতি দয়াপ্রকাশে উপদেশ দিয়াছি। প্রয়োজন বোধে দুষ্কৃতের প্রাণদণ্ডের জন্যও আজ উপদেশ দিতেছি। হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত নাই ভাবিয়া বহিঃশত্রুগণ যাহাতে রাজ্য আক্রমণ না করে, তজ্জন্য সতর্ক থাকিবে। বৎস মধুচ্ছন্দা! এ রাজ্য অদ্য হইতে আমাদিগের বটে, কিন্তু নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ হইয়া আমাদিগকে এ রাজ্য পালন করিতে হইবে। আমাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাও আমরা এই রাজ্য হইতে গ্রহণ করিব না। তপোবনে যেরূপে আমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, এখানেও সেইরূপে হইবে। আমার শিষ্যদিগের মধ্যে যাহাদিগের উপর কুশ, সমিধ্ ও পুষ্প সংগ্রহের, যাহাদিগের উপর নীবারবপনের এবং যাহাদিগের উপর হোমধেনু চারণের ভার ছিল এখনও তাহাদিগের উপর সেই সেই ভার থাকিবে। তোমরা মনে রাখিবে, যেন তোমরা সিদ্ধাশ্রমেই বাস করিতেছ। তপোবনের কৃচ্ছ্র ও কঠোরতার পর নগরীর প্রলোভন স্বভাবতঃ চিত্ত আকৃষ্ট করে, কিন্তু তোমরা কোন প্রকার ভোগসুখের বা বিলাসদ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করিবে না। তোমাদিগের আচরণ দেখিয়া নাগরিকগণ যেন সংযম ও সদাচার শিক্ষা করিতে পারে। বৎস মধুচ্ছন্দা! এই গুরুভার তোমার উপর রহিল।"

মধুচ্ছন্দা করযোড়ে বলিলেন, "শিরোধার্য্য।"

তখন মহর্ষি বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বৎস সৌধাতকি! তোমারও উপর একটী গুরুভার দিব। হরিশ্চন্দ্র আমাদিগকে তাহার রাজ্য দান করিয়াছে বটে, কিন্তু দানের দক্ষিণা দিতে না পারিয়া ঋণাবদ্ধ রহিয়াছে। দেহ ভিন্ন তাহার ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত অন্য কোন সম্বল নাই। সুতরাং আমাদিগের ঋণোদ্ধারের জন্য যাহাতে তাহার দেহ নষ্ট না হয়, তাহা দেখিতে হইবে। আমি সংবাদ লইয়াছি, সে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। মহাবল ও পিঙ্গল আমার আদেশে অগ্রেই সেই পথে গিয়াছে। মহিষীকে এবং রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া হরিশ্চন্দ্র এখনও অধিক দূর যাইতে পারে নাই। তুমি কাত্যায়নকে সঙ্গে লইয়া তাহার অনুসরণ কর। তাহার পত্নী, পুত্রের কোন অমঙ্গল ঘটিলে হয়ত শোকে তাহার প্রাণ নষ্ট হইতে পারে; তাহা হইলে আমাদিগের ঋণোদ্ধারের পথ থাকিবে না। সুতরাং তাহার ন্যায় তাহার পত্নী, পুত্রেরও প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। তাহাদিগের খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের জন্য এবং দস্যু, তস্কর ও ব্যাঘ্রাদি হইতে তাহাদিগকে রক্ষার জন্য যাহা যাহা করা আবশ্যক, বিবেচনা পূর্ব্বক করিবে। তাহারা যেখানে যাইবে, ছায়ার ন্যায়, সেখানে তাহাদিগের অনুসরণ করিবে। কিন্তু সাবধান! তোমরা যে তাহাদিগের জন্য কিছু করিতেছ, তাহারা যেন তাহা জানিতে না পারে। রাত্রি শেষ না হইতে হইতে তোমরা তাহাদিগের অনুসরণ কর। যতদিন তোমাদিগের সহিত আমার কাশীতে সাক্ষাৎ না হয়, ততদিন আমার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবে।"

শিষ্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া মহর্ষির চরণবন্দনা পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য শিষ্যগণও, একে একে, মহর্ষির চরণে প্রণাম

করিয়া বিদায় লইলেন। তখন মহর্ষি, অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া, করযোড়ে বলিলেন, "ব্রহ্মণ্য দেব! এ আবার কি ভার দিলে? এ পরীক্ষা ত হরিশ্চন্দ্রের নয়, দেখিতেছি আমারই! দাতা এবং গ্রহীতা পরস্পরের যোগ্য হইলেই দান সার্থক হয়; দেখিও, যেন তোমার বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের দানের অনুপযুক্ত না হয়।"

ক্রমে রজনী অধিক হইয়াছিল; মহর্ষি বাহুমাত্র অবলম্বনে সেই কুশাসনে শয়ন করিলেন। তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া, পাঠক, আসুন আমরা কাশীতে প্রত্যাগমন করি।

প্রত্যূষে মণিকর্ণিকা-স্নানে সমাগত কাশীবাসী ও কাশীবাসিনীগণ, সবিস্ময়ে, পরস্পরকে কি দেখাইতেছেন। অন্য দিনের অপেক্ষা নদীতীরে অধিক জনতা হইয়াছে। যাঁহারা শবদাহের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা, শব রাখিয়া, একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। যাঁহারা স্নানার্থ জলে অবগাহন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিমজ্জনে বিলম্ব করিতেছেন, যাঁহাদিগের স্নান শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারাও নদীতীরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। লোকে দেখিতেছিলেন এক অলৌকিক রূপবান পুরুষ এবং এক অলৌকিক রূপবতী রমণী নদীতে স্নানার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে একটী পঞ্চমবর্ষীয় সুকুমার বালক। বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য দেশদেশান্তর হইতে কতলোকই কাশীধামে আসিয়া থাকেন। সুতরাং রূপবান বা রূপবতী দর্শন কাশীবাসীদিগের পক্ষে অসুলভ নয়। কিন্তু এমন রূপ কেহ কখনও দেখে নাই; যেমন বর্ণ, তেমনই অঙ্গসৌষ্ঠব; তেমনই কমনীয়তা। তিন জনেই পরস্পরের যোগ্য। তাঁহাদিগের মুখ হইতে এমন একটী পবিত্র জ্যোতি বহির্গত হইতেছিল যে, সাধারণ মানবে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কেহ বলিলেন, "ইঁহারা ইন্দ্র, শচী এবং জয়ন্ত।" কেহ বলিলেন

"ইঁহারা নারায়ণ, লক্ষ্মী এবং মন্মথ ;" কেহ বলিলেন "তাহা হইলে ইঁহাদিগের সঙ্গে ধন, জন থাকিত ; দেখিতেছ না, এক একখানি বসন ভিন্ন ইঁহাদিগের অন্য সম্বল কিছু নাই। ইঁহারা অপর কেহ নহেন, স্বয়ং হর, গৌরী ; কার্ত্তিকেয়কে সঙ্গে লইয়া দরিদ্রবেশে নিজেদের রাজধানী কাশী দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তই অধিকাংশ লোকের মনঃপূত হইল। লোকে যখন এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছিল, তখন সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষ ও রমণী, স্নান সমাপনান্তে, অঞ্জলিপুটে গঙ্গাজল লইয়া, সিক্ত বস্ত্রে, বিশ্বনাথের মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। কৌতূহলী জনসংঘ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ইঁহারা কি ভাবে পূজা সমাপন করিলেন, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনে ইঁহাদিগের নয়ন কিরূপ বাষ্পায়িত এবং শরীর কিরূপ রোমাঞ্চিত হইল, কি বলিয়া ইঁহারা তাঁহাদিগের নিকট আপন আপন হৃদয়-বেদনা জ্ঞাপন করিলেন, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। ভক্তিমান পাঠক, ভক্তিমতী পাঠিকা তাহা কল্পনা করিয়া লউন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদিগের পূজা সমাপ্ত হইল। পুরস্কার প্রত্যাশায় হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, তাঁহারা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে মন্দির-রক্ষক অঙ্গনের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। যখন দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন তথায় এত লোক সমবেত হইয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়াছিল যে, তাহাদিগের মধ্যে তাঁহারা কোথায় অদৃশ্য হইলেন, কেহ জানিতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শীর্ণকায়া অসি, শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, যেখানে আপনার ক্ষীণ স্রোত গঙ্গা-প্রবাহে অর্পণ করিত, তাহার উত্তর পশ্চিমাংশে এক বিস্তৃত তিন্তিড়ী-কানন। বিপুলকায় প্রাচীন তিন্তিড়ী বৃক্ষসমূহের ঘন সন্নিবেশে এই স্থানটী সর্ব্বদা ছায়াবৃত থাকিত। এখানে লোকের বাস ছিল না, বৎসরের অন্যান্য সময় এখানে মনুষ্য-সমাগম হইত না। কিন্তু বিজয়া দশমী হইতে দীপান্বিতার উৎসব-শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক শনিবার, ইহা জনপূর্ণ ও কোলাহলময় থাকিত। তৎকালে দেশদেশান্তর হইতে নানা শ্রেণীর লোক এখানে দাস, দাসী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য সমাগত হইত। সাধারণ গৃহস্থ হইতে রাজদূতগণ পর্য্যন্ত এখানে উপস্থিত হইয়া নিজেদের প্রয়োজন মত দাস, দাসী ক্রয় করিতেন। তপঃস্বাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণ আপনার পূজার্চ্চনার সাহায্যের জন্য দাসী, ধনাঢ্য জন গৃহকার্য্যের জন্য পরিচারিকা ক্রয় করিতেন এবং ইন্দ্রিয়সেবী, পাপাসক্ত পুরুষ এখান হইতে পণ্যস্ত্রী ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। যুদ্ধে ও দ্যূতে পরাজিত, ঋণ পরিশোধে অসমর্থ, রাজদণ্ডে দণ্ডিত এবং দস্যুতস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত শত শত ব্যক্তি প্রত্যেক শনিবার ব্যবসায়িদিগের দ্বারা বিক্রয়ার্থ এখানে আনীত হইত। আজ শনিবার, হাট বসিয়াছে; তিন্তীড়ী-কানন লোকে পূর্ণ। চতুর্দ্দিকে কোলাহল এবং চীৎকার শ্রুত হইতেছে। যাহাতে উৎকৃষ্ট দাস, দাসী অগ্রে কেহ ক্রয় করিয়া না লয়, তজ্জন্য ক্রেতৃগণ ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। ব্যবসায়িগণ চীৎকার করিয়া আপনাদিগের আনীত দাস, দাসীদিগের রূপ, গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে। বিক্রয়ার্থ দাস,

দাসীদিগের মধ্যে কেহ দুঃখে ম্রিয়মাণ, কেহ বা নিজের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন, কেহ বা স্ফূর্ত্তিযুক্ত। যে সকল ধার্ম্মিক পুরুষ, অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু, ঋণ পরিশোধের জন্য, আত্ম বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখ মলিন এবং চক্ষু সজল; তাঁহারা অধোমুখে ক্রেতার প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু যাহারা দুই চারিবার ক্রীত বিক্রীত হইয়াছে, তাহারা এবং যাহারা কোন গুরুতর পাপকার্য্যের জন্য রাজদণ্ডে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে, তাহারা পরিহাস-সূচক বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রেতাকে আহ্বান করিতেছে। যে সকল পবিত্র-স্বভাবা নারী, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে, বিক্রয়ার্থ আনীতা হইয়াছেন, তাঁহারা, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, কম্পান্বিত কলেবরে, দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অন্য দিকে চরিত্রহীনা নারীগণ অসম্বৃত বসনে দুঃশীল পুরুষদিগের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দাসদিগের মধ্যে কাহারও পদ শৃঙ্খলিত, কাহারও হস্ত রজ্জুবদ্ধ, কাহারও গলদেশে সুবৃহৎ প্রস্তর বা কাষ্ঠখণ্ড দোদুল্যমান। অধিকাংশ ব্যক্তিরই দেহ শীর্ণ, বসন গ্রন্থিযুক্ত এবং মস্তকের কেশ রুক্ষ; কিন্তু ব্যবসায়িগণ যে সকল দাস, দাসী বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে, তাহারা অপেক্ষাকৃত পুষ্টদেহ, সুবেশ, পরিচ্ছন্ন এবং মাল্যচন্দনে ভূষিত। স্থানে স্থানে নৃত্যগীত এবং মল্লযুদ্ধ হইতেছে। কোন্ বিক্রয়যোগ্যা নারী নৃত্যগীতে কিরূপ পারদর্শিনী, কোন্ বিক্রয়যোগ্য পুরুষ কিরূপ বলবান, ক্রেতাদিগকে তাহা দেখাইবার জন্য ব্যবসায়িগণ তাহাদিগের গুণপণা প্রদর্শন করাইতেছে। দাসহট্টের এক দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনতা হইয়াছে। তথায় এক পরম রূপবান পুরুষ, এক অনুপম রূপবতী নারী এবং এক দেবশিশুসদৃশ বালক বিক্রয়ার্থ অপেক্ষা করিতেছেন। মণিকর্ণিকাস্নায়ী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে দ্বিগুণ বিস্ময়ে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে-

ছেন। প্রবীণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরস্পরকে বলিতেছেন, "বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? যদি এরূপ ব্যক্তি দিগের অদৃষ্টে দাসত্ব লিখিত থাকে, তবে ধর্ম্ম কোথায়?"

বলিতে হইবে কি ইঁহারাই রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাজ্ঞী শৈব্যা এবং কুমার রোহিতাশ্ব। মণিকর্ণিকায় স্নানান্তে, বিশ্বনাথের পূজা সমাপন করিয়া, ইহাঁরা দাসহট্টে আসিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য এবং আপনাদিগের পরিণাম চিন্তা করিয়া রাজার ও রাজ্ঞীর হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। বালক রোহিতাশ্ব কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতেছিল। একবার কোন ক্রেতা একটী বালককে ক্রয় করিয়া তাহার মাতার নিকট হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল, দেখিয়া রোহিত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই মাতার আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনালাভ করিল। রাজা এক একবার, বামহস্তে নিজের বক্ষ চাপিয়া ধরিতেছিলেন, তাঁহার মুখ আরক্ত, নাসারন্ধ্র প্রসারিত, এবং ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতেছিল। তিনি কখন সস্নেহে রাজ্ঞীর কর ধারণ করিতেছিলেন, কখনও বা রোহিতকে বক্ষে তুলিয়া লইতেছিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অতি মধুরস্বরে বলিলেন; "নাথ! আপনি এত কাতর হইতেছেন কেন? এ পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র; পৃথিবীর সুখ, দুঃখ কর্ম্মের পরিণাম নয়। অনন্তকাল, অনন্ত লোক রহিয়াছে; ধর্ম্মের পুরস্কার অবশ্যই মিলিবে।"

রাজা। "প্রিয়ে! আমি নিজের জন্য বিন্দু মাত্রও কাতর নই, আমি আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি; কিন্তু আমার কর্ম্মফলে যে তোমাকে এবং রোহিতকে এই অবস্থায় পড়িতে হইল ইহাই আমার দুঃখ।"

৫ রাজ্ঞী। “নাথ! ওকথা ভাবেন কেন? আপনার কোন দুষ্কর্ম্মের জন্যত আমাদিগের এ অবস্থা ঘটে নাই। আর্ত্ত ও বিপন্নকে রক্ষা করিতে যাইয়াইত আপনাকে এ ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। তবে ইহাতে দুঃখ কি? আমিত এই দাসত্ব গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেছি। বিশ্বনাথ কেবল এই করুন, যেন আপনি, শেষ পর্য্যন্ত, নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। আমার ও রোহিতের জন্য আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইবেন না। আমি নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিব, রোহিতকে নিজের রক্ত দিয়া পালন করিব। আর আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমাদিগের এ দুঃখ কখনও স্থায়ী হইবে না। এখনও রাত্রি, দিন হইতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য উঠিতেছে। ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে।”

রাজা আশ্বস্ত হইলেন। রাজ্ঞীকে দেখিয়া অবধি দুর্ব্বৃত্ত ক্রেতৃগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট গতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল! মধ্যে মধ্যে দুই একটী অপমানসূচক পরিহাস-বাক্য প্রয়োগেও তাহারা নিরস্ত ছিল না। কিন্তু রাজা ও রাজ্ঞী নিজেদের অবস্থা বিবেচনায় তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই, সুতরাং কাপুরুষদিগের সাহস ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন অতি নিকটে আসিয়া বলিল, “সুন্দরি! একটী গান গাও, তোমার গলার সুর কেমন শুনি।”

আর একজন পার্শ্ববর্ত্তী এক বহুমূল্য পরিচ্ছদপরিহিত পুরুষকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল; “আমাদের শেঠজী বড় নাচ ভালবাসেন; রূপসি! একটু নেচে দেখাও। মনের মত হ’লে সোণার সিংহাসনে বসে থাক্‌বে।”

অপেক্ষাকৃত অধিক সাহসী এক দুর্ব্বৃত্ত রাজ্ঞীর নিকটে আসিয়া বলিল, “সুন্দরি! একবার ভাল হয়ে দাঁড়াও, তোমার চাঁদমুখ

খানি দেখি।" পাপিষ্ঠ, এই বলিয়া, রাজ্ঞীর চিবুক ধারণের জন্য দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিল। দেখিয়া রাজ্ঞী একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। রাজাও পাপিষ্ঠের আচরণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তোলিত দক্ষিণ পদ পাপিষ্ঠের বক্ষে পতিত হইবার পূর্ব্বেই রাজদম্পতী দেখিতে পাইলেন জটাজূটধারী, এক মহাকায় পুরুষ, নিমেষের মধ্যে, পশ্চাৎ হইতে, পাপিষ্ঠের গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক এমন বলে তাহাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করিলেন যে, কঠিন মৃত্তিকার উপর পতিত হওয়াতে তাহার নাসা ও মুখ হইতে অনর্গল রক্তস্রাব হইতে লাগিল এবং পাপিষ্ঠ যন্ত্রণায় শরাহত শূকরের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তখন চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল উত্থিত হইল, এই অবসরে সেই জটাজূটধারী পুরুষ যে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, কেহ দেখিতে পাইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছিল, ক্রেতৃগণ আপন আপন মনোনীত দাস, দাসী ক্রয় করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর রাজা ও রাজ্ঞীকে ক্রয় করিবার জন্য অধিক লোক অগ্রসর হইল না। দুই চারিজন যাহারা আসিল, তাহারা উভয়ের মূল্য সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, প্রস্থান করিল। রাজার উদ্বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দিতে না পারিলে তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট

হইবেন এই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত অস্থির হইল। লোকে দাসত্বকে ভয় করে, ঘৃণা করে, কিন্তু রাজা ও রাজ্ঞী দাসত্বপাশ কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাঁহাদিগের নিকট বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কতক্ষণে কোন্ ক্রেতা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন এই জন্য তাঁহারা উৎসুক হইয়া রহিলেন। সূর্য্যাস্তের দুই দণ্ডমাত্র অবশিষ্ট রহিল; এই সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মুদ্রাবাহী কতিপয় ভৃত্যের সঙ্গে সেই দিকে আগমন করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় শত বর্ষের নিকটবর্ত্তী, মস্তকের কেশ পারদের ন্যায় শুভ্র, শরীর শিথিল। যষ্টির উপর ভর করিয়া তিনি রাজ্ঞীর নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বহুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভদ্রে! তোমাকে দেখিয়া সুশীলা ও সৎকুলজাতা বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি কোন্ জাতীয়া?"

রাজ্ঞী। "আমি ক্ষত্রিয়াণী।"

ব্রাহ্মণ। "কে তোমায় বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে?"

রাজ্ঞী। "আমার স্বামী।" এই বলিয়া তিনি পার্শ্বস্থিত রাজাকে দেখাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন রাজাকে লক্ষ্য করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন; "হতভাগ্য পুরুষ! তুমি তোমার এই লক্ষ্মীপ্রতিমা পত্নীকে কি জন্য বিক্রয় করিতে আনিয়াছ?"

রাজা অধোমুখে বলিলেন, "ঋণ পরিশোধার্থ।"

ব্রাহ্মণ। "হা ধিক! দেখিতেছি পাপ দ্যূতক্রীড়াই তোমাদিগের ক্ষত্রিয়গণের সর্ব্বনাশের কারণ; পত্নীপুত্র বিক্রয় করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিতে কি তোমাদিগের লজ্জা বোধ হয় না?"

রাজা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাজ্ঞী মধুর বাক্যে বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার স্বামীকে তিরস্কার করিবেন না। তিনি দ্যূতে

পরাজিত হইয়া আমাকে বিক্রয় করিতেছেন না। ব্রাহ্মণের দক্ষিণা-সংগ্রহের জন্য করিতেছেন!"

ব্রাহ্মণ অধিক উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, দক্ষিণাসংগ্রহের জন্য?" "কে সেই অবিদিতধর্ম্মা, নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ যে, এরূপ ভাবে সংগৃহীত অর্থ দক্ষিণা গ্রহণে পরাঙ্মুখ নয়?"

রাজা বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমাদিগের পূজ্য ব্যক্তির নিন্দা শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে পাপভাগী করিবেন না। আমি স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় দ্বারা দক্ষিণা সংগ্রহ করিতেছি, তিনি করিতে বলেন নাই।"

ব্রাহ্মণ। "ভাল! সন্তুষ্ট হইলাম; তোমার পত্নীর মূল্য কত?"

রাজা। "পঞ্চশত সুবর্ণ মুদ্রা।"

ব্রাহ্মণ চমকিত হইয়া বলিলেন; "কাশীর সৃষ্টি হইতে কখনও এ মূল্যে কোন দাসী বিক্রয় হয় নাই।"

ব্রাহ্মণের একজন অনুচর শুনিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া অনুচ্চ-স্বরে বলিল;

"ঠাকুর! এ কি বলিতেছেন? কাশীর সৃষ্টি হইতে এমন দাসী কি কখনও বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছে? অল্পমূল্যে কোন চরিত্র-হীনা নারীকে ক্রয় করিয়া কি দেবসেবায় নিযুক্ত করিতে চান? এ বৎসরের এই শেষ হাট; আর অধিক দাস, দাসী এ বৎসর আসিবে না। শীঘ্র ক্রয় করুন।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণ রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার গুণ কি? আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণোচিত গুণ জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রাজ্ঞী। "প্রভো! দেবসেবা, অতিথিসেবা, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যে আমি আপনার সাহায্য করিতে পারিব।"

ব্রাহ্মণ। "কি করিবে?"

। "আমি আপনার পূজার জন্য জল, পুষ্প ও দূর্ব্বা সংগ্রহ করিব; চন্দন ঘর্ষণ ও ধূপ গঠন করিব, অতিথিগণের জন্য অন্ন এবং যজ্ঞার্থ চরু পাক করিব; দৈনিক পঞ্চ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া দিব এবং ঋত্বিক্‌গণের উপদেশ অনুসারে অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, ও সৌত্রামণি প্রভৃতি যজ্ঞে সোমকণ্ডন এবং পুরোডাশ নির্ম্মাণ করিব। ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনি আমাকে যে যে উপদেশ দিবেন, আমি, শুদ্ধ ও সংযত হইয়া, কায়মনোবাক্যে তাহা পালন করিব।"

ব্রাহ্মণ। "তোমার কি এই সকল কার্য্যের অভিজ্ঞতা আছে?"

রাজ্ঞী। "প্রভো! একদিন আমার গৃহে সর্ব্ববিধ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান হইত। আমি স্বহস্তে তাহার অনেক কার্য্য করিতাম।"

ব্রাহ্মণ। "আমি এইরূপই একটী দাসী অন্বেষণ করিতেছি। কিন্তু তোমার স্বামী যে মূল্য চাহিতেছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত।"

রাজ্ঞী। "ঠাকুর! তিনি অসঙ্গত মূল্য বলেন নাই। আমাদিগের ঋণ সহস্রসুবর্ণপ্রমাণ। আমাকে পঞ্চশত মুদ্রায় বিক্রয় করিয়া তিনি নিজেকে অবশিষ্ট পঞ্চশতে বিক্রয় করিবেন স্থির করিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ। "কেন? তোমাদিগের ত এই একটী সন্তান আছে দেখিতেছি; ইহাকে বিক্রয় করিলেত তোমরা কিছু মূল্য পাইতে পার।"

রাজ্ঞী। "না; ইহাকে বিক্রয় করিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। বালক যদি জীবিত থাকে, তবে সে যেন স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত না হয়। আপাততঃ বালক আমার নিকটেই থাকিবে।"

ব্রাহ্মণ। "এইত তুমি আর এক বাধা উপস্থিত করিলে। কে ইহার গ্রাসাচ্ছাদন দিবে? আর এ তোমার সঙ্গে থাকিলে তুমিত আমার কার্য্য করিতে সময় পাইবে না, ইহার রক্ষণাবেক্ষণেই

তোমার সময় যাইবে। বালকের চীৎকারে আমার ধ্যানের ব্যাঘাত হইবে।”

রাজ্ঞী। “ইহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আপনাকে কিছু দিতে হইবেনা। আপনি আমার জন্য যে এক মুষ্টি অন্ন, একখানি বস্ত্র দিবেন, তাহাতেই আমাদের দুই জনের চলিবে। এই বালক স্বভাবতঃ সুশীল এবং আজ্ঞাপালনে অভ্যস্ত। পঞ্চম বর্ষীয় হইলেও এ আপনার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া আনিবে, আপনার পূজার আসন পাতিয়া দিবে, স্নানকালে গঙ্গাতীরে আপনার পাদুকা বহিয়া লইয়া যাইবে। ইহার দ্বারা আপনার আরাধনার বিঘ্ন হইবে না। আর আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, আপনার কার্য্য প্রথমে, বালকের রক্ষণাবেক্ষণ তাহার পরে।”

ব্রাহ্মণ। “তোমার কথায় আমার আস্থা হইতেছে; উত্তম! “আমি তোমায় ক্রয় করিলাম, কে মূল্য গ্রহণ করিবে?”

এই সময় কোথা হইতে অযোধ্যারাজ্যের সূর্য্যাঙ্কিত পতাকা ধারণ করিয়া কয়েক জন অস্ত্রধারী সন্ন্যাসী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের নায়ক রাজার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। পত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রেরিত; তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল।”

“হরিশ্চন্দ্র! সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি-রক্ষায় সমর্থ না হও, তবে অসঙ্কোচে তোমার দান প্রতিগ্রহণ করিতে পার।”

রাজা পত্রের মর্ম্ম রাজ্ঞীকে বলিলেন এবং ক্রেতা ব্রাহ্মণকে পত্র-বাহকের নিকট পঞ্চশত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ মূল্য প্রদান করিয়া রাজ্ঞীকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন।

রাজা ও রাজ্ঞী পরস্পরকে একটী কথাও বলিলেন না; কিন্তু তাঁহাদিগের সকরুণ দৃষ্টি নীরব ভাষায় পরস্পরের নিকট হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিল। রাজ্ঞী, করযোড়ে রাজাকে প্রণাম করিয়া, রোহিতের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণের অনুগামিনী হইলেন। রাজা নেত্র মার্জ্জনা করিয়া যখন চাহিয়া দেখিলেন, তখন আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না।

সূর্য্য অস্তমিত হইবার আর এক দণ্ড মাত্র আছে। হট্টের জনতা হ্রাস হইয়াছে; উচ্চশ্রেণীয় ক্রেতৃগণ প্রায় সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা একাকী এক তরুতলে দণ্ডায়মান আছেন, এবং বারম্বার অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। মহিষীর এবং কুমারের বিচ্ছেদ তাঁহাকে আর মর্ম্মপীড়া দিতেছে না। কেমন করিয়া অবশিষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে তিনি ঋণমুক্ত হইবেন, তাহাই কেবল তিনি চিন্তা করিতেছেন। এই সময় এক ক্রূরদর্শন, স্থূলদেহ পুরুষ, অস্ত্রধারী অনুচরগণ সঙ্গে লইয়া, সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে রক্তবর্ণ বসন, কণ্ঠে রক্তকরবীপুষ্পের মাল্য, ললাটে রক্তচন্দন। তাহার বাহুতে সুবর্ণের স্থূল অঙ্গদ, কণ্ঠে স্বর্ণ ও প্রবালে গ্রথিত মালা। মদ্যপানে তাহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ; তাহার মুখ হইতে মদিরার উগ্র গন্ধ বাহির হইতেছিল। তাহার অনুচরগণের বেশ ভূষাও তাহার অনুরূপ, কেবল তাহাদিগের দক্ষিণ হস্তে এক একটী সুদৃঢ় লৌহশীর্ষ দণ্ড, কটিদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা; কাহারও পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ; কাহারও হস্তে আবৃতচক্ষু শ্যেনপক্ষী; কাহারও সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ বৃহৎকায় কুক্কুর। এই ব্যক্তির আগমনের সঙ্গে হট্টের কোলাহল নিস্তব্ধ হইল। "চণ্ডালরাজ আসিতেছে," চণ্ডালরাজ আসিতেছে" বলিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অস্ফুটস্বরে পরস্পরকে বলিতে লাগিল।

হরিশ্চন্দ্র যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন চণ্ডালরাজ সেখানে উপস্থিত হইল, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার আপাদমস্তক দেখিয়া আপনার পার্শ্বচরকে বলিল ;

"অরে ভালুকা ! এতক্ষণের পর একটা মানুষের মত মানুষ দেখ্‌লাম ; তুই কি বলিস্‌ !"

ভালুকা বলিল। "হাঁ রাজা ! ঠিক বটে, এইটাকে তুমি কিনিয়া লও।"

চণ্ডালরাজ তখন হরিশ্চন্দ্রের নিকট যাইয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "আরে পুরুষা ! কে তুই, তোর এ দশা কেন হইল ?"

রাজা বলিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়, ঋণপরিশোধের জন্য নিজেকে বিক্রয় করিতে আসিয়াছি।"

চণ্ডালরাজ। "ভাল ভাল ! জুয়া খেলার নেশায় পড়িয়াছ, এই জুয়াখেলায় তোদের ক্ষত্রিয়দের সর্ব্বনাশ হইবে। তোদের দেখাদেখি আমার বেটারাও জুয়াখেলা ধরিয়াছে !"

রাজা। "আমি কখনও দ্যূতক্রীড়া করি না।"

চণ্ডালরাজ। "তবে কি মদ ধরিয়াছ !"

রাজা। "আমি জীবনে কখনও মদ্য স্পর্শ করি নাই।"

চণ্ডালরাজ। "গৌড়ী ?" "মাধ্বী ?" "পৈষ্টী ?"

রাজা শিরঃ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন এই তিন প্রকার মদ্যের মধ্যে কোনওটী তিনি কখনও স্পর্শ করেন নাই।

চণ্ডালরাজ বিস্মিত হইল এবং পার্শ্বচরকে আহ্বান করিয়া বলিল ; "শোন্‌রে ভালুকা ! শোন্‌ ! এ পুরুষা কি বলে। এ কখনও জুয়া খেলে নাই, মদ খায় নাই। তবে এর এমন দশা কেন হইল ?"

রাজা বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণের দক্ষিণা সংগ্রহার্থ নিজেকে বিক্রয় করিতেছি।"

চণ্ডালরাজ উচ্চহাস্য করিয়া বলিল "তাই বল্, তাই বল্; তোকে জুয়া ধরে নাই, মদে ধরে নাই, ব্রাহ্মণে ধরিয়াছে। দেখ্‌রে ভালুকা! দেখ্! এই ব্রাহ্মণেরাই সব নষ্ট করিল। এরা আমাদিগকে চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিতে ক্ষত্রিয়কে শিখাইয়াছে; আবার ছলে, বলে ক্ষত্রিয়েরও সর্ব্বস্ব লইতেছে। আচ্ছা তোকে ভাল লোক বলিয়া বোধ হইতেছে, তুই কি মূল্য চাস্?"

রাজা। পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা।

চণ্ডালরাজ। "আরে বাপ্! আরে বাপ্! এমন পাগলের মত কথা ত কখন শুনি নাই। পাঁচশত সোণার টাকা? তা'তে যে পঞ্চাশটা মানুষ কেনা হইবে। চল্ ভালুকা! চল্, আজ হাটে কিছু কেনা হইল না।"

ভালুকা বলিল, "রাজা! ব্যস্ত হইও না। পঞ্চাশটা মানুষ কিনিলে পঞ্চাশটার খাবার দিতে হইবে, পঞ্চাশটার থাকিবার ঘর দুয়ার দিতে হইবে, তাহাতে কত টাকা পড়িবে। একটা লোকে যদি পঞ্চাশটার কাষ করিতে পারে, তবে কেন তাহাকে পঞ্চাশটা লোকের মূল্য দিবে না?"

চণ্ডালরাজ। "ঠিক্ ঠিক্। এই জন্যই ত তোকে সঙ্গে লইয়া ফিরি। ভাল! তুই দেখ্, এ আমাদের কাযের মত হবে কিনা।"

তখন ভালুকা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অহে পুরুষ! তুমি পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা মূল্য চাহিতেছ। তুমি কি কাষ করিতে পার?"

রাজা। "ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যাহা কিছু করা সম্ভবপর সমস্তই করিতে পারি।"

ভালুকা। "বেদপাঠ?"

রাজা। বেদপাঠ ব্রাহ্মণেরই কার্য্য। আমার তাহা অগোচর নয়, কিন্তু চণ্ডালগৃহে আমি বেদপাঠ করিব না।"

চণ্ডালরাজ তখন ভালুকার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল। "ভাঙ্ খেয়ে তোর বুদ্ধি গিয়েছে। বেদপাঠে আমার কি দরকার?" "অরে জালুকা, তুই জিজ্ঞাসা কর।"

তখন জালুকা বলিল, "অরে পুরুষা! তুই তরবার চালাইতে, তীর ছুড়িতে, দণ্ড ঘুরাইতে পারিস্?"

রাজা বলিলেন, "চণ্ডালরাজ! এই সকল কার্য্যে আমার সমকক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে অধিক নাই।"

চণ্ডালরাজ বলিল "ভাল! দেখি।"

তখন চণ্ডালরাজের ইঙ্গিতে একজন অনুচর আপনার ধনুর্ব্বাণ রাজার নিকট রাখিল।

চণ্ডালরাজ বলিল; "আচ্ছা! তুই কেমন বাণ ছুড়িতে পারিস্ আমায় দেখা! অই দেখ্!"

এই বলিয়া চণ্ডালরাজ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিন্তিড়ীবৃক্ষের একটী শাখা নির্দ্দেশ করিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চতুর্দ্দিক তমসাবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তথাপি সেই অস্পষ্ট আলোকে রাজা দেখিতে পাইলেন একটী অজাতপক্ষ বকশাবক তিন্তিড়ী বৃক্ষস্থিত শাখা-প্রশাখা-আচ্ছাদিত কুলায়ে বসিয়া আছে, আর একটী বৃহদাকার কৃষ্ণসর্প পার্শ্ববর্ত্তী শাখা হইতে ফণা উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যেই বক-শিশুর সর্পগ্রাসে পতিত হইবার সম্ভাবনা। রাজা দেখিয়া চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সর্পের ছিন্ন মস্তক বৃক্ষতলে পতিত হইল।

চণ্ডাল দল দেখিয়া আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল।

চণ্ডালরাজ বলিল, "হাঁ! তুই তীর ধরিতে শিখিয়াছিস্ বটে। তুই তরবার চালাইতে পারিস্?" ভালুকা বলিল, "রাজা! আর

নয়, এখনই আর একজন দেখিয়া মূল্য বাড়াইবে; কথা শেষ কর।” চণ্ডালরাজ বলিল, “ভাল! তোকে জিজ্ঞাসা করি, তুই বাঘ ভাল্লুকের ভয় করিস্?”

রাজা। “হস্তে ধনুর্ব্বাণ থাকিতে পৃথিবীতে বাঘ, ভাল্লুক, মানুষ কাহাকেও ভয় করি না।”

চণ্ডালরাজ। “ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানাতে তোর ভয় আছে? তোকে যদি আমি শ্মশানে রাখি, তুই থাক্‌তে পার্‌বি?”

রাজা। “বিশ্বনাথের কৃপায় ভূত, প্রেতে আমার ভয় নাই। যেখানে রাখিবেন, সেখানেই থাকিব।”

চণ্ডালরাজ। “ভাল ভাল! তুই আজ হইতে আমার হইলি! কে তোর মূল্য লইবে?”

বিশ্বামিত্রের অনুচরগণ তখনও অনতিদূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজার ইঙ্গিতে চণ্ডালরাজ তাঁহাদিগকে মূল্য দান করিল এবং রাজাকে নিজের পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে বলিল। রাজা আপনাকে অঋণী বুঝিয়া যদিও শান্তি লাভ করিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহিষীর ও কুমারের কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার চিত্ত অস্থির হইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চণ্ডালরাজের অনুবর্ত্তী হইলেন। সন্ধ্যার তিমিরে চতুর্দ্দিক আবৃত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজার দক্ষিণা দানের পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। মহর্ষির সুশাসনে অযোধ্যা ধন, ধান্যে ও সুখ সমৃদ্ধিতে পূর্ব্ববৎ পূর্ণ আছে। দেবসেবা, অতিথিসেবা, সন্ধি, বিগ্রহ কোন বিষয়ে ত্রুটী নাই। মহর্ষি স্বয়ং রাজসভায় বসিয়া বিচার করেন, সাধু, সজ্জন

তাঁহাকে ভক্তি করে, অশিষ্ট, অসাধু তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করে। মহর্ষির শিষ্যগণও বিনীত, সংযতেন্দ্রিয় এবং প্রজার হিত-চিকীর্ষু। তাহারা বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করে, পীড়িতের শুশ্রূষা করে এবং বিপন্নকে উদ্ধার করে। সেই সঙ্গে তাহারা দুষ্টের শাস্তা এবং পাপীর দণ্ডদাতা। সুতরাং মহর্ষির শাসনে প্রজাগণের অশান্তি নাই, অসন্তোষ নাই। রাজ-পরিবর্ত্তনে তাহারা কোন অভাব উপলব্ধি করে না।

কিন্তু এক বিষয়ে প্রজাগণের মন কিছুতেই শান্তি প্রাপ্ত হয় না। ধনী দরিদ্র, গৃহী সন্ন্যাসী, স্ত্রী পুরুষ সকলেই এক অভাব অনুভব করেন। তাঁহারা দেখিতেন, পূর্ব্বে উৎসব দিনে রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা মূর্ত্তিমতী রাজলক্ষ্মীর ন্যায় শৈব্যা রাজার বামে সিংহা-সনে উপবেশন করিতেন। এখন আর তাহা দেখিতে পান না, রাজসভা তাঁহাদিগের নিকট শূন্য বোধ হয়। সাধু, সন্ন্যাসী ও অতিথিগণ দেখিতেন, তিথিবিশেষে, রাজমহিষী, স্বয়ং অন্নপূর্ণার ন্যায়, স্বহস্তে পায়স ও পিষ্টক লইয়া তাঁহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন, এখন আর তাহা হয় না; সুতরাং ভূরি-ভোজনেও তাঁহারা তৃপ্তি পান না। কুটুম্বিনীগণের রাজভবনে যাতায়াত রহিত হইয়াছিল। কেহ তাঁহাদিগকে রাজভবনে নিমন্ত্রণ করেন না। পূর্ব্বে রাজ্ঞী বার, ব্রত, ক্রিয়া, কর্ম্ম, উপলক্ষে তাঁহাদিগকে কতদিন নিমন্ত্রণ করিতেন, কত আদর অভ্যর্থনা করিতেন, স্বহস্তে কতদিন তাঁহাদিগের কেশরচনা করিয়া দিতেন, বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়া দিতেন, এখন আর কেহ তাহা করে না, সুতরাং তাঁহারা রাজার ও রাজ্ঞীর নির্ব্বাসনের সঙ্গে আপনাদিগকেও নির্ব্বাসিতা মনে করিতেন। সাধারণ অযোধ্যাবাসিনীগণ পূর্ব্বে দেখিতেন রাজমহিষী, সরযূতে স্নান করিতে আসিয়া, তাঁহাদিগের কত সুখ দুঃখের

কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কাহার কন্যার কি জন্য বিবাহ হয় নাই, কাহার দুহিতা শ্বশুরালয়ে যাইয়া শ্বশ্রূর কিরূপ প্রিয়পাত্রী হইয়াছে, কাহার পুত্রবধূ প্রসবকালে ক্লেশ পাইয়াছে ইত্যাদি কত প্রশ্ন করিতেন; শিবিকা পূর্ণ করিয়া বস্ত্রালঙ্কার আনিয়া কতজনকে দান করিতেন, এখন আর কেহ সেরূপ করেনা। তাঁহারা ভাবিতেন, মাতৃহীন গৃহে সন্তানের ন্যায়, রাজ্ঞীহীন এ রাজ্যে বাস করিয়া প্রজার সুখ কি? আমাদিগের রাজা, রাণী কি ফিরিয়া আসিবেন না?

মহর্ষি যে ভাবে রাজ্যপালন করিতেছিলেন, তাহাতে রাজা, রাণীর প্রত্যাগমন সম্বন্ধে প্রজারা নিরাশ হয় নাই। মহর্ষি মুখে কোন কথা ব্যক্ত না করিলেও চতুর রাজকর্ম্মচারিগণ বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি অযোধ্যারাজ্য স্থাপ্য ধনেরই ন্যায় ভোগ করিতেছেন; একদিন প্রকৃত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবেন। কর্ম্মচারীদিগের মনের সন্দেহ প্রজাসাধারণেরও মধ্যে লব্ধপ্রসর হইয়াছিল। সেই জন্য মহর্ষির সুশাসন ও সুব্যবস্থার মধ্যেও অযোধ্যাবাসী ও অযোধ্যাবাসিনীগণ ভাবিতেন "হায়! বিধাতার কৃপায় সে দিন কবে হইবে, যে দিন আমাদের রাজা ও রাজ্ঞী আবার অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবেন।"

প্রজাগণ যাঁহাদিগের জন্য এইরূপ ব্যাকুল, তাঁহারা কি অবস্থায় আছেন একবার দেখা যাউক। মহিষী কায়মনে ক্রেতা ব্রাহ্মণের পূজার্চ্চনার সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার আলস্য নাই, বিশ্রাম নাই; যে পূজার ও যে যজ্ঞের জন্য যেরূপ উপাদান আবশ্যক, দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে তাহার আয়োজন করিয়া দিতেছেন। স্বহস্তে উদূখলে শস্য চূর্ণ করিয়া পুরোডাশ নির্ম্মাণ, প্রস্তরে সোমকণ্ডন, প্রভৃতি আয়াসসাধ্য কার্য্যে তিনি সকলের অগ্রবর্ত্তিনী। কিন্তু কেবল পূজার আয়োজনে নয়, গৃহকর্ম্মে এবং ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর সেবাতেও তাঁহার

আলস্য নাই। তাঁহাকে পাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কৃতার্থ হইয়াছেন। এরূপ অকপট স্নেহে কেহ কখনও তাঁহাদিগের সেবা করেন নাই। ব্রাহ্মণের এক কন্যা ছিলেন; তরুণ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; শৈব্যাকে পাইয়া তাঁহারা কন্যার শোক বিস্মৃত হইলেন।

রোহিতাশ্ব এখন অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়াছে। বালকের দেহ সুস্থ ও সবল, বালকের হৃদয় স্নেহ, মমতা এবং ভক্তিতে পূর্ণ। শৈব্যার আদেশে রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের পূজার পুষ্প চয়ন করে, তাঁহার পাদুকা বহন করিয়া গঙ্গাস্নান কালে তাঁহার অনুগমন করে এবং শিষ্যদিগকে অধ্যাপনার সময় তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইলে তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করে। ব্রাহ্মণ তাহার গুণে মুগ্ধ। বালকের গ্রাসাচ্ছাদনের কি হইবে ব্রাহ্মণ একদিন রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; এখন নিজেই তাহার আহারের সুব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত। কোন সুমিষ্ট দ্রব্য পাইলে নিজে আহার না করিয়া তাহার জন্য রাখিয়া দেন, নিজে আহারে বসিয়া, পূর্ব্বে তাহার আহার হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। কোথায় কোন উৎসব হইলে ব্রাহ্মণ তাহাকে সঙ্গে লইয়া দেখাইতে যান্। আগন্তুকগণ মহিষী এবং রাজকুমারকে দেখিয়া ভাবিত, শৈব্যা ব্রাহ্মণের কন্যা এবং রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের দৌহিত্র।

রাজ্ঞী ও রাজকুমার ত এই ভাবে ছিলেন; আর হরিশ্চন্দ্র? তিনি চণ্ডালরাজ কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরবর্ত্তী মহাশ্মশানে শবদাহীদিগের নিকট হইতে শুল্কসংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মৃতদেহ-দাহার্থ অনুমতি-দানের জন্য পণগ্রহণ এবং শবশয্যা ও শববসন-সংগ্রহ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে দুঃখ, কষ্ট আসিতে পারে, এ চিন্তা কখনও না কখন লোকের

মনে উদয় হয়, কিন্তু শ্মশানে চণ্ডালের কার্য্য করিতে হইবে, ইহা কাহারও মনে সহজে উদয় হয় না। যদিও বিধাতা হরিশ্চন্দ্রের ললাটে এই অভাবনীয় দুঃখ লিখিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার তাহাতে বিরক্তি নাই, ক্লেশবোধ নাই; অম্লান বদনে আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতেছেন। দিবারাত্র নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ তিনি সেই মহাশ্মশানে অবস্থিতি করিতেন। বিকৃত, বিশীর্ণ নরদেহ এবং শোক-মলিন বদন ভিন্ন আর কিছু তাঁহার নয়নগোচর হইত না। শিবার অশুভ নিনাদ এবং শোকার্ত্ত.জনের করুণ ক্রন্দন ব্যতীত আর কোন স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। চিতাধূমে তাঁহার তপ্তকাঞ্চনতুল্য বর্ণ মলিন হইল, অবিরত অঙ্গার-স্পর্শে তাঁহার হস্তপদ কৃষ্ণবর্ণ হইল। ক্ষৌর কার্য্যের অভাবে তাঁহার মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু দীর্ঘ বিলম্বিত হইল। দেখিলে তাঁহাকে সহজে চিনিতে পারা যায় না। কিন্তু বাহিরে এই পরিবর্ত্তন ঘটিলেও অন্তরে তিনি যে হরিশ্চন্দ্র ছিলেন, সেই হরিশ্চন্দ্রই রহিলেন। যাহারা শবদাহন করিতে আসেন, তাঁহার ব্যবহারে তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ। শোকার্ত্ত জন তাঁহার সান্ত্বনা-বাক্য শুনিয়া শোক বিস্মৃত হয়, এবং বন্ধুহীন ব্যক্তি তাঁহার সাহায্যে প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া কৃতজ্ঞ হয়। কেবল এক বিষয়ে তিনি কঠোর; চণ্ডালরাজের নিরূপিত শুল্কের এক কপর্দ্দকও বাকী থাকিলে তিনি শবদাহ করিতে দেন না। অভাব, দারিদ্র্য যে যাহা বলুক, কিছুতেই তিনি প্রাপ্য শুল্ক সংগ্রহে বিরত হন না। পূর্ব্বে যাহারা শ্মশানে থাকিত, তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ উৎকোচ বা একপাত্র মদিরা দিলেই তাহারা চণ্ডালরাজের প্রাপ্য ত্যাগ করিত, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের নিকট তাহা হয় না। কেহ কেহ তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কঠোর বলিলেও চণ্ডালরাজ এজন্য তাঁহার

উপর পরম পরিতুষ্ট। তিন বৎসরে শ্মশানের আয় তিন গুণ অধিক হইয়াছিল।

রাজার ও রাজ্ঞীর জীবন এইরূপে গত হইতেছিল। দিবসে উভয়ে কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিতেন। কিন্তু রজনীতে পরস্পরের কথা স্মরণ করিয়া উভয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। উভয়েই বারাণসীতে বাস করিলেও কেহ কাহারও সংবাদ জানিতেন না, সাক্ষাৎ ত দূরের কথা! কিন্তু মানসচক্ষে তাঁহারা পরস্পরকে দর্শন করিতেন, বিশ্বনাথের নিকট পরস্পরের কুশল প্রার্থনা করিতেন, আর ভাবিতেন কত দিনে উভয়ে পরলোকে যাইয়া মিলিত হইবেন। ইহলোকে যে আর মিলন হইবে, সে আশা কাহারও মনে ছিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বালক রোহিতাশ্ব প্রতিদিন ব্রাহ্মণের পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া আনিত। এক দিন শৈব্যা গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা আছেন, রোহিতাশ্ব, অন্যান্য দিনের ন্যায়, পুষ্প-করণ্ডক হস্তে লইয়া এক উপবনে প্রবেশ করিল। বালক পুষ্পচয়ন করিতেছে, এমন সময় এক কৃষ্ণ সর্প বৃক্ষ-কোটর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার অঙ্গুলিতে দংশন করিল; তীব্র বিষে বালক সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া শৈব্যা তাহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া অবশেষে সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার মৃত দেহ দেখিতে পাইলেন। হায় বিধাতঃ! অভাগিনীর সংসারে যে একটী মাত্র অবলম্বন ছিল, তাহাও নষ্ট করিলে! দৃষ্টিমাত্র শৈব্যার মুখের বাক্য, চক্ষুর নিমেষ, হৃদয়ের

স্পন্দন লোপ পাইল। শৈব্যা আর্ত্তনাদ করিলেন না, বিধাতার প্রতি দোষারোপ করিলেন না, পুত্রের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় সেখানে উপবেশন করিলেন। শৈব্যা দেখিলেন রোহিতাশ্বের দেহ তুষারের ন্যায় শীতল, নাসা ও মুখ ফেনে আপ্লুত, দেহ নীলাভ; কিন্তু তাহার চক্ষুর জ্যোতি ও মুখের লাবণ্য তখনও অবিকৃত রহিয়াছে। অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণে শৈব্যা বুঝিলেন, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে, কে সেখানে উপস্থিত হইয়া বালককে ঔষধ সেবন করাইয়া গিয়াছে। বালকের সর্পদষ্ট স্থানে এবং তাহার মুখে ও কর্ণরন্ধ্রে কে একজাতীয় বৃক্ষপত্রের রস নিষ্পীড়ন করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে। নিষ্পীড়িত পত্রগুলি এখনও পার্শ্বে পড়িয়া আছে। শৈব্যা ভাবিলেন এই অকারণ বন্ধু যিনিই হউন, অভাগিনীর অদৃষ্টদোষে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নচেৎ রোহিতের নাড়ী এরূপ স্পন্দহীন এবং দেহ এত শীতল হইবে কেন? কিন্তু হায়! যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, এখন মাতা হইয়া, তাহার শব এখানে কোন প্রাণে ফেলিয়া যাইব? শৈব্যা ভাবিলেন, শৃগাল, কুক্কুরে আমার রোহিতকে ভক্ষণ করিবে, প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না! কিন্তু উপায় কি? ব্রাহ্মণ আমার বিপদে নিশ্চিন্ত থাকিবেন না সত্য, কিন্তু তিনি স্নাতক হইয়া কিরূপে ক্ষত্রিয়ের শব স্পর্শ করিবেন? তাহার উপর তিনি বৃদ্ধ, তাঁহাকে সংবাদ দিয়া লাভ কি? হায় মহারাজ! এখন তুমি কোথায়? শৈব্যা ভাবিলেন, আমি মহারাজকে বলিয়াছিলাম, "রোহিতের জন্য আপনার চিন্তা নাই", সে কথা রাখিতে হইবে। জীবনে বুকের রক্ত দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছি, মরণে নিজের বুকের উপর চিতা সাজাইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিব। দেখিব, বিধাতার আক্রোশ যায় কি না।

শৈব্যা বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কটিতে অঞ্চল বাঁধিয়া পুত্রের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইলেন। অমাবস্যার অন্ধকারে তখন চতুর্দ্দিক আবৃত হইয়াছিল, শ্রাবণের মেঘ গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিতেছিল। বিন্দু বিন্দু বারিপাতের সঙ্গে প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল। শৈব্যা, সেই অবস্থায়, একাকিনী শ্মশানাভিমুখে চলিলেন। শ্মশান কোথায়? শৈব্যা কিছুই জানেন না। গঙ্গাতীরে কোন স্থানে হইবে, এই ভাবিয়া গঙ্গাতীর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। দুর্দ্দিনে রাজপথ জনশূন্য; তাঁহাকে দেখিয়া পথচারী কুক্কুর দল চীৎকার আরম্ভ করিল। শবগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া দুই একটা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শৈব্যার উদ্বেগ নাই, আতঙ্ক নাই; তাঁহার দেহে অমানুষিক বল, তাঁহার হৃদয়ে অমানুষিক সাহস। হঠাৎ শৈব্যা দেখিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহার অগ্রে অগ্রে শববাহীদিগের ন্যায় "তারক ব্রহ্ম শিব?" "তারক ব্রহ্ম শিব" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যাইতেছে; শৈব্যা ভাবিলেন এ ব্যক্তি বোধ হয় শ্মশানে চলিয়াছে। তিনি তাহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্ধকারে সে ব্যক্তি অদৃশ্য হইল; বিদ্যুদালোকে শৈব্যা বুঝিলেন তিনি শ্মশানে আসিয়াছেন।

একে অমাবস্যা, তাহার উপর আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, একটী তারকা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না। নিবিড় অন্ধকারে চিতাভূমি আবৃত, নির্ব্বাণোন্মুখ চিতার আলোকে সে অন্ধকার যেন সুস্পষ্ট হইয়াছিল। বারম্বার বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছিল, শৈব্যা তাহার চঞ্চল আলোকে শ্মশান দর্শন করিলেন। কোথাও ভগ্ন কলসী, কোথাও শবশয্যা, কোথাও শবখট্টা পতিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে শুভ্র নরকপাল ও নরঅস্থি চিতালোকে লক্ষিত হইতেছে। দুর্দ্দিন দেখিয়া একটী শব ত্যাগ করিয়া শববাহকগণ

কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। শৃগালদল আসিয়া সেই শব বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং শবমাংস লোভে পরস্পরের মধ্যে কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অর্দ্ধদগ্ধ কোন শব হইতে বিকট গন্ধ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছে। এক একবার প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইয়া শ্মশানস্থিত তালবৃক্ষগুলির পত্র বিকম্পিত করিতেছে এবং তাহাদিগের শরশর শব্দের সঙ্গে ভাগীরথী-তরঙ্গের তটাঘাত-জনিত উচ্ছল শব্দ মিলিত হইতেছে। শৈব্যা একাকিনী এই অবস্থায় শ্মশানে দণ্ডায়মানা; যতক্ষণ তিনি শ্মশানে না আসিয়াছিলেন ততক্ষণ তিনি দাহ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেন নাই। এখন তাঁহার মনে হইল চিতার কাষ্ঠ কোথায়, প্রেতের পারলৌকিক মঙ্গলের উপযোগী উপকরণ কোথায়? সেই সঙ্গে তাঁহার আরও মনে হইল, কেমন করিয়া রোহিতকে চিতায় তুলিব, মাতা হইয়া কেমন করিয়া তাহার চাঁদমুখে অগ্নি দিব? হায় বিধাতঃ! পৃথিবীতে কোনও জীবিতভর্ত্তৃকা মাতাকে কি কখন এমন অবস্থায় ফেলিয়াছ? হায়! মহারাজ আজ কোথায়! তিনি নিকটে থাকিলে আমাকে ত আজ এ অবস্থায় পড়িতে হইত না। এই সময় শৈব্যা বিদ্যুদালোকে দেখিতে পাইলেন এক দীর্ঘকায়, রুদ্রমূর্ত্তি পুরুষ প্রকাণ্ড লৌহশীর্ষদণ্ড হস্তে লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। শৈব্যা চমকিতা হইলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল, শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিল, বক্ষ সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, একি যমদূত? তিনি, রোহিতের মৃত দেহ দৃঢ়রূপে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন।

আগন্তুক নিকটে আসিয়া অতি মধুর স্বরে বলিল, "বিপন্নে! কে তুমি? এই দুর্দ্দিনে একাকিনী কাহার মৃত দেহ দাহ করিতে আসিয়াছ?"

সে স্বর শ্রবণ মাত্র শৈব্যার সর্ব্বশরীরের মধ্যে যেন তাড়িৎ-প্রবাহ ছুটিল ; তিনি বলিলেন "আমি অনাথা ! আমার একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ দাহন করিতে আসিয়াছি।"

আগন্তুক। "হতভাগিনি ! মাতা হইয়া স্বয়ং পুত্রের শব দাহ করিতে আসিয়াছ ? তোমার কি স্বামী নাই ?"

শৈব্যা। "আছেন, তিনি শতায়ু হউন। তিনি পরগৃহে কোথায় দাসত্ব করিতেছেন, এ সংবাদ জানেন না।"

আগন্তুক। "তুমি শব দাহন করিতে আসিয়াছ, চণ্ডালরাজের প্রাপ্য শুল্ক দাও।"

শৈব্যা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "বিধাতা আমায় পরগৃহে দাসী করিয়াছেন, এক কপর্দ্দকও আমার সম্বল নাই, আমি শুল্ক কোথায় পাইব ?"

উভয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়ের মনে হইতেছিল এ স্বর যেন কোথায় শুনিয়াছি। উভয়ে ভাবিলেন, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এই সময় উজ্জ্বল প্রভায় একবার বিদ্যুৎ চমকিত হইল, উভয়ে উভয়কে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন। আগন্তুক বলিলেন "কে শৈব্যা ? শৈব্যা বলিলেন "কে মহারাজ ?"

কাহারও আর কোন কথা বলিবার সামর্থ্য রহিল না। কতক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইল, তাহা উভয়ে জানিতে পারিলেন না। ক্রমে রাত্রি প্রভাতা হইল। দুর্দ্দিনের অবসানে প্রকৃতি আপনার স্বাভাবিক রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অরুণোদয়ে জল, স্থল জ্যোতির্ম্ময় হইল এবং স্বভাব-ভীষণ শ্মশানভূমিও কিরণমালায় মনোহর শ্রী ধারণ করিল। প্রভাত বায়ু মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতে লাগিল ; রজনীর তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধা ভাগীরথী শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। মূর্চ্ছাগত হরিশ্চন্দ্র যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, তখন দেখিলেন, শৈব্যা তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে ধারণ

করিয়া বসিয়া আছেন, আর কুমার রোহিতাশ্ব তাঁহার পদতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। শ্মশানভূমি লোকে পূর্ণ। স্বয়ং বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, তাঁহাদিগের শিষ্যগণ এবং চণ্ডালরাজ, ব্রাহ্মণ ও উভয়ের অনুজীবিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া রাজা, অতিমাত্র, ব্যগ্র হইয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন। উভয়ে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন ;

"বৎস হরিশ্চন্দ্র ! আজ তোমাকে ও রাজ্ঞীকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমার ও ব্রহ্মর্ষির হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইতেছে। ধর্ম্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তুমি যে দুঃখে, ক্লেশে সত্য হইতে বিচলিত না হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা উভয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছি। ব্রহ্মর্ষির নিকট তোমার ও রাজ্ঞীর প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের ধর্ম্ম পরীক্ষা করিবার জন্য আমার বাসনা হইয়াছিল। দৈবক্রমে, মৃগয়াকালে, তোমার দ্বারা আমার তপোবিঘ্ন হওয়াতে উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইল। তুমি তোমার অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে। আমি তোমার রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, আত্মবিক্রয় করিতে বলি নাই, কর্ত্তব্য জ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, তুমি তাহা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছ। আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। ধর্ম্মরক্ষার জন্য ভারতে কেহ কখনও যাহা করে নাই, তোমরা উভয়ে তাহা করিয়াছ। এখন তোমাদিগের রাজ্য প্রতিগ্রহণ কর, স্থাপ্যধন প্রত্যর্পণ করিয়া, আমি নিশ্চিন্ত হই। আমি তোমাদিগের ক্রেতা ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালরাজকে সংবাদ দিয়া আনাইয়াছি। তাঁহারা তোমাদিগকে বিনা পণে মুক্তি দিতেছেন। প্রধান অমাত্য সুমিত্র অল্পক্ষণের মধ্যেই এখানে উপস্থিত হইবে। স্নানান্তে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া অদ্যই অযোধ্যায় প্রতিগমন কর।"

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, "বৎস হরিশ্চন্দ্র! বৎসে শৈব্যে! ব্রহ্মর্ষির কথা তোমরা শ্রবণ করিলে! তোমরা যে এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদিগের গুরু বলিয়া আমি নিজেকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতেছি। ব্রহ্মর্ষি কিরূপে অযোধ্যা-রাজ্য পালন করিয়াছেন, সুমিত্রের ও অযোধ্যাবাসীদিগের নিকট তোমরা তাহার পরিচয় পাইবে। কিন্তু তোমাদিগের উভয়ের প্রতি তাঁহার সস্নেহ আচরণ সম্বন্ধে কোন বিষয় অপর কাহারও বিদিত নাই, সেই জন্য আমি তাহা তোমাদিগের নিকট বলিব। তোমাদিগের অযোধ্যাত্যাগের পর হইতে ব্রহ্মর্ষি পিতার ন্যায় সতর্কতায়, মাতার ন্যায় স্নেহে, বন্ধুর ন্যায় অনুরাগে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বারাণসী আগমনের পথে তোমরা যে স্থানে স্থানে ফল, জল ও কাষ্ঠ সঞ্চিত দেখিয়া বিস্মিত হইতে মহর্ষির শিষ্যগণই, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিত। তাহারাই তোমাদিগের রক্ষার জন্য ব্যাঘ্র, ভল্লুক বধ করিয়া তোমাদিগের গমনপথ নির্ব্বিঘ্ন করিত। দাসহট্টে মহিষীর অঙ্গস্পর্শে উদ্যত দুর্ব্বৃত্তকে ব্রহ্মর্ষির শিষ্য মহাবলই ধরাশায়ী করিয়াছিল; গতকল্য কুমার রোহিতাশ্বকে কালসর্পে দংশন করিলে তাঁহার শিষ্য কাত্যায়নই ঔষধদানে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল এবং ব্রহ্মর্ষির শিষ্য পিঙ্গলই মহিষীকে পথ প্রদর্শন করিয়া গত রজনীতে এই শ্মশানে আনিয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি আমার অভিন্নহৃদয় সখা; তোমরা উভয়ে আমার প্রাণপ্রতিম শিষ্য ও শিষ্যা; তোমরা যে নিজগুণে ব্রহ্মর্ষির স্নেহের ও আশীর্ব্বাদের যোগ্য হইলে তাহাতে আমার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইতেছে। ব্রহ্মণ্যদেব করুন যেন যুগ-যুগান্তর তোমাদিগের এই কীর্ত্তিকথা ভারতে প্রচারিত থাকিয়া কোটী কোটী আর্য্যনরনারীকে অনুপ্রাণিত করে।"

রাজা ও রাজ্ঞী চিত্রার্পিতের ন্যায় বিশ্বামিত্রের কার্য্য শুনিতে-ছিলেন। বশিষ্ঠদেবের কথা শেষ হইলে উভয়ে, রোহিতাশ্বের সঙ্গে, ধরা লুণ্ঠিত হইয়া, তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন। এই সময় গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে গঙ্গাতীর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে সহস্রাধিক অশ্বারোহীপুরুষ, অযোধ্যারাজ্যের সূর্য্যাঙ্কিত পতাকা হস্তে লইয়া, শ্মশানভূমি পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগের পশ্চাতে মেঘবর্ণ একশত হস্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল, এবং উভয় শ্রেণীর সৈনিকদিগের মধ্যে চতুরশ্ববাহিত, পতাকাশোভিত, স্বর্ণ-খচিত রথ শোভমান হইল। সুবেশা কিঙ্করীদ্বয়, রাজা ও রাজ্ঞীর উপযুক্ত মহামূল্য বসন, ভূষণ এবং স্নানসামগ্রী হস্তে লইয়া, সেই রথের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের অগ্রে শুভ্র উষ্ণীশ ও শুভ্র পরিচ্ছদশোভিত, শ্বেতশ্মশ্রু, প্রধান অমাত্য সুমিত্র লক্ষিত হইতেছিলেন। সুমিত্র, অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে প্রণাম পূর্ব্বক, রাজা ও রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞীকে তদবস্থায় দেখিয়া বৃদ্ধের কপোলদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইতেছিল। সুমিত্র রাজ্ঞীকে বলিলেন, "মা! আবার যে তোমায় অযোধ্যায় সিংহাসনে দেখিব, আমার সে আশা ছিল না। আর এ বেশ কেন, মা? অযোধ্যা-বাসিগণ মাতৃহারা সন্তানের মত তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; চল, রাজলক্ষ্মীর বেশে সিংহাসনে বসিয়া আমাদের চক্ষু

অন্তঃপুররক্ষী, শ্বেতশ্মশ্রু, পুরাতন দ্বারপালগণ নায়কের আদেশে এতক্ষণ স্থির হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াছিল; আর পারিল না। কেহ ছুটিয়া আসিয়া রাজার, কেহ বা রাজ্ঞীর পদতলে পতিত হইল,

কেহ বা কুমার রোহিতাশ্বকে স্কন্ধে তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মহাশ্মশান মহামিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হইল।

চণ্ডালরাজ, সঙ্কুচিত চিত্তে, এক দিকে দাঁড়াইয়া, এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুচ্চস্বরে আপনার পার্শ্বচরকে বলিলেন, "দেখ্ ভালুকা! তোকে আমি বলেছিলাম, একটা মানুষের মত মানুষ পেয়েছি। এখন আমার কথা বুঝ্‌লি ত?"

ভালুকা বলিল, "রাজা! তোমার কথা কি কখনও ভুল হয়? তুমি মানুষ, তাই মানুষ চিনেছিলে।"

রাজা ও রাজ্ঞী ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া শৈব্যাকে বলিলেন, "মা! তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম, তুমি সামান্যা নারী নও। এখন যাও, আনন্দে গিয়ে রাজত্ব কর। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এ বয়সে কাশী ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না, নচেৎ আমি অযোধ্যায় গিয়ে তোমার কাছে বাস কর্‌তুম।"

রাজা চণ্ডালরাজের নিকট বিদায় লইবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। চণ্ডালরাজ হরিশ্চন্দ্রের পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, "রাজা! এত দিন তুই আমার দাস ছিলি; আজ হতে আমি তোর দাস হ'লুম।"

তাহার পর যাহা হইল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। রাজার ইঙ্গিতে সুমিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পূজার্চ্চনার ও সদাব্রতের ব্যবস্থা এবং সেবার জন্য দাস, দাসী নিয়োগ করিলেন; ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় মত তিনি সেই শ্মশানে শিবপ্রতিষ্ঠা করিলেন; চণ্ডালরাজকে নিষ্কর এক শত খানি গ্রাম ও মহামূল্য পরিচ্ছদ দিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার পূজা করিয়া এবং দানে কাশীবাসী-

দিগকে তৃপ্ত করিয়া, অযোধ্যার সিংহাসনে গিয়া পুনর্ব্বার আসীন হইলেন এবং দীর্ঘকাল রাজত্বের পর স্বীয় স্বীয় পুণ্যার্জ্জিত লোকে গমন করিলেন।

বারাণসীর যে মহাশ্মশানে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাসত্ব করিয়াছিলেন, কালের পরিবর্ত্তনে এখন তাহা লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব দৃশ্যের চিহ্নমাত্র সেখানে নাই; কিন্তু এখনও সেখানে একটী চণ্ডাল পরিবারের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের নিকট দাসত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা এখনও গৌরব করে। হরিশ্চন্দ্রেশ্বর নামক একটী ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ এখনও তথায় অনাদৃত অবস্থায় বর্ত্তমান আছেন এবং ভাগীরথী, তাহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া, এখনও কলকল নিনাদে এই অপূর্ব্ব কাহিনী কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ।

পাতিব্রত সম্বন্ধে অভিমত।

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন।

"আপনার পতিব্রতা পাঠ করিয়াছি এবং বলা বাহুল্য, পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। একে ত চিত্রিত চরিত্রগুলি পৌরাণিক পতিব্রতা-চরিত্রের শীর্ষস্থানীয়, তাহাতে আবার আপনার পবিত্র সিদ্ধ হস্তে চিত্রাঙ্কনের পারিপাট্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে অতি উপাদেয় হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। ইহা বঙ্গমহিলাগণের বিশেষ পাঠোপযোগী হইয়াছে এবং পাঠ করিয়া তাঁহারা একদা জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন। উৎসর্গ-পত্রে যে অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতাটি পাঠ করিলাম, তাহা সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন।"

প্রবাসী বলেন;—লেখকের ভাষা বিশুদ্ধ, সুললিত ও সুখপাঠ্য; পুস্তকখানি পাঠ করিলে নারীগণ যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন ও নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নব্যভারত বলেন;—পড়িবার সময় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, বহুবার অশ্রুপাত হইয়াছে। এখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গগৃহে প্রচারিত হউক; আর ঘরে ঘরে অমৃতফল ফলুক।

সঞ্জীবনী বলেন;—যোগীন্দ্র বাবু মাইকেলের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া প্রথিতনামা হইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, লিপি-কৌশল-গুণে পতিব্রতা মাইকেলকেও হারাইয়া দিয়াছে। হৃদয়স্পর্শী ভাষায় রচিত হওয়াতে পাঠক কোথাও সমবেদনার অশ্রুজল ফেলিবেন,

কোথাও ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইবেন; কোথাও দুর্দ্দান্তের অত্যাচারে চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিবেন। পতিব্রতা অতিসুন্দর, অতিমধুর হইয়াছে। আমরা সকলকে এই পুস্তক অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

হিতবাদী বলেন;—হিন্দুরমণীর: পক্ষে এরূপ সুখপাঠ্য, উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থপাঠের সুযোগ অনেক দিন হয় নাই। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

Bengalee বলেন;—We can unhesitatingly recommend this book to our ladies and we believe every home will be the better and the happier for its perusal.

যোগীন্দ্র বাবুর কৃত, বহুপ্রশংসিত, স্ত্রীপাঠ্য সরল কৃত্তিবাস রামায়ণ, সরল কাশীরামদাস মহাভারত এবং কবিতানুবাদ কঠোপনিষৎ আমাদিগের নিকট পাওয়া যায়। প্রত্যেক হিন্দু মহিলাকে আমরা এই তিন খানি পুস্তক পাঠ করিতে বলি। মূল্য যথাক্রমে ১॥০, ২৸০ ও ॥৵০।

অধ্যক্ষ, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী
৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।